উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি২০-তে বিধ্বংসী অভিষেক » ১২

এআই বিশ্ববিদ্যালয়

নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহারাষ্ট্রে তৈরি হতে চলেছে দেশের প্রথম এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য ২২ সদস্যের একটি দল গঠন করা হয়েছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৪°	২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৭°	১২°

ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য-যুদ্ধে কানাডা » ৭

২০ মাঘ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 3 February 2025 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 255

জয় জয় দেবী...

উদযাপন।। কুয়ালা লামপুরে বিশ্বকাপ জেতার পর ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা ক্রিকেটাররা (উপরে)। কোচবিহারে ইন্দিরা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের সরস্বতীপুজো। রবিবার। ছবি : জয়দেব দাস

প্রথম দিনই জমাট ভিড় বসন্তপঞ্চমীতে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : পরপর দু'দিন ছুটির দিন। তাও আবার দু'দিনই সরস্বতীপুজো। রবি ও সোম দু'দিনই এবার যেন পুজোর আনন্দে মেতে ওঠা। তাই রবিবার দুপুর থেকেই রাস্তাজুড়ে ম্যাচিং করা শাড়ি আর পাঞ্জাবির ভিড়ই জানিয়ে দিচ্ছিল বসন্তপঞ্চমীর কথা। তড়িঘড়ি বাড়ির পুজো সেরে শীতের হালকা রোদ গায়ে মেখে ঘুরতে বেরিয়ে পড়াই ছিল এদিন অধিকাংশ তরুণ-তরুণীদের রুটিন। শহরের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিসেও পূজিতা হলেন পলাশপ্রিয়া। রাজবাড়ি থেকে শুরু করে নরেন্দ্রনারায়ণ পার্ক– সর্বত্রই এদিন ছিল ভিড়ে ঠাসা। দুপুরের পর থেকে শহরের ব্যস্ততম রাস্তাগুলিতে ভিড় যেন উপচে পড়েছিল। যানজট এড়াতে কেশব রোডে এদিন ঢুকতে দেওয়া হয়নি টোটো। ভিড় সামলাতে এদিন সারাদিনই চলল পুলিশি টহলদারি। তবে দু'দিন পুজোর মধ্যে যেন পাল্লা ভারী রইল রবিবারের দিকে। সোমবার সাড়ে ৯টার মধ্যে শুক্লা পঞ্চমী শেষ হয়ে যাবে। তাই রবিবারই সিংহভাগ মেতেছেন বাগদেবীর আরাধনায়।

দুপুর বড়জোর পৌনে দুটো হবে। বান্ধবীকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাজবাড়িতে ঢোকার টিকিট সংগ্রহ করতে লাইন দিয়েছিলেন কলেজ পড়ুয়া তরুণ ঘোষ। মিনিট পনেরো পর যেন তার মুখে যুদ্ধ জয়ের হাসি। অবশ্য হওয়ার তো কথাই। বিশেষ এই দিনে রাজবাড়ি দর্শন করতে তরুণের আগে নিদেনপক্ষে দুই শতাধিক লোক লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করাটা যুদ্ধের চেয়ে কম কীসের?

দিনভর আনন্দ

- রাস্তাজুড়ে ম্যাচিং করা শাড়ি আর পাঞ্জাবির ভিড়ই জানিয়ে দিচ্ছিল বসন্তপঞ্চমীর কথা
- রাজবাড়ি থেকে শুরু করে নরেন্দ্রনারায়ণ পার্ক– সর্বত্রই এদিন ছিল ভিড়ে ঠাসা
- কেশব রোড চত্বর ছিল সারাদিনই সরগরম
- পুজোর প্রথম দিন বন্ধুবান্ধব, প্রিয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জমিয়ে কাটল সারাদিন

এদিন দুপুরে রাজবাড়ির টিকিট কাটতে ভিড় চলে এসেছিল রাস্তাতেও। একই পরিস্থিতি ছিল শহরের নরেন্দ্রনারায়ণ পার্কেও। কেশব রোড চত্বর ছিল সারাদিনই সরগরম। প্রচুর খাবারের দোকানপাটও রাস্তায় বসতে দেখা গিয়েছে এদিন। বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষ্যে এদিন রাজবাড়ি পার্ক, রসিকবিল, খোল্টা পার্ক, মধুপুরধামেও যথেষ্ট ভিড় দেখা গিয়েছে।

তিথি অনুযায়ী এবছর দু'দিন পুজো পড়লেও ছুটির দুপুরে পুজোর অঞ্জলি সেরে স্কুল এবং কলেজে বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে ঢুঁ মারতে দেখা গিয়েছে অনেককেই। মূলত, বছরের একটা দিনই সুযোগ মেলে নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রংবেরংয়ের পোশাক পরে যাওয়ার। আর যে স্কুলগুলির ভেতরে ইচ্ছে থাকলেও সচরাচর যাওয়া হয়ে ওঠে না, সুযোগ পেয়ে সেই স্কুলে যেতেও দেখা গেল অনেককে। ঠাকুর দেখার অজুহাত তো রয়েছেই। সেইসঙ্গে আর চোখে অন্যদের দেখার সুযোগও হাতছাড়া করতে চায়নি কেউই। দুপুরের পর থেকে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী জেনকিন্স স্কুল, এবিএন শীল কলেজ চত্বর ছিল কার্যত ভিড়ে ঠাসা। এছাড়াও ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়েও ভিড় ছিল যথেষ্টই। ভিড় দেখা গিয়েছে মদনমোহনবাড়িতেও। ঘোরার ফাঁকেই অনন্যা সাহা নামে এক কলেজ পড়ুয়া বলেন, 'বহুদিন বাদে বান্ধবীদের সঙ্গে অঞ্জলি দিলাম।

এরপর দশের পাতায়

ভোটের লক্ষ্য নেই বাজেটে, দাবি নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ভাষায়, 'এটা জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের বাজেট।' তবে বছরে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে যত সহজে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন পেয়েছেন তিনি, আধিকারিকদের বোঝাতে ততটাই সমস্যা লেগেছে। বাজেট পেশের পরদিন রবিবার এক সাক্ষাৎকারে নির্মলা বলেন, 'আধিকারিকদের সম্মতি পেতে কিছুটা সময় লেগেছে।'

বাজেটটি যে মধ্যবিত্তদের কথা ভেবেই, তা মানলেন তিনি। একইদিনে দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনি প্রচারে নরেন্দ্র মোদি দাবি করলেন, কংগ্রেস জমানার চেয়ে বিজেপি সরকারের আমলে মধ্যবিত্তদের করের বোঝা কমেছে। তিনি বলেন, 'আপনারা নেহরুর সময় ১২ লক্ষ টাকা আয় করলে বেতনের ২৫ শতাংশ কর দিতে চলে যেত। ইন্দিরা গান্ধির আমলে তো ১২ লক্ষ টাকা আয় হলে ১০ লক্ষ টাকাই কর দিতে হত। এক দশক আগে কংগ্রেস সরকারের আমলে ১২ লক্ষ টাকা আয়ে করের পরিমাণ ছিল ২.৬ লক্ষ টাকা। বিজেপি ক্ষমতায় আসায় সেটা দিতে হবে না।'

সীতারামনের প্রায় সমস্ত কথায় ছিল মোদির বক্তব্যের সঙ্গে সংগতি। তাঁর কথায়, 'আমরা মধ্যবিত্তের চাহিদা অনুভব করেছি। তারা সততার সঙ্গে কর প্রদান করে। তবুও তাদের প্রয়োজনকে আমল দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ ছিল। এতদিনে সরকার মধ্যবিত্তের দাবি পূরণ করতে পেরেছে।' করের বোঝা কমানোর আগে মোদির সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছিলেন জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার বিস্তারিত মতবিনিময় হয়েছিল। মধ্যবিত্তের ওপর করের বোঝা কমাতে পদক্ষেপগুলি খতিয়ে দেখতে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্থমন্ত্রক সেই মতো কাজ করেছে।'

মধ্যবিত্তের প্রতি নজরের পাশাপাশি বিহারে কয়েকটি প্রকল্পের উল্লেখ থাকায় মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বাজেটে ভোটব্যাংকের রাজনীতির অভিযোগ তুলছে বিরোধী দলগুলি। সেই অভিযোগ খারিজ করে রবিবার নির্মলা বলেন, 'বিরোধীদের হাতে কোনও ইস্যু নেই বলে এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। বাজেটের গুরুত্ব লঘু করার চেষ্টা চলছে। প্রত্যেকে তাদের প্রাপ্য পায়।'

টাকার দাম পড়ে যাওয়া নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন, 'শুধু শক্তিশালী ডলারের অনুপাতে ভারতীয় মুদ্রার দাম কমেছে। অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিপরীতে টাকা স্থিতিশীল রয়েছে।' অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আমি উদ্বিগ্ন, তবে টাকা দুর্বল হচ্ছে- এমনটা মানি না।'

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

চ্যাংরাবান্ধায় বন্ধ বাণিজ্য

পাথর নিতে বাংলাদেশের অনীহার জের

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২ ফেব্রুয়ারি : পাথরের দাম নিয়ে টানাপোড়নের জেরে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ হল অনির্দিষ্টকালের জন্য। দামের কারণে শনিবার থেকে ভারত থেকে পাথর নেওয়া বন্ধ রাখে বাংলাদেশ। তার প্রতিবাদে রবিবার ভারতের ব্যবসায়ীরা অন্য কোনও পণ্য বাংলাদেশে পাঠায়নি। চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকলেও, ভুটান সাত গাড়ি কমলালেবু ও তিন গাড়ি ফলের রস বাংলাদেশে রপ্তানি করেছে। শনিবারের পর রবিবারেও চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করলেও, এই সমস্যা কবে মিটবে, পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, তা অস্পষ্ট। পরিস্থিতি নিয়ে এদিন রাতে বৈঠক হয়েছে সীমান্তের ওপারেও। ওই বৈঠকে মঙ্গলবার থেকে ফল আমদানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে চ্যাংরাবান্ধায় খবর পৌঁছেছে। এই সংক্রান্ত একটি অডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও ওই অডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে দুই দেশের বাণিজ্য। ক'দিন আগে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাছে পাথরের দাম টনপ্রতি ১০ ডলার বেঁধে দেওয়া নিয়ে বাংলাদেশ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন চিঠি দেয়। দাম না কমালে যে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তারা পাথর নেবে না, সেই হুঁশিয়ারি ছিল চিঠিতে। যথারীতি শনিবার থেকে পাথর নেওয়া বন্ধ করে দেয়। যা নিয়ে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য, সীমান্তে ব্যবসা বন্ধ রেখে কোনও কাজ হতে পারে না। সমস্যা মেটাতে আলোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অভ্যন্তরীণ বৈঠক নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেউ মুখ না খুললেও, সমস্যার সমাধানে দ্বিতীয় পাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে ব্যবসা হয়ে আসছে, কিন্তু এভাবে বন্ধ কখনও হয়নি। পণ্যের দাম সবসময় ওঠানামা করে। বাজারে কখনও এভাবে দাম বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। দাবি পেশ করলাম, দাবি না মানলেই বাণিজ্য বন্ধ করে দেব, এটা হঠকারী সিদ্ধান্ত।'

ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় গেটে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী থাকলেও চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর চত্বর কার্যত খাঁখাঁ করেছে। সমস্যায় পড়েছেন ট্রাকচালকদের পাশাপাশি স্থানীয়রা।

শুনসান চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর। রবিবার। -সংবাদচিত্র

সীমান্তে উদ্বেগ

- দামের কারণে পাথর নেওয়া বন্ধ করল বাংলাদেশ
- প্রতিবাদে পণ্য রপ্তানি বন্ধ রাখলেন ভারতীয়রা
- সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ থাকায় উদ্বেগে চ্যাংরাবান্ধা
- কোন পথে মিটবে সমস্যা, নজর দ্বিপাক্ষিকে

কেননা, বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচুর মানুষের রুজিরুটি চলে চ্যাংরাবান্ধায়। চ্যাংরাবান্ধার হোটেল মালিক দেবরঞ্জন দাস বলেন, 'প্রত্যেকদিন আমার রান্নার হোটেলে প্রচুর ট্রাকচালক থেকে ব্যবসায়ীরা খেতে আসেন। ব্যবসা নিয়ে নাকি কি ঝামেলা হয়েছে শুনলাম। গতকালও সেরকম বিক্রি কিছু হয়নি। আর এদিনের কথা তো না বলাই ভালো। রান্না করা খাবার রান্নাই থেকে গিয়েছে, খরিদ্দার আর আসেনি। কবে থেকে সব স্বাভাবিক হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এদিন বিক্ষিপ্তভাবে ট্রাকচালকদের ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পেশায় চালক অসমের দীপু দাস বললেন, 'গত তিনদিন থেকে গাড়ি নিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য চ্যাংরাবান্ধা বর্ডারে দাঁড়িয়ে রয়েছি। গাড়িতে বোল্ডার আছে। কতদিন এভাবে থাকতে হবে জানি না।'

সুনীতি অ্যাকাডেমি

টিফিন দুর্নীতিতে শোকজ টিআইসি-কে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : টিফিন দুর্নীতি কাণ্ডে এবার শোকজ করা হল কোচবিহারের সুনীতি অ্যাকাডেমির টিচার ইনচার্জ (টিআইসি) মৌমিতা রায়কে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর বিকাশ ভবন থেকে দিন তিনেক আগে ওই শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সরকারি স্কুলটির নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের সরকারের তরফে প্রতিদিন টিফিনের জন্য অর্থবরাদ্দ হলেও কেন ৩৬০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছিল, ছাত্রীদের কাছ থেকে টিফিন বাবদ নেওয়া অতিরিক্ত টাকা স্কুলের কোন খাতে, কীভাবে খরচ করা হয়েছে এই সমস্ত বিষয় জানতে চেয়ে টিআইসি-কে ওই শোকজ করা হয়েছে। চিঠি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

টিআইসি মৌমিতা রায় অবশ্য দাবি করেছেন, ইতিমধ্যেই শোকজের জবাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'শোকজের উত্তর শনিবার পাঠিয়ে দিয়েছি।' শোকজের বিষয়টি জানাজানি হতেই কোচবিহার জেলা শিক্ষা মহলে বিশেষ করে স্কুলের অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কোচবিহারের মহারানি সুনীতিদেবীর নামে ১৮৮১ সালে তৈরি হয় সুনীতি অ্যাকাডেমি স্কুলটি। লেখাপড়ার দিক দিয়ে স্কুলটির সুনাম রাজ্যজুড়ে রয়েছে। স্কুলটিতে হাজারের বেশি ছাত্রী রয়েছে। এর মধ্যে নবম ও দশম শ্রেণিতে ২১০ জন ছাত্রী রয়েছে। এই অবস্থায় ছাত্রীদের টিফিনের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। স্কুল সূত্রে খবর, সরকারের তরফে স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের টিফিনের জন্য প্রতিদিন

এরপর দশের পাতায়

আওয়ামির বৈঠক কলকাতায়

ঢাকায় বইমেলার ডাস্টবিনে হাসিনার ছবি ঘিরে বিতর্ক

ঢাকা, ২ ফেব্রুয়ারি : 'ঘর ওয়াপসি'র প্রস্তুতি আওয়ামি লিগের। ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে দেশে ফিরতে চান বিদেশে আশ্রয় নেওয়া লিগ নেতারা। শনিবার থেকে বাংলাদেশে লিফলেট বিলির মধ্যে দিয়ে দলের যে একাধিক কর্মসূচি শুরু হয়েছে, তা সেই পরিস্থিতি তৈরি করার লক্ষ্যেই। দেশের বাইরে কলকাতার ট্যাংরা এলাকায় গত মঙ্গলবার আওয়ামি লিগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়েছে বলে বাংলাদেশের একটি প্রথম শ্রেণির দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ওই সভাতেই দেশে সাংগঠনিক তৎপরতা জোরালো করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের ওই দৈনিকটির খবর অনুযায়ী, ট্যাংরায় যে বাড়িতে বৈঠক হয়েছে, সেখানে হাসিনার দলের কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া থাকেন। হাসিনা সরকারের পতনের পর এটিই ছিল দলের ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম বৈঠক। আওয়ামি লিগের সভানেত্রী হাসিনাও টেলিফোনে ওই সভায় যুক্ত হন। ফেব্রুয়ারিজুড়ে বাংলাদেশে ঘোষিত কর্মসূচিগুলি যথাযথ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই বৈঠক থেকে।

জুলাই আন্দোলনে আহতদের পথ অবরোধ ঢাকার মীরপুরে। রবিবার।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামি লিগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সকলেই ওই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন। ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন স্বয়ং হাসিনাও। সেখান থেকে তিনি নিয়মিত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন কখনও বিবৃতি দিয়ে, কখনও অডিও রেকর্ড ছড়িয়ে।

এখন ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে কর্মসূচি গ্রহণে স্পষ্ট, আওয়ামি লিগ লড়াই আরও জোরদার করতে চলেছে। ওই লড়াইয়ের মোকাবিলায় প্রস্তুত ইউনূস সরকারও। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব কয়েকদিন আগে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আওয়ামি লিগকে কোনও কর্মসূচি করতে দেবে না সরকার।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কোথাও ফলের আকর্ষণে মুগ্ধ পর্যটক, কোথাও মৎস্যচাষ সমৃদ্ধ করছে এলাকার অর্থনীতিকে

স্ট্রবেরির টানে নতুন ডেস্টিনেশন পতিরাম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে একবার অন্তত আপেল বাগানে ঢুঁ মারেননি, এমন পর্যটকের সংখ্যা হাতে গোনা। বাগানে পা রেখে গাছ থেকে রঙিন আপেল ছিঁড়ে খাওয়ার অনুভূতি আলাদা, ব্যক্ত করতে গিয়ে অনেকেই নস্টালজিক হয়ে পড়েন। যেমন শীতের মরশুমে কমলার টানে ছুটে আসেন পর্যটকরা সিটংয়ে। তবে পাহাড়ে ছুটে যাওয়ার পরিবর্তে যদি সমতলেই রসে টইটুম্বর ফল মুখে পুড়ে নেওয়া যায়? এমন প্রশ্নে অনেকেরই আঙুল মাথার চুলে চলে যেতে বাধ্য। কিন্তু স্বপ্ন নয়, বাস্তবে এমন দিশা দেখাচ্ছে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পতিরামজোত। এখানেই মিলছে স্ট্রবেরি বাগানে ঢুকে গাছ থেকে লাল টসটসে ফলটি মুখে পুড়ে নেওয়ার সুযোগ। ইচ্ছে হলে থাকছে পরিজনদের জন্য বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সুযোগ। যে কারণেই এখন ভিড় জমছে প্রচুর মানুষের। পরিরামজোত হয়ে উঠছে পর্যটনের নতুন ডেস্টিনেশন।

শিলিগুড়ির পতিরামজোতের স্ট্রবেরি বাগানে।

শর্ট টাইম ট্যুরে কোথায় যাওয়া যায়, ভাবতে হয় অনেককেই। বেঙ্গল সাফারি বা গজলডোবা এখন অনেকের কাছেই পুরোনো হয়ে গিয়েছে। তাঁদের চোখের খোঁজ থাকে নতুন পর্যটনকেন্দ্রে। এক্ষেত্রে স্ট্রবেরি গ্রাম হয়ে ওঠা পতিরাম হতে পারে বেড়াবার আদর্শ জায়গা। যে কারণে প্রায় প্রতিদিনই এখানে পর্যটকের ভিড় বাড়ছে। রবিবার সরস্বতীপুজোর প্রথমদিন তো অসংখ্য মোটরবাইক এবং চার চাকার গাড়ির চাকা থমকেছে এই গ্রামটিতে। গাড়ি থেকে নেমে প্রত্যেকেই সটান বাগানের ভিতর ঢুকে পড়েছেন। লাল টুকটুক ফল গাছে দেখে সকলেরই চোখে বিস্ময়। আত্মহারা হয়ে অনেকেই এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ালেন। বাগানের সামনে থাকা স্ট্রবেরি জুসের দোকানের ভিড়টাও রীতিমতো জমাট বাঁধা।

স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে স্ট্রবেরি গ্রামে এদিন পৌঁছান শালুগাড়ার বাসিন্দা রতন আগরওয়াল। রতনের ছোট্ট মেয়ে শালিনী চোখের সামনে এত স্ট্রবেরি দেখে আপ্লুত। তার বায়নায়, 'স্ট্রবেরি চাই-ই চাই'। এমন আবদার কানে যেতেই বাগানে কর্মরত এক কর্মী বললেন, 'তোমার যেটা খুশি নাও।' এমন অনুমতি পেতেই শালিনী একটি স্ট্রবেরি ছিঁড়ে মুখে পুড়ে নিল। তখন তার চোখে বিস্ময়ের ঘোর। রতন বললেন, 'কীভাবে স্ট্রবেরি চাষ হয়, তা জানতেই বাচ্চাকে নিয়ে এখানে আসা। কিন্তু এসে দেখলাম, সময় কাটানোর একটা ভালো জায়গা। এটা পর্যটন এলাকা হওয়া উচিত।' বাগানের সামনে স্ট্রবেরি জুস বিক্রি করা অরিন্দম সরকারের কথায়, 'ছুটির দিনগুলিতে অনেক মানুষ আসেন। বিধাননগর, ইসলামপুর থেকেও অনেকে আসছেন। ৮০০ টাকা কেজি দরে স্ট্রবেরি কিনতে তেমন কেউ কার্পণ্য করছেন না।'

এরপর দশের পাতায়

বক্সার বাহারি মাছ বিদেশে

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্রিটিশ, ব্লু-ব্রিটিশ, রেড-ব্রিটিশে মন মজেছে ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশের।

কিন্তু এসব আদতে কী? বক্সা ব্রিটিশ বা ব্লু-ব্রিটিশ হল অর্নামেন্টাল ফিশ। সোজা বাংলায় অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখার মতো বাহারি মাছ। এমন সব মাছ মিলছে ডুয়ার্স তথা আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন খাল-বিল থেকে। আর এখন কলকাতা হয়ে বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে বক্সা ব্রিটিশরা। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরা এই মাছ আমেরিকা, ইউরোপ সহ আরও অনেক দেশের বিত্তবানদের অ্যাকোয়ারিয়ামের শোভা বর্ধন করছে। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিনা পুঁজিতেও মোটা টাকা আয় করছেন কয়েকজন। খালবিল থেকে এই মাছ সংগ্রহ করে বিকল্প কর্মসংস্থানের দিশা খুঁজে পেয়েছেন জেলার কয়েকজন আদিবাসী তরুণ।

চলছে মাছ ধরা। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এই মাছগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে বক্সা ব্রিটিশ, ব্লু-ব্রিটিশ এবং রেড-ব্রিটিশের। বক্সা ব্রিটিশ মাছটি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বক্সা টাইগার রিজার্ভ সংলগ্ন বিভিন্ন খাল-বিলগুলোতে। অন্যদিকে, রেড-ব্রিটিশ এবং ব্লু-ব্রিটিশের দেখা মেলে ডুয়ার্সের প্রায় সর্বত্রই।

এরপর দশের পাতায়

বুনোদের হেনস্থা, চিন্তিত বন দপ্তর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : কেউ আর্থমুভার নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে হাতির দিকে। কেউ হাতির লেজ ধরে টানছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে এমন ভিডিও তো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। লোকালয়ে ঢুকে পড়া একটি হাতিকে ঘিরে এমন উন্মত্ত আচরণ করেছে মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে ডামডিমে। ডুয়ার্সের ডামডিম থেকে শুরু করে, ফালাকাটা শহর বা জয়গাঁ, লোকালয়ে হাতি চলে আসার পর তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে যে 'অতিরিক্ত উৎসাহ' দেখা যাচ্ছে, তা চিন্তা বাড়াচ্ছে বনকর্তাদের।

মামলা করে বা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ নম্বর ধারা জারি করেও কোনও লাভ হচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে একমাত্র গণসচেতনতা বাড়ানো ছাড়া প্রতিকারের উপায় হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ, সচেতনতামূলক প্রচারও তো দীর্ঘদিন ধরেই চালিয়ে আসছে বন দপ্তর। বনকর্তা থেকে শুরু করে বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ, সকলেই বলছেন, লোকালয়ে ঢুকলে যে বুনোদের উত্যক্ত করা যাবে না, এই বোধ তৈরি করতে গেলে শুধু দপ্তর বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নয়, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমনিতেই লোকালয়ে ঢোকার পর ঘাবড়ে যায় বুনো। তার উপর মানুষের এহেন আচরণে সেগুলি জখম হতে পারে, বিরক্ত হয়ে পাল্টা তেড়ে যেতে পারে। তখন কোনও অঘটন ঘটে গেলে তার দায় কে নেবে? শনিবার ডামডিমের ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। সেই আর্থমুভারচালককে খুঁজে বের করে তার বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের ধারায় নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হচ্ছে। রাজ্য বন্যপ্রাণ বোর্ডের সদস্য ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডুর কথায়, 'আসলে লোকালয়ে বুনো ঢুকলে মানুষ সেই বন্যপ্রাণীকে উত্যক্ত করে মজা পায়। কিন্তু এই মজাই একদিন বুমেরাং হয়ে বড় কোনও বিপদ ঘটাতে পারে।'

এর আগে জয়গাঁয় যখন হাতি ঢুকেছিল, তখনও লোকজন হাতি দেখতে রাস্তায় নেমেছিল। এভাবে ভিড় করলে তখন বুনোকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো যায় না। সেই ভিড় ম্যানেজ করাটাও প্রশাসনের পক্ষে একটা বড় চাপ হয়ে দাঁড়ায়। জলপাইগুড়ির এসপি খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, যেভাবে কাতারে কাতারে এলাকাবাসী জড়ো হয়ে হাতিকে উত্ত্যক্ত করছিল, তাতে পরিস্থিতি সামাল দিতেও সমস্যা হচ্ছিল।

সচেতনতা বাড়াতে বন দপ্তর কোনও পদক্ষেপ করলে জেলা প্রশাসন সহায়তা করবে, আশ্বাস দিয়েছেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন। জনপ্রতিনিধিদের যে এগিয়ে আসার ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপের কথা, 'বিভিন্ন সরকারি কাজে আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে সহযোগিতা করে আসছি। মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত এড়াতে, মানুষকে বোঝাতে আমরা সহযোগিতা করব।'

শনিবার দাঁতালটিকে যেভাবে স্থানীয় মানুষ উত্ত্যক্ত করে অত্যাচার করছিল, সেই ভিডিও দেখে অন্যান্য এলাকার মানুষ শিহরিত হয়ে উঠেছেন। এমনকি পোড়খাওয়া বনাধিকারিকরাও যেন বিষয়টি 'হজম' করতে পারছেন না। বন্যপ্রাণ বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'এইভাবে মানুষ হাতিটিকে উত্ত্যক্ত করবে ভাবতে পারিনি। আমরা লোকালয়ে সচেতনতা শিবির করে থাকি ঠিকই। মানুষ যদি নিজেরা উপলব্ধি না করেন, তাহলে আগামীদিনে পরিস্থিতি মোকাবিলা আরও চ্যালেঞ্জিং হবে।'

শেষ হল 'চরকায়তন'

নিউজ ব্যুরো, ২ ফেব্রুয়ারি : শেষ হল রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বেদ বিদ্যাপীঠ, আয়ুষমন্ত্রকের অধীনে ছয়দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি 'চরকায়তন'। আয়ুর্বেদ শিক্ষক, আয়ুর্বেদের স্নাতকোত্তর এবং স্নাতক পণ্ডিতরা পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ কলেজের তত্ত্বাবধানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আচার্য বালকৃষ্ণ। তিনি শিক্ষার্থীদের এই কর্মসূচির পেছনে আসলে কী উদ্দেশ্য সেটি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বৈদ্য (প্রফেসর) এসকে খন্ডেল পদ্মশ্রী ও পদ্মবিভূষণ বৈদ্য দেবেন্দ্র ত্রিগুণা প্রমুখ।

রোগীর পরিবারকে স্যালাইন, ইনজেকশন কিনতে বলছে কর্তৃপক্ষ

ওষুধ সমস্যা সরকারি হাসপাতালে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের দোসর যেন ফার্মা ইমপেক্স ল্যাবরেটরি। নতুন করে এই সংস্থাটির সমস্ত ওষুধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। ফলে ফের স্যালাইন, ওষুধ, ইনজেকশন নিয়ে সমস্যায় জেলার হাসপাতালগুলি। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে একই সমস্যা তৈরি হয়েছে। খুব প্রয়োজনীয় ওষুধ ছাড়া বাকি ওষুধের আকাল সর্বত্রই। যার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর পরিজনকে বাইরে থেকে ওষুধ কেনার কথা বলছেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা। যা নিয়ে রোগীদের মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা হওয়ার কথা থাকলেও, কেন বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হবে, সেই প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খান বলেছেন, 'ওষুধ নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। ১৭টি প্রয়োজনীয় ওষুধ, ইনজেকশন, স্যালাইনের সবগুলি স্থানীয়ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়েই কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে কিনতে বলা হচ্ছে।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের আশা, 'দু'তিনদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তর কোনও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের (সিএমএস) মাধ্যমে সমস্ত ওষুধ, স্যালাইনের সরবরাহ করবে।'

পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের তৈরি স্যালাইনে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে প্রচুর হইচই হয়। এখনও তার রেশ রয়েছে। এর পরেই গত ১৪ জানুয়ারি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ওই সংস্থার

> ১৭টি প্রয়োজনীয় ওষুধ, ইনজেকশন, স্যালাইনের সবগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়েই কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে কিনতে বলা হচ্ছে।
>
> **ডাঃ কল্যাণ খান** *হাসপাতাল সুপার, জলপাইগুড়ি মেডিকেল*

তৈরি ১৭টি চিকিৎসা-পণ্য নিষিদ্ধ করে। সেই সময়ও প্রতিটি জেলাতেই হাসপাতালগুলি চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সমস্যায় পড়েছিল। কেন না, সরকারিভাবে বেঁধে দেওয়া দরে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান চিকিৎসা-পণ্য দিতে পারেনি। স্থানীয়ভাবে কিছুটা 'ম্যানেজ' করে মেডিকেল থেকে জেলার হাসপাতাল চালিয়েছেন চিকিৎসকরা।

পরে এই ১৭টি চিকিৎসা-পণ্যের জন্য ফার্মা ইমপেক্সকে নিয়োগ করা হয়। স্টোর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের (এসএমআইএস) মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালকে ওই সংস্থার তৈরি স্যালাইন, ওষুধ, দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হচ্ছিল। এরই মধ্যে ফের বিপত্তি। গত সপ্তাহে বারুইপুরে ফার্মা ইমপেক্স ল্যাবরেটরিতে হানা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা। সেখানে প্রচুর ত্রুটি পাওয়া যায়। এর পরেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ৩১ জানুয়ারি স্বাস্থ্য দপ্তর ফার্মা ইমপেক্সের ১৭টি পণ্যই ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। আপাতত স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ওষুধ, ইনজেকশন, স্যালাইন কিনে নিতে বলা হয়েছে। কিন্তু একাধিক জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, হাসপাতালে বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলে ওই সমস্ত স্যালাইন, ওষুধ, ইনজেকশন বাইরের দোকানগুলি সচরাচর রাখে না। আবার সরকারিভাবে বেঁধে দেওয়া দামের বাইরে কেনাও যাচ্ছে না। ফলে চাইলেই সমস্ত ওষুধ, ইনজেকশন সহ অন্য সামগ্রী স্থানীয় স্তরে পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্যা যে হচ্ছে সেটা স্পষ্ট দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের কথায়। তিনি বলেন, 'স্থানীয়ভাবে কিছু কিনেছি। তবে, কেউই বাকিতে কিছু দিতে রাজি নন, সমস্যা এখানেই।'

লালঝামেলা বস্তিতে পর্যটন কেন্দ্রের দাবি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ ফেব্রুয়ারি : খ্যাতি বিরাট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে নয়নজুড়োনো। কিন্তু আজও পর্যটনবান্ধব পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি ডুয়ার্স খ্যাত 'ডে ভিজিটিং সাইট' লালঝামেলা বস্তিতে। পিকনিক স্পটের জন্যও ভুটান লাগোয়া ওই এলাকাটির পরিচিতি গোটা উত্তরবঙ্গজুড়েই।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, লালঝামেলাতে সারা বছর ধরেই পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে। ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে গোটা জানুয়ারি মাস পর্যন্ত নামে পিকনিকের ঢল। তবে নদীতে নামার সিঁড়ি, আবর্জনা ফেলার আলাদা স্থান, পরিস্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত না হওয়ার কারণে অনেকেই বিপাকে পড়েন। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'লালঝামেলা বস্তি এলাকার গর্ব। স্থানটির উন্নয়নে কিছু কাজ আগে হয়েছে। তবে আরও যে দরকার তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। এব্যাপারে বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।' লালঝামেলা বস্তির বিশেষত্ব হল, এখানে শুধু ডায়না নদীই নয়, রয়েছে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ভুটান সীমান্ত। সঙ্গে পাহাড়ও। দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলেই মন ভালো হয়ে যায় যে কোনও আগন্তুকের। যে কারণে শয়ে-শয়ে মানুষ ছুটে আসেন সেখানে। কলকাতা থেকে সপরিবারে ডুয়ার্স বেড়াতে এসেছিলেন প্রসেনজিৎ ধর। তিনি বলেন, 'অসাধারণ এই স্থানটির কথা আরও বেশি করে প্রচারের আলোয় আসা দরকার বলে মনে করি। প্রয়োজন রয়েছে নদীবক্ষে নামার সিঁড়ি, পানীয় জলের বন্দোবস্তের।' কোচবিহারের সোনাপুর থেকে আসা শর্মিষ্ঠা পাল নামে এক মহিলার কথায়, 'লালঝামেলার নাম আগে শুনেছিলাম। তবে স্থানটি যে এত সুন্দর না এলে অজানাই থাকত।' দিনহাটার মনোজিৎ বর্মন নামে এক তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে এসেছেন। তাঁর কথায়, 'সব কিছুই ভালো। ওপর

ডায়না নদীর ধারে লালঝামেলা বস্তি। -ফাইল চিত্র

থেকে নদীবক্ষে নামা-ওঠার কাজটি খুব শ্রমসাধ্য। বয়স্কদের অসুবিধে হবে। সিঁড়ি দরকার।' এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিজয় ছেত্রী বলেন, 'সমস্যার কথা ওপরমহলে জানানো হয়েছে। পর্যটকদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় এলাকার বাসিন্দারা সেব্যাপারে সবসময়েই নজর রেখে চলেন।' স্থানীয় বাসিন্দা দীপক ছেত্রীর কথায়, 'আই লাভ লালঝামেলা নামে একটি ফলক

> লালঝামেলা বস্তি এলাকার গর্ব। স্থানটির উন্নয়নে আরও কাজ দরকার। কিছু পরিকল্পনা আছে।
>
> **সঞ্জয় কুজুর** *সভাপতি, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি*

গ্রামবাসীরাই মিলিত উদ্যোগে তৈরি করেছেন। প্রশাসনিক সহযোগিতা পেলে লালঝামেলাতে পর্যটক সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই মনে করি।'

পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি গড়ে উঠলেও লালঝামেলা বস্তিতে থাকার কোনও জায়গা নেই। কয়েক বছর আগে দুটি হোমস্টে তৈরি হয়েছিল। সেগুলি বর্তমানে বন্ধ। এখানে থেকেও যাতে পর্যটকরা সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন এমন ব্যবস্থা তৈরির দাবিও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

অ্যাফিডেভিট

গত 31-01-2025 তারিখ নোটারি পাবলিক সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি জগদীশ রায়-এর বদলে যজ্ঞেশ্বর রায় হলাম। যজ্ঞেশ্বর রায় ও জগদীশ রায় একই ব্যক্তি। চন্দন চৌড়া, কোচবিহার।

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 2002 0855082 নাম ভুল থাকায় গত 24-01-25, 2nd Court (S), কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bablu Rahaman এবং Bablu Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হরিণ চওড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার (পঃবঃ), ভারত। (C/113188)

•

আমার জমির L.R. খতিয়ান নং 1745, JL. No. 229, মৌজা - হাঁড়িভাঙ্গা, আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 21-1-25, 2nd Court (S), কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sudhir Chandra Roy, S/o. Lalit Chandra Roy এবং Sudhir Barman, S/o. Lalit এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হাঁড়িভাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ, ভারত। (C/113189)

•

আমার মেয়ে Suhana Parveen-এর WBCHSE-এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে (রেজিস্ট্রেশন নম্বর 1232121675) আমার নাম ভুলবশত মুদ্রিত হয়েছে Basiruddin. গত 12-11-2024 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Badruddin করা হল। উল্লেখ্য, Badruddin ও Basiruddin একজনেরই নাম। - Badruddin. (S/N)

•

আমার মেয়ে Suhana Parveen-এর WBBSE-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে (রেজিস্ট্রেশন নম্বর 3222-066998) আমার নাম ভুলবশত মুদ্রিত হয়েছে Badiruddin. গত 12-11-2024 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Badruddin করা হল। উল্লেখ্য, Badruddin ও Badiruddin একজনেরই নাম। - Badruddin. (S/N)

আজ টিভিতে

সরস্বতীপুজোয় বিশেষ মেনু টক পোস্ত তৈরি শেখাবেন বাসবদত্তা চ্যাটার্জি। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ অগ্নিপরীক্ষা, ১০.০০ আদরের বোন, দুপুর ১.০০ সূর্য, বিকেল ৪.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, সন্ধে ৭.৩০ সঙ্গী, রাত ১০.৩০ ভিলেন, ১.০০ অটোগ্রাফ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.৪০ লভ স্টোরি, সন্ধে ৭.২৫ কেলোর কীর্তি, রাত ১০.২০ বলো না তুমি আমার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ তোর নাম, দুপুর ৩.০০ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, রাত ৯.৩০ প্রতিশোধ, ১২.১০ অর্জুন-দ্য সুপার কপ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শুন বরনারী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রণমি তোমায়

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০২ গীতা গোবিন্দম, ২.৪৮ কুগল কুটাপ্পা, বিকেল ৫.১৪ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার, রাত ১০.৩৪ বেদা

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৪৫ আজহার, বিকেল ৪.৪৫ অব তক ছপ্পন-টু, সন্ধে ৭.০০ সুরমা, রাত ৯.৩০ ম্যায় হুঁ লকি-দ্য রেসার

এমএনএক্স : দুপুর ১২.৪২ আ কিওর ফর ওয়েলনেস, ২.৫৮ হট হাব টাইম মেশিন-টু, বিকেল ৪.৩০ রকি-ফোর, সন্ধে ৬.০১ দ্য পিংক প্যান্থার-টু, রাত ৯.০০ শাটার, ১০.২৬ দ্য রিক্রুট

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.০৩ ইভিল ডেড, বিকেল ৩.৪৬ জুমানজি-দ্য নেক্সট লেভেল, ৫.৪৫ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, সন্ধে ৭.১৩ আইস এজ-কলিশন কোর্স, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান-থ্রি, ১১.০৪ রেডি অর নট

প্রতিশোধ রাত ৯.৩০ **জি বাংলা সিনেমা**

কোয়লা
বিকেল ৪.৫২ **অ্যান্ড পিকচার্স**

হট হাব টাইম মেশিন-টু
দুপুর ২.৫৮ **এমএনএক্স**

শ্রীলঙ্কা-লেপার্ডস অফ ইয়ালা, বিকেল ৫.৩৮ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টারের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি

জমিজট কাটার অপেক্ষা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : স্থানীয় স্তরেই ক্যানসার চিকিৎসাকে সহজলভ্য করার ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের সব জেলা হাসপাতালেই ক্যানসার চিকিৎসা পরিষেবা চালুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি উদাসীনতাতেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে কোচবিহারের রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার। শাসকদলের নেতাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল পরিকাঠামোকে আরও খারাপ করে দিয়েছে। নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি জেলায় ক্যানসার চিকিৎসা পরিষেবা চালুর ঘোষণা ও জেলার এই চিকিৎসাকেন্দ্রের অবস্থা দুটি ভিন্ন ছবি তুলে ধরছে।

জেলায় ধুঁকতে থাকা ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্রটিকে নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখেছিল কর্তৃপক্ষ। একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ক্যানসার চিকিৎসার সমস্ত পরিষেবাকে একটি ছাদের নীচে আনার উদ্যোগও নেওয়া হয়। পরিকাঠামোর উন্নয়নে ওই বেসরকারি সংস্থাটি ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার ট্রাস্টের সম্পাদক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সংঘাতে সেই কাজ থমকে রয়েছে বলে অভিযোগ। উদয়নের বক্তব্য, 'বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। রবিবাবুর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথাও বলেছি।'

অপরদিকে রবির দাবি, 'ক্যানসার সেন্টারের পুরো জমিটিই পুরসভার। পুরসভার জায়গা কোনও বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া যায় না।'

১৯৮৯ সালে কোচবিহারের বিনপট্টি এলাকায় তৎকালীন মন্ত্রী কমল গুহর উদ্যোগে এই ক্যানসার সেন্টার গড়ে ওঠে। সরকারি সহায়তায় সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টটি পরিচালিত হয়। এখন সেখানে ২০টি বেড রয়েছে। দৈনিক গড়ে ১০ জন রোগী এখানে ক্যানসারের চিকিৎসা করান। কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন সহ আনুষঙ্গিক পরিষেবা দেওয়া হয়। একজন চিকিৎসক সহ প্রায় ৩০ জন কর্মী রয়েছেন এই সেন্টারে। তবে দীর্ঘদিন ধরেই সেটি পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে ভুগছে। পরিষেবা তলানিতে।

সেন্টারটির পরিকাঠামো উন্নতি করা, সেটিকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও ওঠে।

এমআরআই, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান মেশিনের প্রয়োজন রয়েছে।

২০২২ সালে এই সেন্টারটিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এগিয়ে এসেছিল আন্তর্জাতিক সংস্থা 'কারকিনোস'। রতন টাটা, মুকেশ আম্বানি ও আমেরিকার মেয়ো ক্লিনিকের অংশদারিত্বের সংস্থা কারকিনোস হেলথ কেয়ারের আধিকারিকরা দফায় দফায় চিকিৎসাকেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। তাঁরা সেন্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেন। উদয়নের সঙ্গেও বৈঠক হয়।

সংস্থাটি জানিয়েছিল, প্রথম দফায় ৩৫ কোটি টাকা খরচে লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেটর, সিটি স্ক্যান সহ নতুন কিছু মেশিনপত্র বসানো ও চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে। আইসিইউ, অপারেশন থিয়েটার তৈরির কথাও ছিল প্রথম ধাপের কাজে।

সংস্থাটি জানিয়েছিল, এই সেন্টারটির পরিকাঠামো তৈরি করে স্বল্প খরচেই ক্যানসারের সমস্ত চিকিৎসা করাতে পারবেন স্থানীয়রা। পরিষেবা চালু হলে কোচবিহারবাসীর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলা ও অসমের মানুষও স্বল্প খরচে এখান থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারতেন। কিন্তু জমিজটেই আটকে যায় সমস্ত পরিকল্পনা।

একাধিকবার রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার ট্রাস্ট ও কারকিনোসের মউ স্বাক্ষরের তারিখ ঠিক হয়েও বাতিল হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় বাজেটে ক্যানসার চিকিৎসা নিয়ে ঘোষণার পর এই সেন্টারটিতেও গুরুত্ব দেওয়া হয় কি না সময় বলবে। জমি সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে এই সেন্টারে ক্যানসার চিকিৎসার সমস্ত পরিষেবা বাড়ানো হোক দাবি স্থানীয়দের।

পরিকাঠামোর অভাবে এভাবেই ধুঁকছে রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার। কোচবিহার। ছবি : জয়দেব দাস

পরিষেবা তলানিতে

- ১৯৮৯ সালে কোচবিহারের বিনপট্টি এলাকায় তৈরি হয় কেন্দ্রটি
- ২০টি বেডে ক্যানসারের পরিষেবা দেওয়া হয়
- চিকিৎসক-কর্মী মিলিয়ে ৩১ জন কাজ করছেন
- এমআরআই, সিটি স্ক্যান প্রভৃতি মেশিন নেই
- পরিকাঠামোর উন্নতিতে নতুন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না

বিক্রয়

3 কাঠা জমির উপর একতলা বাড়ি বিক্রয়। মাটিগাড়া, টুম্বাজোত। (M) 9800875851, 9832037090. (C/114814)

•

Maruti Wagan R বিক্রি হবে, ভালো কন্ডিশন, 20000 KM চলেছে। দাম সাক্ষাতে। ফোন - 9434048912. (C/114814)

Tuition

CBSE/ICSE Coaching Centre Class 1-6 Arts & Sci, 7-8 Arts., 8637551532. (C/114814)

•

Coaching for Assistant Engineer (Civil) for P.S.C. M : 6295834400. (C/114921)

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-, থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114318)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মক্ষেত্রে আজ পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। **বৃষ :** কর্মক্ষেত্রের বড় পরিবর্তন হবে। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। **মিথুন :** কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধবাদীরা পরাজিত হবে। অতি ভোজনে শারীরিক সমস্যায় পড়বেন। **কর্কট :** সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। **সিংহ :** সামান্য কারণে মাথা গরম করে হয়ে আসা কাজ নষ্ট করে ফেলবেন। পেটের রোগে ভোগান্তি। **কন্যা :** বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। আপনার সামান্য অলসতায় বড় কাজ হাতছাড়া। **তুলা :** নিজের সিদ্ধান্তের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না রেখে কোনও অভিজ্ঞের সঙ্গে মতবিনিময় করুন। **বৃশ্চিক :** পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। অহেতুক কথা বলে সমস্যায়। **ধনু :** বাবার পরামর্শে ব্যবসার জটিলতা কাটবে। ভ্রমণে নতুন বন্ধুত্বে বাধা পড়বেন। **মকর :** আজ খুব শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। কেউ অযথা উত্তেজিত করে কাজ নষ্ট করতে পারে। **কুম্ভ :** ব্যবসায় অচলাবস্থা কাটবে। প্রেমের সঙ্গীকে আজ সব খুলে বলুন। **মীন :** অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আজ ক্ষতি করবে। বাড়ির ছোট্ট সদস্যটির জন্যে অর্থব্যয়।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ১৪ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, সংবৎ ৫ মাঘ সুদি, ৪ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৫।২১। সোমবার, পঞ্চমী দিবা ৯।৫৯। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ২।২৯। সিদ্ধযোগ দিবা ৯।২৫ পরে সাধ্যযোগ শেষরাত্রি ৬।১৭ গতে। বালবকরণ দিবা ৯।৫৯ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৮।৪৯ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ২।২৯ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, দিবা ৯।৫৯ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৪৪ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ২।৩৬ গতে ৩।৫৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৪ গতে ১১।৫২ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, প্রাতঃ ৬।২৩ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ৯।৫৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দেবগৃহপ্রবেশ দেবতাগঠন শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ক্রয়বাণিজ্য কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৯।৫৯ মধ্যে সাধভক্ষণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ দীক্ষা দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বীজবপন নবান্ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ২।২৯ গতে চন্দ্রদগ্ধা। দিবা ৯।৫৯ মধ্যে শ্রীপঞ্চমী, শ্রীশ্রী-লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজো। মদনপঞ্চমী এবং রতিকামদেব পুজো। ষটপঞ্চমীব্রত। গোস্বামিমতে বসন্তপঞ্চমীকৃত্য। শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চন। দিবা ৯।৫৯ মধ্যে প্রয়াগে মহাকুম্ভ স্নান। শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ গৃহিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব। শ্রীপঞ্চমী পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র : ওঁ জয় জয় দেবী চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমোহস্তুতে। নমঃ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ। এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি সরস্বত্যৈ নমঃ। এই মন্ত্রে তিনবার অঞ্জলি দেওয়াবেন। যোগাচার্য্য অন্নদাচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৭ মধ্যে ও ১০।৪১ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৪ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ২।৪৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।১৬ গতে ৪।৪৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বর্জ্য জমে দূষণ হাসপাতালে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২ ফেব্রুয়ারি : দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে ফের নরক তৈরি হয়েছে। মাঝে একটু হাল ফিরলেও এখন আবার সেই পুরোনো পরিস্থিতি ফিরে এসেছে। ফলে, বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনরা নাকে আঁচল বা রুমাল চাপা দিয়ে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। অনেকে আবার নাক-মুখে হাত দিয়ে কোনওমতে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। শিশু বিভাগের সামনেই দেখা মিলল সামনে কালো প্লাস্টিকের মোড়া চিকিৎসাজনিত বর্জ্যের সঙ্গে মিশে রয়েছে রক্তরাঙা তুলো, ব্যান্ডেজ, উচ্ছিষ্ট। অনেকদিন ধরে পড়ে থেকে সেসবে পচন ধরেছে, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। সেই গন্ধে মাছির দল ভনভন করছে বহির্বিভাগ চত্বরে। অনেকেই এই

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড।

দুর্গন্ধ সহ্য করেও লাইনে দাঁড়িয়ে চিকিৎসককে দেখাচ্ছেন, ওষুধ সংগ্রহ করছেন। মাঝে হাসপাতাল প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি কিছুদিনের জন্য বদলালেও আবার সেই পুরোনো অবস্থায় ফিরে গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত এক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালের বর্জ্য সরানো বন্ধ। সেজন্য চারদিকে জমছে আবর্জনা। তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

এক রোগীর পরিজন সরিফুল মিয়াঁর কথায়, 'বহির্বিভাগের গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখা যাচ্ছে আবর্জনার স্তূপ। যার গন্ধ গোটা হাসপাতালে ছড়িয়ে আছে। এমন পরিবেশে সুস্থ মানুষই অসুস্থ হয়ে পড়বেন।' শহরের বাসিন্দা সৌরভ রায় বলেন, 'হাসপাতালের ভিতরে এমন পরিস্থিতি কোনওভাবেই মানা যায় না। বিষয়টি হাসপাতাল প্রশাসনকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত।'

> ৩০০ শয্যার হাসপাতালে বর্জ্যের পরিমাণ বেশি হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। অথচ এখানে সাতদিন বাদে বাদে পরিষ্কার হয়। এজন্য যত্রতত্র আবর্জনা জমে থাকছে। পুরসভাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। সমস্যাটির স্থায়ী সমাধান জরুরি।
>
> **রণজিৎ মণ্ডল**
> *সুপার, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল*

হাসপাতালের এমন নরক দশা সম্পর্কে সুপার রণজিৎ মণ্ডলের কথায়, '৩০০ শয্যার হাসপাতালে বর্জ্যের পরিমাণ বেশি হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। অথচ এখানে সাতদিন বাদে বাদে পরিষ্কার হয়। এজন্য যত্রতত্র আবর্জনা জমে থাকছে। পুরসভাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। সমস্যাটির স্থায়ী সমাধান জরুরি।' বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী।

মধুচোর।। *ছবিটি তুলেছেন মরিচবাড়ির উদিতা কার্জি।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আমন্ত্রণপত্রে পদ বিতর্ক

শীতলকুচি, ২ ফেব্রুয়ারি : প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলির মাথাভাঙ্গা মহকুমা স্তরের খেলার আমন্ত্রণপত্রে বিশেষ অতিথিদের নাম নিয়ে বিতর্ক দেখা দিল। এবছর মহকুমা স্তরের খেলার আসর শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট হাইস্কুলের মাঠে বসবে। খেলার আয়োজনে শীতলকুচি ব্লকের দুই সার্কেলের প্রাথমিক শিক্ষকদের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। খেলার আমন্ত্রণপত্রে অতিথিদের লম্বা তালিকা তৈরি হয়েছে। এই তালিকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তপন গুহর নাম রয়েছে। সেখানে তাঁর পদ শীতলকুচি কলেজের সভাপতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এ নিয়ে শীতলকুচি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি আবেদ আলি মিয়াঁ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, 'আয়োজক কমিটি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করেছে তা জানি না। তাঁকে খেলায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।' আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক তথা শীতলকুচি সার্কেলের এসআই অমিত সরকার বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন। এবিষয়ে তপনের বক্তব্য, 'বিষয়টি লক্ষ করেছি। আয়োজক কমিটি ঠিক নাম ও পদ উল্লেখ করে প্রিন্ট দিতে পাঠায়। সেখানেই ভুল হয়েছে।'

৬২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত

নিশিগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : গাঁজা পাচারের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। ছোট গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মিলেছে ৬২ কেজি গাঁজা। ধৃত দীপক চক্রবর্তী বর্ধমানের বাসিন্দা। পুলিশ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে তদন্তে নেমেছে। কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। নিশিগঞ্জে রাজ্য সড়কে নাকা চেকিং পয়েন্টে গাড়িটি আটকে পিছনের বনেট থেকে উদ্ধার হয় আটটি গাঁজার প্যাকেট। যদিও গাড়িতে থাকা অপর এক ব্যক্তি পালিয়ে যায়। মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদার জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি জিতেশ ঝা'র নেতৃত্বে পুলিশের টিম গাড়িটি আটক করে। মনে করা হচ্ছে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে গাঁজার প্যাকেটগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

কোচবিহার জেলায় পুলিশের গাঁজার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান সত্ত্বেও প্রচুর গাঁজা উৎপন্ন হয়েছে। সেই গাঁজাই প্যাকেটজাত হয়ে ক্যারিয়ার এজেন্টদের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা কিশোরী, ধৃত প্রৌঢ়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২ ফেব্রুয়ারি : তুফানগঞ্জে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, প্রতিবেশী ওই প্রৌঢ়ের যৌন নির্যাতনের জেরে ওই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। শনিবার পেটের যন্ত্রণা নিয়ে ওই কিশোরীকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আনলে মেয়ের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি জানতে পারে তার পরিবার। এরপর মায়ের কাছে প্রতিবেশী প্রৌঢ়ের এই কুকীর্তির কথা ফাঁস করে ওই কিশোরী। এরপরেই গোটা ঘটনার কথা জানিয়ে কিশোরীর মা রবিবার বক্সিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত ওই প্রৌঢ়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা।

বক্সিরহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত অভিযোগের বিষয়টি মেনে নিয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

১২ বছরের ওই কিশোরী স্থানীয় স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া। বাবা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। অন্যের জমিতে দিনমজুরির কাজ করেন ওই কিশোরীর মা। অভিযুক্ত প্রৌঢ় প্রতিবেশী হওয়ায় অবাধ যাতায়াত ছিল ওই বাড়িতে। মাস দুয়েক আগে ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে ওই নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে প্রতিবেশী ওই প্রৌঢ়। ঘটনার কথা কাউকে জানালে ওই কিশোরী এবং তার মাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাই ভয়ে এতদিন কাউকে কিছু জানায়নি সে। বর্তমানে দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা ওই নাবালিকা।

পরিবারের দাবি, শনিবার স্কুলের মধ্যেই শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি জানতে পারে তার পরিবার। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ধর্ষণের কথা জানাজানি হয়। তারপরেই গোটা ঘটনা লিখিত আকারে জানিয়ে রবিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার মা।

ওই কিশোরীর মা বলেন, 'স্বামী কাজের জন্য ভিনরাজ্যে থাকেন। অভাবের কারণে আমিও অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করি। বাড়িতে মেয়ে একাই থাকত। সেই সুযোগে প্রতিবেশী ওই ব্যক্তি মেয়েকে ধর্ষণ করে।' অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন প্রতিবেশীরাও। এক প্রতিবেশীর কথায়, 'ওই ব্যক্তি প্রায়ই ওই কিশোরীর বাড়িতে যেত। দাদু-নাতনির সম্পর্ক হওয়ায় বিষয়টিকে কেউ আমরা অতটা গুরুত্ব দেয়নি। সে এমন কাণ্ড করবে, আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।'

দুর্ঘটনার আশঙ্কা সিটকিবাড়িতে

বুড়া মানসাইয়ে যন্ত্র নামিয়ে বালি চুরি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিটকিবাড়ি এলাকায় বুড়া মানসাই নদী থেকে বালি ও মাটি পাচারে ফের সক্রিয় হয়েছে বালি মাফিয়ারা। রবিবার সকাল থেকে শুকনো নদীবক্ষে আর্থমুভার ও ট্র্যাক্টর-ট্রলি নামিয়ে বালি তোলা হলেও প্রশাসন কিছু করতে পারল না। পুলিশ এসেছিল, তবে দেরি করে। তাদের চোখের সামনে দিয়েই ট্রলিসমেত পালিয়ে যায় বালি উত্তোলনকারীরা। বেশ কিছুদিন এলাকায় বালি তোলা বন্ধ থাকলেও ফের মাফিয়াদের সক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

বুড়া মানসাই নদীতে আর্থমুভার, ট্র্যাক্টর-ট্রলি নামিয়ে বালি উত্তোলন।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, বালি মাফিয়াদের মাথায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাত থাকায় তাদের বাধা দেওয়ার সাহস কেউ দেখায় না। তাদের কাছে বালি তোলার অনুমতি আছে বলে মৌখিকভাবে গ্রামবাসীদের জানানো হয়। নদী থেকে বালি তোলা হলে বড় খাদের সৃষ্টি হবে, ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা স্থানীয়দের। এদিন বালি উত্তোলন চলাকালীন ঘটনা শোনার পর মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অসিতকুমার মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি।' সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই নদী থেকে বালি তোলা সম্পূর্ণ বেআইনি। কাউকে সেখানে বালি-মাটি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

পরে পুলিশের গাড়ি এলাকায় এলে আর্থমুভার ও ট্রলিগুলি নিয়ে পালিয়ে যায় চালকরা। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, পুলিশ ইচ্ছে করলে নদী থেকে বালি পাচার বন্ধ করতে পারে। কিন্তু তারা ব্যবস্থা নেয় না। মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদার বলেন, 'বালি পাচারের বিরুদ্ধে মহকুমাজুড়ে ধরপাকড় চলছে। বুড়া মানসাই নদীতেও পাচার রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, অবৈধভাবে বালি তুলে ট্রলিতে নিয়ে যাওয়ার ফলে গ্রামের কাঁচা রাস্তার ক্ষতি হচ্ছে। ধুলোয় টেকা দায় হয়ে উঠেছে। এদিন সরস্বতীপুজো ছিল। লোকালয়ের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে বালিবোঝাই ট্রলির যাতায়াতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল।

গত বছর নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শালটিয়া নদী থেকে একই কায়দায় বালি পাচার করার অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সক্রিয় হতেই বন্ধ হয়েছিল বালি পাচার। প্রশাসনের সেরকমই উদ্যোগ চাইছেন স্থানীয়রা।

এদিন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি উত্তম শীলের অভিযোগ, 'বালি পাচারে শাসকদলের একাংশ নেতার হাত রয়েছে। না হলে দিনেদুপুরে এইভাবে আর্থমুভার দিয়ে নদী থেকে বালি তোলা সম্ভব নয়। আমরা এখন সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত। ১০ ফেব্রুয়ারির পর এই নিয়ে আন্দোলনে নামব।' যদিও বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রজনীকান্ত বড়ুয়া বলেন, 'বিষয়টি জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখছি। তবে এর সঙ্গে দলের কেউ জড়িত নেই, তা নিশ্চিত।'

দুর্বল জয়েন্ট সেতুতে ভারী গাড়ি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২ ফেব্রুয়ারি : বাম আমলে তৈরি জয়েন্ট সেতুটির এখন বেহাল দশা। এককালে এলাকার লাইফলাইন বলে পরিচিত সেতুটির লোহার খাঁচায় মরচে পড়ে একাংশ ক্ষয়ে গিয়েছে। প্রশাসনের নজরদারির অভাবে সংকোশ নদীর ওপর নির্মিত সেতুর এই দশায় ক্ষুব্ধ তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা।

বছর দুয়েক আগে দুর্বল সেতু বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু আজও সংকোশ সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচল হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের সঙ্গে ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগাযোগের একমাত্র সেতুর রেলিং ভেঙেছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, যে কোনওদিন সেতুটি ভেঙে পড়তে পারে। স্থানীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাসের কথায়, 'ভারী যান চলাচল সেতুতে নিষিদ্ধ হলেও শুনছে কে? দু'দিকে হাইট বার না থাকায় অবাধে ভারী গাড়ি চলছে। ভোরবেলা এবং রাতের দিকে সেই সংখ্যা বেড়ে যায়। সেতুতে ভারী গাড়ি উঠলে দুলতে থাকে। প্রশাসনের গাফিলতির জন্যই এই দশা।'

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রায়ডাক এবং সংকোশ নদীবেষ্টিত ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। গ্রামবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনের পর গ্রাম পঞ্চায়েতে যাতায়াতের জন্য পশ্চিম ফলিমারিতে সংকোশ নদীর ওপর ২০-২১ বছর আগে সেতু তৈরি হয়েছিল। অর্থবরাদ্দ করেছিল জেলা পরিষদ। এখন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেতুটির ভগ্নদশা। এই সেতু ভেঙে পড়লে ব্লকের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে গ্রাম পঞ্চায়েতটি। আরেক এলাকাবাসী কমল সরকার বলেন, 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন বিপজ্জনক সেতু দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। পাশাপাশি অসংখ্য ছোট-বড় যানবাহন চলাচল করে। এই বিষয়ে আমরা একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তারপরও প্রশাসনের হেলদোল নেই।'

সম্প্রতি এনআরএল কর্তৃপক্ষের তেলের পাইপলাইন পাতার জন্য পকলিনের মতো ভারী যন্ত্রাংশ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওই সেতু দিয়ে। তাতে সেতুটির বেশ কয়েক জায়গায় বড় ফাটল ধরে। একদিকে হেলে পড়েছে সেতুটি। সেতু সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধে শামিল হয়েছিলেন এলাকাবাসী। সেসময় প্রশাসনের তরফে মিলেছিল আশ্বাস। কিন্তু বছরখানেক কেটে গেলেও সেতুটি নিয়ে কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ। জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য নিরঞ্জন সরকারের আশ্বাস, 'বিষয়টি স্থানীয় প্রধান জানিয়েছেন। জেলা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখব।'

প্রধান অনীতা রায় বলেন, 'কয়েকদিন আগে সেতুটি পরিদর্শন করেছিলেন বিডিও সহ ইঞ্জিনিয়াররা। তাড়াতাড়ি সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হবে।' তবে সেতুতে যাতে ভারী গাড়ি না ওঠে, সেটা দেখার জন্য গ্রামবাসীর সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধান।

সংকোশ নদীর জয়েন্ট সেতু দুর্বল।

নারী হেনস্তায় অভিযুক্ত তরুণ

শামুকতলা, ২ ফেব্রুয়ারি : সোশ্যাল মিডিয়ায় শামুকতলা থানা এলাকার এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির এক তরুণ। ওই তরুণ সহ তার পরিবারের আরও তিনজনের বিরুদ্ধে ওই মহিলাকে মানসিক হেনস্তা, সম্মানহানিতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ওই তরুণের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সমাজমাধ্যমে তাঁর সম্মানহানির হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি, ওই মহিলার ছবি বিকৃত করে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করারও পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এনিয়ে রবিবার শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানালেন ওই মহিলা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ওই মহিলার অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির এক তরুণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ওই তরুণ তাঁকে নানা অশালীন কথাবার্তা ও কুপ্রস্তাব দেওয়া শুরু করে। তিনি সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তাঁর একটি ছবি সংগ্রহ করে সেটি সম্মানহানির জন্য বিকৃত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার হুমকি দেয়।

ইটবাহী গাড়িতে ধুলোয় সমস্যা গ্রামে

অমৃতা চন্দ

সিতাই, ২ ফেব্রুয়ারি : বছরের অধিকাংশ সময়ই রাস্তার ধুলোয় বিপর্যস্ত থাকছে শইতাইবাসীর জীবন। মোট চারটি ইটভাটা রয়েছে এই এলাকায়। ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে ইটভাটায় মাটি নিয়ে যাওয়ার কারণে ধুলো ছড়িয়ে পড়ে রাস্তার আশপাশে। সমস্যা সমাধানে স্থানীয়রা বহুবার ট্র্যাক্টর আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তবে সুরাহা কিছুই হয়নি। ইটভাটার ট্র্যাক্টর-ট্রলি চলাচলে কোনও নিয়ন্ত্রণ আসেনি। প্রশাসনের তরফে ধুলোর প্রকোপ কমাতেও তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি।

ওই চারটি ইটভাটার মধ্যে কেশরীবাড়ি এলাকায় একটি স্কুল থেকে অল্প দূরেই ইটভাটা রয়েছে। মাঝেমাধ্যেই দুর্ঘটনার শিকার হয় পড়ুয়ারা। এছাড়া পশ্চিম কোনাচাতরা গ্রামে রয়েছে আর একটি ইটভাটা। ওই ইটভাটার কারণে নিউ বাজার থেকে সিতাই বিডিও অফিস বাসিন্দাদের ধুলোয় নাজেহাল অবস্থা। ওই এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, এক-দু'দিন ধুলো মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু প্রতিনিয়ত এই ধুলোর মধ্যেই তাঁদের থাকতে হচ্ছে।

সিতাই ব্লকের বিডিও নিবিড় মণ্ডলের বক্তব্য, 'এখনও এই বিষয়ে লিখিত কোনও অভিযোগ পাইনি। ইটভাটার মালিকদের সঙ্গে আমাদের মিটিং রয়েছে। সেখানেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।'

সিতাই ২ নম্বর অঞ্চল ও আদাবাড়ি অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ে নিউ বাজার এলাকা। সিতাই ২ নম্বর অঞ্চলের প্রধান দীননাথ রায় এবং আদাবাড়ি অঞ্চলের প্রধান অনিমেষ বসুনিয়া জানান, তাঁদের এলাকার মানুষ ধুলোর কারণে সত্যিই সমস্যার মধ্যে আছেন। অনিমেষ বললেন, 'আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব।'

ধুলো নিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলেই অনেক চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও দাবি করছেন স্থানীয়দের অনেকেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় মহিলার বক্তব্য, 'বাড়িতে রান্না করে খাবার রাখি। কিন্তু ধুলোর কারণে সেই খাবার মাঝেমধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। অভিযোগ জানিয়েও আমাদের কোনও লাভ হয়নি। উলটে চাপের মুখে পড়তে হয়।'

ইটভাটার মালিক কর্তৃপক্ষ অনেক সময়ই ধুলো রুখতে রাস্তায় জল ছিটানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু জল দেওয়ার পর রাস্তায় কাদা হয়ে যায়। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। রাস্তায় ধুলো-কাদা নিয়ে চলাচল করতে গিয়ে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় নেবে কে? সেই প্রশ্নই স্থানীয়দের মুখে।

পশ্চিম কোনাচাতরা গ্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিবাজি রায় বললেন, 'এই রাস্তাই আমাদের যাতায়াতের একমাত্র পথ। এখান দিয়ে যাওয়ার সময় মাত্রাতিরিক্ত ধুলো চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে। ভয় হয় দুর্ঘটনা না ঘটে যায়!'

ইটভাটার ধুলো ছড়িয়ে ধুলোয় ঢাকছে সিতাই।

ফোনের দোকানে চুরি শীতলকুচিতে

শীতলকুচি, ২ ফেব্রুয়ারি : শনিবার রাতে শীতলকুচি কমিউনিটি হলের সামনে একটি মোবাইল ফোনের দোকান থেকে নগদ টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার ফোন চুরি হয়। দোকানের মালিক সাদ্দাম হোসেন রবিবার সকালে দোকান খুলতে এলে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। দোকানের দেওয়াল ভাঙা অবস্থায় ছিল। খবর ছড়িয়ে পড়তে বাসিন্দারা জটলা করেন ঘটনাস্থলে। খবর পেয়ে আসে শীতলকুচি থানার পুলিশ।

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, শীতকাল বলে সন্ধ্যার পরই শীতলকুচি বাজার শুনসান হয়ে যায়। তার ওপর কুয়াশার সুযোগে চোর এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। সাদ্দামের দাবি, নগদ ৩০-৩৫ হাজার টাকা এবং ১০ লক্ষ টাকার ফোন নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর। শীতলকুচি থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে চুরির ঘটনায় স্থানীয় দোকানদাররা আতঙ্কিত।

শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানান, অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাটে আগুন

ঘোকসাডাঙ্গা, ২ ফেব্রুয়ারি : ভবিষ্যতে পাটের দাম বেশি হবে। এই আশায় প্রায় দেড়শো মন পাট ঘরের মধ্যে মজুত করে রেখেছিলেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুতারপাড়া এলাকার বাসিন্দা কর্ণ তালুকদার। রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ ঘরের মধ্যে থাকা পাটে আগুন লাগে। স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত দেন। দমকলে খবর দেওয়া হলে নিশিগঞ্জ থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। কিন্তু ঘরের সব পাট পুড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা নিবাস সরকার, সুমন সরকারদের কথায়, 'কীভাবে আগুন লাগল তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের সন্দেহ কেউ হয়তো শত্রুতা করে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে।'

অবশেষে পদাতিকের স্টপ নিউ চ্যাংরাবান্ধায়

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২ ফেব্রুয়ারি : মুহুর্মুহু হাততালি, কারও বা চোখে আনন্দের জল। এরই মাঝে চলছে মিষ্টিমুখ করার পালাও। রবিবার এমনই এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল চ্যাংরাবান্ধা। পূর্ণ হল চ্যাংরাবান্ধা তথা মেখলিগঞ্জ ব্লকবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। এই প্রথম কলকাতার সঙ্গে চ্যাংরাবান্ধার রেল যোগাযোগ চালু হল। পদাতিক এক্সপ্রেস থামল নিউ চ্যাংরাবান্ধায়। চ্যাংরাবান্ধার ওপর দিয়ে ট্রেনটি গেলেও এতদিন স্টপ ছিল না চ্যাংরাবান্ধায়। এবার হল।

রবিবার সকাল থেকেই নিউ চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে ছিল সাজোসাজো রব। জলপাইগুড়ি সংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, রেলের আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম, ডিসিএম আলিপুরদুয়ার সহ রেলের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক, মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা, এলাকার পঞ্চায়েত প্রশাসনের কর্মকর্তা থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষের ভিড়ে স্টেশন চত্বর ছিল জমজমাট। অতিথি বরণ এবং তাঁদের বক্তব্য শেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সাংসদ পতাকা দেখিয়ে কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ারগামী পদাতিক এক্সপ্রেসের নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টপের সূচনা করেন।

সাংসদ বলেন, 'চ্যাংরাবান্ধার ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম। বহু বছর থেকে এখানে বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়ে আসছে। জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কলকাতাগামী একটি ট্রেনের। বহুবার রেলমন্ত্রকে দরবার করেছি আমি। অবশেষে এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হল। পদাতিক থামল নিউ চ্যাংরাবান্ধায়। পরবর্তীতে আরও ট্রেন দেওয়া যায় কি না সে নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।'

পদাধিক এক্সপ্রেসের প্রথম স্টপ। নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনে। রবিবার।

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী রেলমন্ত্রক ও সাংসদকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি রেলমন্ত্রকের কাছে নিউ চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনের প্রবেশপথের রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কারের দাবি রাখেন।

ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'শিয়ালদহ থেকে নিউ আলিপুরদুয়ারগামী পদাতিক এক্সপ্রেসের স্টপ সকাল ১০টা ৩৫ মিনিট থেকে ১০টা ৩৭ মিনিট অবধি থাকবে আবার নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে শিয়ালদাগামী পদাতিক এক্সপ্রেস সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ২ মিনিট অবধি থাকবে। এদিন এই এলাকার বাসিন্দারা রেল ওভারব্রিজ সহ অন্যান্য দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপের দাবি জানিয়েছেন। আমরা বিষয়গুলি দেখছি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরব।'

> বহু বছর থেকে এখানে বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়ে আসছে। জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কলকাতাগামী একটি ট্রেনের। বহুবার রেলমন্ত্রকে দরবার করেছি আমি। অবশেষে এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হল। পদাতিক থামল নিউ চ্যাংরাবান্ধায়। পরবর্তীতে আরও ট্রেন দেওয়া যায় কি না সে নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।
>
> **জয়ন্তকুমার রায়,** *সাংসদ*

খুশির উচ্ছ্বাস ধরা পড়ল চ্যাংরাবান্ধা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক রতন দাসের গলায়। বললেন, 'চ্যাংরাবান্ধার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আজকের দিনটি।' ব্যবসায়ী মহলেও দুর্দান্ত সাড়া পড়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী গোপাল সাহার কথায়, 'বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য আমাদের প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। বাইরের ব্যবসায়ীদেরও চ্যাংরাবান্ধায় আসতে হয়। ভিসাধারী বহু পর্যটক চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করেন। এখন সকলে উপকৃত হবেন।'

পদাতিকের এই স্টপের জন্য শুধু মেখলিগঞ্জবাসী নয়, জলপাইগুড়ি জেলার ভোটপট্টি, ব্রহ্মপুর এলাকার মানুষও উপকার পাবেন।

কিসিক... *সরস্বতী ঠাকুর দেখতে আসা পড়ুয়ারা, সঙ্গী হয়েছেন অভিভাবকও। ছবি : জয়দেব দাস*

টুকরো খবর

ভাওয়াইয়া

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : অসম ও বাংলায় শিল্পীদের সমন্বয়ে সোমবার থেকে বলরামপুরে শুরু হচ্ছে রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা। রবিবার অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের অফিসে আধিকারিক জয়ন্ত মণ্ডল, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়কে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথা জানান রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে। প্রবাদপ্রতিম ভাওয়াইয়াশিল্পী আব্বাসউদ্দিন, প্যারীমোহন দে'র জন্মস্থান বলরামপুরে প্রায় ২৩ বছর পরে এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের ৩১টি ব্লক ও কলকাতার একটি ব্লক অর্থাৎ মোট ৩২টি ব্লকের ৬৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেবেন বলে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

বাজার বন্ধ

পারডুবি, ২ ফেব্রুয়ারি : রবিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের এগারো মাইল বাজারে অর্ধদিবস দোকানপাট বন্ধ রাখা হল। ব্যবসায়ী সুবল সিংহ (৬০) দুরারোগ্য রোগে ভুগে শনিবার প্রয়াত হন। ব্যবসায়ী সমিতির নিয়ম অনুসারে ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন বাজারের সকল দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়েছে।

প্রতিযোগিতা

তুফানগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ধলডাবরি হাইস্কুলে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ২০ জন পড়ুয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রথম হয় সপ্তম শ্রেণির শ্রেয়া আচার্য, দ্বিতীয় হয় অষ্টম শ্রেণির প্রিয়াংকা দাস, যুগ্মভাবে তৃতীয় হয় অষ্টম শ্রেণির শুভ্রা সরকার ও ষষ্ঠ শ্রেণির জিবিরাজ আর্য। সরস্বতীপুজোর পর তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবস

জামালদহ, ২ ফেব্রুয়ারি : জামালদহ সৎসঙ্গ আশ্রমে ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হল রবিবার। প্রতি বছর ২ ফেব্রুয়ারি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মন্দির কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দীক্ষিতরা মন্দিরে উপস্থিত হন। সকাল থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চুরি

মেখলিগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : শনিবার রাতে মেখলিগঞ্জ মৃগীপুর এলাকার চা বাগানে চুরির ঘটনা ঘটে। পাম্পসেট সহ ৬০০ ফুট প্লাস্টিকের পাইপ, বেশ কয়েকটি ফোয়ারার মেশিন ও চা বাগানে ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র চুরি যায়। রবিবার কুচলিবাড়ি থানার দ্বারস্থ হন সুকু দাস নামে এক চা চাষি। কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় জানান, চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

গীতা পাঠ

দিনহাটা, ২ ফেব্রুয়ারি : সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল দিনহাটা-২ ব্লকের গোবড়াছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের আবুতারায়। আবুতারা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ছাড়াও উত্তরবঙ্গের একাধিক আশ্রমের অধ্যক্ষরা। সনাতন ধর্মের জাগরণের লক্ষ্যে ও গীতার বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এদিনের কর্মসূচি বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সমস্যা অফিস ও স্কুলে

জলাধার বিকল, দুর্ভোগ মাটিয়ারকুঠিতে

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ২ ফেব্রুয়ারি : সৌরবিদ্যুৎচালিত পাম্পের মাধ্যমে তোলা পানীয় জল ধরে রাখতে বছরখানেক আগে তৈরি হয়েছিল জলাধার। বর্তমানে এক পক্ষকাল ধরে সেটি অকেজো হয়ে পড়েছে। ফলে, থমকে গিয়েছে জল সরবরাহ। চারটি ট্যাপকলের বিবককের মধ্যে দুটো উধাও। দুটিতে বিবকক থাকলেও জল মেলে না।

এ নিয়েই ক্ষোভে ফুঁসছেন বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা সহ স্কুল পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এ ঘটনা মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের মাটিয়ারকুঠিতে। সেখানে রয়েছে বিডিও কার্যালয়। সেই অফিস থেকে

পানীয় জলপ্রকল্প বন্ধ থাকায় ফিরে যাচ্ছেন এক স্থানীয়। - সংবাদচিত্র

ঢিল ছোড়া দূরত্বে মাটিয়ারকুঠি চতুর্থ পর্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রায় চার লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ব্যয়ে ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে বিডিও অফিস ও মাটিয়ারকুঠি চতুর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বর লাগোয়া এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের জলাধার তৈরি হয়েছিল। স্কুলে ঢোকার রাস্তার পাশেই রয়েছে জলাধারের নীচে চারটি ট্যাপকল। অথচ সেখান থেকে এলাকাবাসী সহ স্কুল পড়ুয়া বা বিডিও অফিসে আসা মানুষজন জল পান না।

স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার বর্মনের অভিযোগ, জলপ্রকল্পে ট্যাপকল থাকলেও ১৫ দিন ধরে তাঁরা কোনও জল পাচ্ছেন না। ফলে, বাধ্য হয়ে তাঁদের নলকূপের জলেই ভরসা করতে হচ্ছে। বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে বাড়ির নলকূপ আয়রনযুক্ত জল পানে বহু মানুষ বাধ্য হচ্ছেন।

এ ব্যাপারে বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মনও একই কথা জানান।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুকুমার দাসের কথায়, 'আমাদের স্কুলের জলে প্রচুর আয়রন রয়েছে। তাই স্কুলের ছেলেমেয়েরা ওই জলাধারের জল পান করত। দিন ১৫ ধরে ওখান থেকে কোনও জল মিলছে না। প্রশাসন যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয় সেই দাবি জানাই।' স্থানীয় সঞ্জয় বর্মনের কথায়, 'বহুবার প্রশাসনকে জানিয়ে কাজের কাজ হয়নি। প্রকল্পটি প্রায় এক বছর আগে চালু হয়েছিল। বর্তমানে অকেজো হওয়ায় জল মিলছে না। পানীয় জলের বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে সবাই নলকূপের বা টিউবওয়েলের আয়রনযুক্ত জল পানে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে, অনেকে পেটের রোগে ভুগছেন।'

উঠছে প্রশ্ন

- খোদ বিডিও অফিসের নাকের ডগায় জলাধার বিকল
- প্রশাসন কেন এসব দেখেও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না
- তৈরির এক বছরের মধ্যেই কীভাবে অকেজো হয় জলাধার
- কেনই বা সেটি এখনও মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না
- কাদের পকেট ভরাতে সাধারণ মানুষের করের টাকা নয়ছয় হচ্ছে

অনেকে বাধ্য হয়ে দূর থেকে জল সংগ্রহ করে আনছেন। স্থানীয় বিকাশ বর্মন জানান, জলাধারটি দিন ১৫ ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে। আজও মেরামত হল না। কবে প্রশাসন উদ্যোগী হবে? প্রশ্ন তুললেন তিনি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দুটি বিবকক উধাও। এলাকাবাসীর আশঙ্কা, দীর্ঘদিন এভাবে প্রকল্প বন্ধ থাকলে এর যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় শক্তি প্রদর্শনের মরিয়া চেষ্টা

বহু বুথে কমিটি নেই সিপিএমের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতা হারায় সিপিএম। তারপর এক দশকের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন নির্বাচনে সিপিএমের রক্তক্ষরণের ছবি সামনে এসেছে। রাজ্যের অন্য জেলার মতোই কোচবিহারেও সিপিএমের সংগঠনের বেহাল দশা সামনে এসেছে। কোচবিহারে তিন-চতুর্থাংশ বুথেই কমিটি তৈরি করতে পারেনি জেলা সিপিএম। জেলায় প্রায় ২৪০০টি বুথ রয়েছে। অথচ সিপিএমের মাত্র ৫১৪টি বুথ কমিটি রয়েছে। সাংগঠনিক ভাষায় একে শাখা কমিটি বলা হয়। যদিও গত তিন বছরে কিছুটা হলেও দলের শক্তি বেড়েছে বলে দাবি নেতৃত্বের।

নেতাদের ব্যাখ্যা, আগে এখানে ৫০০টি শাখা কমিটি থাকলেও এবছর সেটি বেড়ে ৫১৪টি হয়েছে। সোম ও মঙ্গলবার কোচবিহারে সিপিএমের জেলা সম্মেলন ও প্রকাশ্য সমাবেশ হবে। এরপরই দল আরও বেশি চাঙ্গা হবে বলে দাবি নেতৃত্বের।

যদিও গত সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের চেয়েও কম ভোট পায় বামফ্রন্টের প্রার্থী। এখন বামফ্রন্টের বড় শরিক সিপিএম আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে কতটা শক্তিশালী করতে পারবে তা নিয়ে দলের অন্দরেই

রাসমেলার মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশের প্রস্তুতি চলছে। ছবি : জয়দেব দাস

চর্চা চলছে।

দলের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় অবশ্য বলেছেন, 'আমাদের শাখা সংগঠনের সংখ্যা ১৪টি বেড়েছে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে আমরা শক্তিশালী হচ্ছি। একমাত্র সিপিএমই সাধারণ মানুষের কথা বলে। তাই আমরা তৃণমূল, বিজেপির বিরুদ্ধে শীঘ্রই জোরদার আন্দোলনে নামব।'

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে কোচবিহার জেলায় ৪০টি এরিয়া কমিটি, ৫১৪টি শাখা কমিটি রয়েছে। বয়সজনিত কারণে এবার কয়েকজন প্রবীণ নেতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাদ পড়বেন। রাসমেলা মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশের জন্য দলের তরফে প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। বিগত নির্বাচনের আগেও সিপিএমের তরফে প্রকাশ্যে বড় কোনও কর্মসূচি নিতে দেখা যায়নি। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন বাদে রাসমেলা মাঠে বড় কর্মসূচি করছে লাল শিবির।

দলের হাল

- কোচবিহার জেলায় প্রায় ২৪০০টি বুথ রয়েছে
- সেখানে সিপিএমের মাত্র ৫১৪টি বুথ বা শাখা কমিটি রয়েছে
- ৫০০টি শাখা কমিটি থেকে এবছর বেড়ে ৫১৪টি কমিটি হয়েছে
- সোম ও মঙ্গলবার কোচবিহারে সিপিএমের জেলা সম্মেলন ও প্রকাশ্য সমাবেশ হবে
- বয়সজনিত কারণে কয়েকজন প্রবীণ নেতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাদ পড়বেন

সিপিএম নেতৃত্ব জানাচ্ছে, ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি সেরে ফেলা হয়েছে। সোমবার রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সহ রাজ্য নেতৃত্বরা উপস্থিত থাকবেন। শ্রমজীবী মানুষের কথা সমাবেশে তুলে ধরা হবে। বেকারত্ব, মহিলাদের নিরাপত্তা, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া সহ জেলার স্থানীয় ইস্যু নিয়েও আলোচনা করবেন নেতৃত্বরা। ফাঁসিরঘাটে সেতু তৈরি, জেলার হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামো বৃদ্ধি, চিকিৎসক নিয়োগ, পুরসভাগুলিতে দুর্নীতির তদন্ত সহ নানা বিষয় নিয়ে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে।

কোচবিহার জেলা একসময় বামেদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই জেলাকে ফরওয়ার্ড ব্লকের গড় বলা হলেও সমান্তরালভাবে কাস্তে-হাতুড়ির অনেক জোর ছিল। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর ক্রমেই দলের শক্তি কমতে থাকে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে অক্সিজেন পেতে লাল শিবির কতটা জোরালো আন্দোলনে নেমে সাধারণ মানুষের নজর কাড়তে পারবে এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

মধুপুরধামের রাসমেলায় জমজমাট ভিড়

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : রীতিনীতি ও পরম্পরা মেনে শুরু হল মধুপুরধাম রাসমেলা। রবিবার সন্ধ্যায় রাসচক্র ঘুরিয়ে এর উদ্বোধন করলেন মন্দিরের ধর্মাচার্য (প্রধান পুরোহিত) পীতাম্বর রায়ভকত। প্রথম দিন দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সহ অসমিয়াদের ভিড়ে মেলা প্রাঙ্গণ উপচে পড়েছিল।

ফি বছর সরস্বতীপুজোর দিন থেকে শ্রীশ্রী শংকরদেবের বৈকুণ্ঠ প্রয়াণধামে পাঁচদিনের রাস উৎসব শুরু হয়। মেলা কমিটির সম্পাদক ভূষণ রায়ের কথায়, 'এদিন সন্ধ্যায় মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে। পাঁচদিন ধরে মেলা চলবে।'

কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের আদলে এদিন মেলা চত্বরে আকারে ছোট রাসচক্র বসানো হয়েছে। মেলায় পসরা সাজিয়ে হাজির বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে মেলায় সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মন্দির চত্বরে বসানো হয়েছে পুলিশ ক্যাম্প। এদিন, অভিযোগের ভিত্তিতে মেলা চত্বরেই এক দোকানে অভিযান চালিয়ে বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করেন ওসি সোনম মাহেশ্বরী।

উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান মধুপুর। এখানে রয়েছে শ্রীশ্রী শংকরদেবের ঐতিহ্যবাহী মন্দির। মন্দিরের প্রথম পূজারি বুড়িরপো গোবিন্দ আতই মধুপুরে দেহ রাখেন। জনশ্রুতি, সেই দিনটির স্মরণে তখন থেকেই কীর্তন ও পূজার্চনার রীতি চলে এসেছে। প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া থেকে চতুর্থী অবধি মন্দিরে মহাপুরুষ শ্রীশ্রী শংকরদেব ও মাধবদেবের কীর্তন, পূজার্চনা চলে। এ উপলক্ষ্যে প্রতি বছর সরস্বতীপুজোর দিন থেকে বিরাট রাসমেলাও হয়ে আসছে।

নতুন রাস্তা

দিনহাটা, ২ ফেব্রুয়ারি : রবিবার দিনহাটা-২ ব্লকের কন্ট্রোলেরহাট থেকে শুকারুরকুঠি পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটির কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হল। ৪ কোটির বেশি ব্যয়ে প্রায় ৩.৫ কিমি দীর্ঘ পেভার্স ব্লকের রাস্তার কাজ শুরু করল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ রাস্তার কাজের সূচনা করেন।

মধুপুরধামের রাসমেলায় উপচে পড়া ভিড়। রবিবার সন্ধ্যায়। - সংবাদচিত্র

কেবলই আশ্বাস...

রাস্তা? হবে। জল? মিলবে। সেতু? একদিন হবেই। এভাবেই জনতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একের পর এক প্রশ্নে শুধুই আশ্বাসবাণী শুনিয়ে গেলেন প্রধান। বুল নমদাসের সঙ্গে সেই কথোপকথন তুলে ধরা হল নীচে।

জনতার চার্জশিট

জনতা : গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ বুথে এখনও ঘরে ঘরে পিএইচইর পানীয় জল পৌঁছায়নি কেন?

প্রধান : বিভিন্ন বুথ এলাকায় পাইপ পোঁতা ও জলাধার তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। মানুষ দ্রুত পরিষেবা পাবেন বলে আশা করছি।

জনতা : বেশ কয়েকটি এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের পরিকাঠামো বিকল হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : প্রকল্পের পরিকাঠামো সারাইয়ের বিষয়টি বাজেটে ধরা হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ হলেই কাজ হবে।

জনতা : পথশ্রী প্রকল্পে একটি নির্মীয়মাণ ঢালাই রাস্তার কাজ থমকে রয়েছে। কী বলবেন?

প্রধান : বিষয়টি নজরে রয়েছে। তাড়াতাড়িই ওই রাস্তাটির কাজ শেষ করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে।

জনতা : শিমুলগুড়িতে উপনী নদীর ওপরের কাঠের সেতুটির অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কী পদক্ষেপ করেছেন?

প্রধান : উপনী নদীর ওপর নতুন সেতু তৈরির প্রস্তাব কোচবিহার জেলা পরিষদে পাঠানো হয়েছে। জেলা পরিষদ থেকে পরিদর্শনও করা হয়েছে। আজ না হোক কাল সেতু তৈরি হবেই।

জনতা : গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কয়েকটি বেহাল রাস্তা পাকা করার দাবি দীর্ঘদিনের। কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : কয়েকটি রাস্তা পাকা করার প্রস্তাব পথশ্রী প্রকল্পে পাঠানো হয়েছে।

নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত

মাম্পি বর্মন
প্রধান, নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত

আশা করছি দ্রুত সাড়া মিলবে।

জনতা : নয়ারহাট বাজারে ঢোকার মূল গলিটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। নিউ মার্কেটেও বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সারাইয়ের কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : নয়ারহাট বাজার দেখভাল করে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি। বিষয়টি তাদের নজরে আনা হয়েছে। ফের বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

জনতা : নয়ারহাট বাজারের পূর্বদিকে পাকা রাস্তার ওপর একটি বেহাল কালভার্ট রয়েছে। সেখানে একাধিক বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে।

একনজরে

ব্লক : মাথাভাঙ্গা -১
বুথ সংখ্যা : ১৯
জনসংখ্যা : ২২০০০
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)
পঞ্চায়েত সদস্য : ২১

জনতা : আবাস যোজনা নিয়ে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। কী বলবেন?

প্রধান : সরকারিভাবে সার্ভের ভিত্তিতেই যোগ্য প্রাপকদের ঘরের টাকা দেওয়া হয়েছে। এতে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও হাত নেই।

মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। এতদিনেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন?

প্রধান : বিষয়টি পূর্ত দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে। এখনও সাড়া মেলেনি।

ছোট্ট তারা

জয়দেব বর্মন ধলডাবরি ২ নম্বর চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোতেও রয়েছে বিশেষ আগ্রহ।

কাজ শুরু স্কুলের সীমানা প্রাচীরের

তুফানগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : খবরের জেরে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসবস স্পেশাল ক্যাডার প্রাইমারি স্কুলের সীমানা প্রাচীরের শিলান্যাস হল রবিবার। এতে খুশি পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই। ১৯৫৮ সালে তৈরি হয় এই স্কুলটি। বর্তমানে প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১৭। শিক্ষকের সংখ্যা তিন। স্কুলের পাশেই রয়েছে বড় মাপের পুকুর। বর্ষায় পুকুরের জল উপচে স্কুল মাঠে চলে আসে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পড়ুয়ারা পড়তে আসে। অভিভাবকরাও বেশ আতঙ্কেই থাকেন। কখন যে দুর্ঘটনা ঘটে। সীমানা প্রাচীর তৈরির জন্য ২০১৬ সাল থেকে বহু দপ্তরে তদ্বির করে আসছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছিল না। পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হয়। এর কয়েকদিনের মাথায় জেলা পরিষদের সদস্যরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে সীমানা প্রাচীরের আশ্বাস দিয়ে যান। রবিবার ফিতে কেটে সীমানা প্রাচীরের কাজের সূচনা করেন জেলা পরিষদ সদস্য পিংকি সিং রাই বর্মন। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শৈলেন বর্মা, ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতমী দাস প্রমুখ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমলচন্দ্র বর্মন বলেন, 'আজ ৬৫ মিটার সীমানা প্রাচীরের শিলান্যাস হওয়ায় আমরা ভীষণভাবে খুশি। দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে চলেছে।'

পথ দুর্ঘটনা

পারডুবি, ২ ফেব্রুয়ারি : রবিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবির দুটি পৃথক স্থানে পথ দুর্ঘটনায় পাঁচজন আহত হন। রবিবার বিকেলে পারডুবি বাজার সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়কে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন গুরতর আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, বরাইবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় একটি পাথরবোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উলটে যায়। গাড়ির সামান্য ক্ষতি হলেও চালক প্রাণে বাঁচেন।

সভা

পারডুবি, ২ ফেব্রুয়ারি : শনিবার রাতে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবির কদমতলা সংলগ্ন এলাকায় দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন (জিসিপিএ)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জিসিপিএ সুপ্রিমো বংশীবদন বর্মন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নারায়ণ বর্মন, ব্লক সম্পাদক পরিমল বর্মন, পারডুবি অঞ্চল কমিটির কোষাধ্যক্ষ দুলাল বর্মন।

গৃহস্থের দখলদারি দেওয়ানগঞ্জের শিশু উদ্যানে

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : প্রশাসনিক উদাসীনতায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে হলদিবাড়ি ব্লকের গ্রামীণ এলাকার একমাত্র শিশু উদ্যান। দেওয়ানগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত উদ্যানটির এমন দশায় ব্যথিত এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, নজরদারির অভাবে ক্রমেই গৃহস্থের দখলে চলে যাচ্ছে আস্ত উদ্যান। ঝোপজঙ্গলে ভরে থাকে। সন্ধ্যা নামলেই নেশার আসর বসছে সেখানে। যদিও বিডিও রেনজি লামো শেরপার দাবি, উদ্যানটি আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তৎপরতা শুরু করেছে ব্লক প্রশাসন।

বাম আমলে বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন বিভাগের আর্থিক সহায়তায় হলদিবাড়ি-দেওয়ানগঞ্জ রাজ্য সড়কের ধারে সুদৃশ্য শিশু উদ্যানটি তৈরি হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে গড়ে ওঠার পর পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে উদ্যানটির একবার সংস্কারও করা হয়। এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির ওপর। রাজ্যে পালাবদলের পর এই উদ্যানের দিকে আর নজর দেয়নি কেউ। বর্তমানে সেটির করুণ দশা। শিশুদের বিনোদনের জন্য তৈরি দোলনা, ঢেঁকি সহ অন্য খেলার সামগ্রীর অধিকাংশই ভেঙে গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে লোহার অংশগুলো চুরি হয়েছে। আস্ত নেই কোনও খেলনা। সীমানা প্রাচীর ভেঙে যাওয়ায় উদ্যান চত্বরে গবাদিপশুর অবাধ বিচরণ। সেখানে গৃহস্থের কাপড় শুকোনো হচ্ছে। অনেকেই আবার ঘুঁটে দিচ্ছেন। শীতে আবর্জনা পোড়ানো হচ্ছে। এমনটাই অভিযোগ ওই এলাকার বাসিন্দাদের। উদ্যানে ঢুকলেই যত্রতত্র খালি মদের বোতল, গ্লাস ও খাবারের উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতেও দেখা গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মৃন্ময় সেন, কল্পনা দত্তরা জানালেন, একসময় শিশুদের পছন্দের জায়গা ছিল এই উদ্যান। পাতাবাহার, দেবদারু গাছ সহ রকমারি ফুলের বাহারে সাজানো ছিল উদ্যান চত্বর। ধীরে ধীরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বন্ধ হয়েছে শিশুদের আনাগোনা। দ্রুত উদ্যানটির সৌন্দর্যায়ন করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছেন তাঁরা। স্থানীয় গৃহবধূ জয়শ্রী রায়ের কথায়, 'আগে বাচ্চাদের নিয়ে প্রায়ই এখানে আসতাম। বর্তমানে সেখানে শিশুদের খেলার কোনও পরিবেশ নেই। আগেকার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হলে এলাকার শিশুরাও সেখানে আবার খেলতে যাবে।'

এভাবেই শিশু উদ্যানে শুকোচ্ছে গৃহস্থের কাপড়। - সংবাদচিত্র

দুর্দশার একশেষ

- দোলনা, ঢেঁকি সহ অন্যান্য খেলার সামগ্রীর অধিকাংশই ভেঙে গিয়েছে
- অনেক ক্ষেত্রে লোহার অংশগুলো চুরি হয়েছে
- সীমানা প্রাচীর ভেঙে যাওয়ায় উদ্যান চত্বরে গবাদিপশুর অবাধ বিচরণ
- উদ্যান চত্বরে গৃহস্থের কাপড় শুকোনো হচ্ছে, চলছে ঘুঁটে দেওয়া

স্থানীয় শিক্ষক কমলকুমার রায় ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'প্রশাসনিক উদাসীনতার শিকার গ্রামীণ এলাকার একমাত্র শিশু উদ্যানটি। নজরদারির অভাবে বর্তমানে গোটা উদ্যান চত্বর বিভিন্ন আগাছায় ভরে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছে ফুলের গাছ সহ শিশুদের খেলার সামগ্রী। বন্ধ শিশুদের আনাগোনাও।' সমগ্র উদ্যানটি যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে, জানালেন কমল।

দেওয়ানগঞ্জ বাজার সমিতির সম্পাদক রিতম রায় জানিয়েছেন, সুদৃশ্য উদ্যানটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন কর্মীও ছিলেন। পরবর্তীতে ওই কর্মীকে পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তরে স্থানান্তর করা হয়। তারপর থেকেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে উদ্যানটি। এব্যাপারে হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি রাহুল প্রামাণিক জানান, উদ্যানটি পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিডিওর কথায়, 'উদ্যানটি পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।'

দুয়ারে ১.০৭ কোটি

এবারের দুয়ারে সরকারে ১.০৭ কোটি মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন। ১.০৫ লক্ষ ক্যাম্পে ৭৬ লক্ষের বেশি আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৫০ শতাংশের সমস্যা সমাধান হয়েছে।

গাঁজা উদ্ধার

রবিবার হাওড়ার শালিমার স্টেশনে ডাউন করমণ্ডল এক্সপ্রেস থেকে ২২ কেজি গাঁজা সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে রেল পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি ওড়িশায়।

উড়ানে সমস্যা

ঘন কুয়াশার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে রবিবার সকাল থেকে বিমান ওঠানামা করতে চরম সমস্যা হয়। ১০টিরও বেশি বিমান বাতিল করতে হয়েছে।

উদ্ধার তরুণ

লিলুয়ায় ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত নিখোঁজ এক তরুণকে রবিবার পঞ্চাননতলা রোড থেকে উদ্ধার করল ব্যাঁটরা থানার পুলিশ। শনিবার লিলুয়া স্টেশন থেকে ওই তরুণ হারিয়ে যান।

নৈহাটির তৃণমূল কর্মী খুনে ধৃত ১

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : শনিবারই ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার পদ থেকে অলোক রাজোরিয়াকে সরিয়ে অজয়কুমার ঠাকুরকে ওই পদে বসানো হয়েছে। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অক্ষয় গণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় এর আগে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শুক্রবার বিকালে নৈহাটির গৌরীপুরে সন্তোষ যাদব নামে এক তৃণমূল কর্মী খুন হন। এর আগেও ভাটপাড়া ও ব্যারাকপুরে তৃণমূল কর্মীকে গুলি করার ঘটনা ঘটেছিল। সেই কারণে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপর শনিবারই অলোক রাজোরিয়াকে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। নৈহাটির তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান পুলিশ কমিশনার। সেই সময় তিনি দাবি করেছিলেন, সন্তোষ যাদবকে থেঁতলে খুন করা হয়েছে। গুলি চালানোর কোনও ঘটনা ঘটেনি। যদিও নৈহাটির তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দেব দাবি করেছিলেন, গুলি করেই সন্তোষকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ ও বিধায়কের দুরকম বয়ান নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়। এরপরই ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারকে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক বিভাগের ডিআইজি পদে বদলি করা হয়। ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার পদে নিয়ে আসা হয় কারা বিভাগের ডিআইজি অজয়কুমার ঠাকুরকে।

বিধায়কের প্রয়াণে শোক

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন নদিয়ার কালীগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। শনিবার গভীর রাতে তিনি বাড়িতেই অসুস্থ বোধ করেন। তাঁকে পলাশির মীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। দলের প্রবীণ বিধায়কের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমার সহকর্মী নদিয়ার কালীগঞ্জের বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদের (লাল) আকস্মিক প্রয়াণে আমি শোকাহত। একজন প্রবীণ জনসেবক এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে তিনি আমাদের বিশ্বস্ত সম্পদ ছিলেন। তিনি একজন আইনজীবী এবং সমাজকর্মীও ছিলেন। তিনি আমার কাছে সত্যিই খুব মূল্যবান ছিলেন। তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং অনুগামীদের সমবেদনা জানাই।' কালীগঞ্জের এই বিধায়কের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

হলুদ শাড়িতে মিষ্টি দুই খুদে। রবিবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

নর্দমা সাফাইয়ে মৃত তিন কর্মী

১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা ফিরহাদের

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : ট্যানারির পাইপলাইন পরিষ্কার করতে ম্যানহোলে নেমে মৃত্যু হল ৩ শ্রমিকের। রবিবার সকালে বানতলার লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকার ৪৫২ নম্বর প্লটে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম সুমন সর্দার, ফরজেম শেখ ও হাসি শেখ। চার দিন আগে গত বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা সহ দেশের ছয় শহরে ম্যানহোলে মানুষ নামিয়ে কাজ করা নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল। তার মধ্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এদিন সকালে লেদার কমপ্লেক্সের ভিতরে ওই সাফাইয়ের কাজ চলছিল। পুলিশ জানিয়েছে, প্রথমে একজন শ্রমিক ম্যানহোল দিয়ে পাইপলাইনের ভিতরে ঢোকেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পরও তিনি না ফেরায় একে একে বাকি দুজনও ভিতরে ঢোকেন। সেই দুজনও না ফেরায় সন্দেহ হয়। ওই শ্রমিকরা সবাই মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন। ম্যানহোলের ভিতরে দীর্ঘদিনের জমে থাকা দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্যতে পড়ে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বই, হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরু শহরকে এই নিয়ে সতর্ক করেছিল। এমনকি ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ওই ছয় শহরের মেয়রকে এই বিষয়ে আদালতে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, ম্যানহোলে মানুষ ঢুকিয়ে পরিষ্কারের কাজ বন্ধ করতে হবে। ২০১৩ সালে দেশে নতুন আইন জারি হয়েছিল। ওই আইনে বলা হয়েছিল, মলমূত্র সাফাই বা বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ ও ম্যানহোল পরিষ্কারের মতো কোনও কাজ মানুষকে দিয়ে করানো যাবে না। এক্ষেত্রে যদি একান্তই করতে হয়, তাহলে ওই শ্রমিকের জীবন এবং স্বাস্থ্যের যাবতীয় সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। সেক্ষেত্রে ম্যানহোলে মানুষ নামানোর আগে ভালোভাবে দেখে নিতে হবে নিকাশিনালায় প্রাণঘাতী কোনও বিষাক্ত গ্যাস আছে কি না। ম্যানহোলে যে সাফাইকর্মীদের নামানো হবে, তাঁদের কোমরে দড়ি বাঁধতে হবে। পর্যাপ্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হবে। সাফাইকর্মীদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিশেষ পোশাকে ঢাকতে হবে। বিষাক্ত গ্যাসের থেকে বাঁচতে বিশেষ ধরনের মুখোশের ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়া সাফাইকর্মীদের হাতে গ্লাভস ও পায়ে গামবুটের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ২০২৩ সালে এই সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে কোনও সাফাইকর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এদিন যে শ্রমিকরা ম্যানহোলে নেমেছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কোনওরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এটি দুর্ঘটনা নয়, খুন। যে সমস্ত আধিকারিক এজন্য দায়ী, তাঁদের গ্রেপ্তার করা উচিত।'

নিকাশিনালায় দুর্ঘটনাস্থলে। রবিবার বানতলায়। - পিটিআই

ঘটনাক্রম

- সকালে লেদার কমপ্লেক্সের ভিতরে সাফাইয়ের কাজ চলছিল
- প্রথমে একজন শ্রমিক ম্যানহোল দিয়ে পাইপলাইনের ভিতরে ঢোকেন
- দীর্ঘক্ষণ পরও না ফেরায় একে একে বাকি দুজনও ভিতরে ঢোকেন
- ম্যানহোলে দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্যতে পড়ে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক রিপোর্ট
- ওই শ্রমিকরা সবাই মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন

যোগেশচন্দ্র কলেজে পুজো চলাকালীন ধুন্ধুমার, কটাক্ষ শুভেন্দুর

ব্রাত্যকে ঘিরে বিক্ষোভ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : কড়া পুলিশি প্রহরায় রবিবার যোগেশচন্দ্র কলেজের ভিতরেই হল আইন বিভাগের সরস্বতীপুজো। কলেজের পাশের গলিতে হল দিবা বিভাগের পুজো। পুজো দেখতে গিয়ে এদিন বিক্ষোভের মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য তথা সাংসদ মালা রায়। তাঁদের ঘিরে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানও দেওয়া হয়।

বেশ কিছুদিন ধরেই যোগেশচন্দ্র কলেজে সরস্বতীপুজো ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, দিবা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের পুজো করতে বাধা দিচ্ছেন। এরপরই আইন বিভাগের পড়ুয়ারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কোর্টের নির্দেশে পুলিশি নিরাপত্তায় কলেজের ভিতরেই তাঁরা পুজো করার অনুমতি পান। সেইমতো এদিন কলেজ চত্বরে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। উল্লেখ্য, একই ক্যাম্পাসে যোগেশচন্দ্র আইন কলেজ এবং যোগেশচন্দ্র দিবা বিভাগের ক্লাস হয়। উভয় কলেজের পড়ুয়ারাই পুজো করেন। কিন্তু এবার পুজো ঘিরেই সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এই কলেজেই আইন বিভাগে পড়তেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রাক্তন কলেজে এহেন পরিস্থিতি নিয়ে তিনিও ক্ষুব্ধ। কোর্টের নির্দেশে পুলিশবাহিনী পরিচয়পত্র দেখে কলেজের ভিতরে পড়ুয়াদের ঢোকার অনুমতি দেয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার অজয় প্রসাদ। সবকিছু শান্তিতেই চলছিল। কিন্তু এদিন সকালে যখন আইন বিভাগে যান ব্রাত্য বসু, তখনই ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান দেওয়া হতে থাকে। ছাত্রীদের অভিযোগ, পুলিশের সামনেই তাঁদের অশালীন ভাষায় হুমকি দেওয়া হয়। তখনই ব্রাত্য চার ছাত্রীকে অধ্যক্ষর ঘরে ডেকে নিয়ে বৈঠক করেন। কলেজ থেকে ব্রাত্য বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর কলেজে ঢোকেন সাংসদ মালা রায়। তাঁকে ঘিরেও 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান দেওয়া হয়। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ মালা বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা পুজোয় শামিল হবেন এটা যেমন চাই, তেমনি পুজোর দিনে কোনও স্লোগানও শুনব না। পুজো নিয়ে সমস্যার কথা আগে কেউ বলেনি। আজ শুনলাম। সমস্যা মেটানো হবে। তবে পড়ুয়ারা রাজনীতিতে জড়াক, তা চাই না।'

এইভাবে সরস্বতী পুজো ঘিরে কলেজে অশান্তির জন্য বিজেপিকেই দুষলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'যাঁরা এইসব করছেন, তাঁরা খুব নীচু মনের মানুষ। সরস্বতীপুজো, দুর্গাপুজো সব কিছুর ঊর্ধ্বে। এই পুজোয় হিন্দু-মুসলিম সবাই অংশগ্রহণ করে।' অপরদিকে পুলিশি নিরাপত্তায় পুজোর তীব্র নিন্দা করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'ওপার বাংলা আর এপার বাংলা মিলিয়ে দিলেন মুহাম্মদ ইউনুস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশকে অনুকরণ করে সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তায় পুজোর রেওয়াজ এপার বাংলায় চালু করলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ ক্যাম্পাসে পুজো হচ্ছে, না সন্ত্রাসবাদী হামলা প্রতিরোধের মহড়া চলছে, বোধগম্য হচ্ছে না। ওখানে আল আমিন মণ্ডল আর এখানে সাবির আলি। মডেল সবই এক। মডেলটা হল জিহাদি মডেল।' এ প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর পরিকল্পনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেটা সফল হয়েছে। তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ।' হরিণঘাটার স্কুলে ও কলকাতার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে সুকান্ত বলেন, 'কোথাও তৃণমূলের বুথ সভাপতি এসে হেডমাস্টারকে চমকাচ্ছেন কোথাও সাবির আলি এসে প্রিন্সিপালকে ধমকাচ্ছেন সরস্বতী পুজো করতে দেব না বলে। তাও কি না মুখ্যমন্ত্রীরই কলেজে।'

পড়ুয়াদের উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান। রবিবার যোগেশচন্দ্র কলেজে।

বেড বাড়ছে

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেবের আর্জি মেনে কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের উন্নতিতে হাত লাগাচ্ছে রাজ্য। চিঠি দিয়ে দেবকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এজন্য রাজ্য ২৪ কোটি টাকা খরচ করছে। এখন ৩০টি বেড রয়েছে। তা বাড়িয়ে ৫০টি করা হচ্ছে।'

স্থিতিশীল পার্থ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। গত বৃহস্পতিবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বাইপাসের ধারে মুকুন্দপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন তিনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কিডনি ও ফুসফুসের সমস্যার পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি সমস্যায় ভুগছেন তিনি।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন জেলবন্দি। গত সোমবার শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। বৃহস্পতিবার রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় এসএসকেএমের আইসিসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। কিন্তু তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে মুকুন্দপুরের ওই বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়।

হামলায় প্রশ্ন বিজেপির

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : মালদার মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের ওপর হামলায় দলের গোষ্ঠীকোন্দলের ছবি আবার প্রকাশ্যে এসেছে। বিধায়ক নিজেই দলের একাংশের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগের কথা জানিয়ে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে ফোন করেছেন। বিধায়কের অভিযোগকে কাজে লাগানোর সুযোগ প্রত্যাশামতোই হাতছাড়া করতে চায়নি বিজেপি। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সাবিত্রীদেবীকে বলুন, দলের কারা তাঁকে হুমকি দিচ্ছে সেটা স্পষ্ট করে বলুন। দলের কাদের তরফ থেকে তিনি হামলার আশঙ্কা করছেন সেটা জানান।' সুকান্তর দাবি, এর আগে মালদায় বাবলা সরকারের খুন সহ জোড়া হামলায় তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। সুকান্ত বলেন, 'আসলে দুর্নীতির টাকার ভাগ নিয়েই এই খুনোখুনি চলেছে। যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ ও বিরোধী দল বিজেপিকে।'

দুর্গাপুজো বন্ধ, সরস্বতী বন্দনায় পদ্ম শিবির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : পুজো করা পার্টির কাজ নয়। দুর্গাপুজো না করা নিয়ে এটাই ছিল রাজ্য বিজেপির যুক্তি। অথচ সেই যুক্তিতে আটকায় না রাজ্য বিজেপি দপ্তরে ফি বছর সরস্বতী বন্দনা। পদ্ম শিবিরের এহেন আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরে। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'পুজো নিয়ে আমার মত যা ছিল, এখনও তাই আছে।'

কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়রা তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বঙ্গ বিজেপিতে। হইহই করে দুর্গাপুজোয় নেমে পড়েছিল বঙ্গ বিজেপি। রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার উদ্যোগে সল্টলেকে দুর্গাপুজো করেছিল বিজেপি। সেই থেকে পুজো নিয়ে বিতর্কের শুরু বিজেপিতে। তদানীন্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ বলেছিলেন, পুজো করা পার্টির কাজ নয়। তা সত্ত্বেও পুজো হয়েছিল আড়ম্বরে। শুরু করলে অন্তত তিনবার পুজো করতে হয় এই যুক্তিতে, সুকান্ত জমানাতেও দুর্গাপুজো হয় দু'বার। কিন্তু গত বছর থেকে দিলীপের অবস্থান মেনে দুর্গাপুজো বন্ধ বঙ্গ বিজেপিতে। অথচ সেই যুক্তিতে আটকায়নি ৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেনে রাজ্য বিজেপির দপ্তরের সরস্বতী বন্দনা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

রবিবার মানিকতলায় বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপির দপ্তরে সরস্বতীপুজোয় যাওয়ার আগে রাজ্য বিজেপির দপ্তরে সরস্বতী বন্দনা সেরে গিয়েছেন সুকান্ত মজুমদারও। সরস্বতীপুজোকে ঘিরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও ব্যস্ত। শনিবার জানবাজারে এক বিজেপি যুব নেতার পুজোর উদ্বোধনের পর রবিবার হরিণঘাটা বিধানসভার অধীন নগরউখড়া বাজারে স্থানীয় বিজেপির উদ্যোগে করা একটি পুজোর উদ্বোধনে যান তিনি।

সম্প্রতি হরিণঘাটার দাসপোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরস্বতীপুজো করতে বাধা দেওয়া নিয়ে অভিযোগ

ওঠে স্থানীয় তৃণমূলের বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে। সেই সুবাদেই খবরের শিরোনামে আসে এই স্কুল। বিরোধী দলনেতা ওই স্কুলে না গেলেও এদিন হরিণঘাটার নগরউখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজারে যে পুজোয় গিয়েছিলেন শুভেন্দু সেটি এই এলাকাতেই। সেখানেই সরস্বতীপুজো নিয়ে বিতর্কে ঘি ঢেলে শুভেন্দু বলেন, 'মমতা ও ইউনূসের জন্যই দুই বাংলার মিলন হয়েছে।' হরিণঘাটা ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে সরস্বতীপুজোকে ঘিরে বিতর্কে সুকান্তও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর পরিকল্পনা সফল করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য।' সরস্বতীপুজোকে কেন্দ্র করে এবার দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের বিশেষ উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনা পরম্পরার বিচারে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, দল সরস্বতীপুজো করতে পারলে, দুর্গাপুজো বা অন্যান্য পুজো নিয়ে নিষেধ কেন?

যদিও এই প্রশ্নে বিতর্কে জড়াতে চাননি বিজেপি দপ্তরে পুজোর উদ্যোক্তা রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ। ইন্দ্রনীল বলেন, 'বহু বছর ধরে এটা চলে আসছে। এবারেও রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেই আমরা পুজো করেছি।' দিলীপ ঘোষ বলেন, 'দুর্গাপুজো হোক বা সরস্বতীপুজো- পার্টি কোনও পুজো করুক তা আমি চাইনি। এটা দলের কাজ নয়। পুজোকে জনসংযোগের কাজে লাগানোই রাজনৈতিক দলের কাজ।' এদিন খড়্গপুরে নিজের পুরোনো সংসদীয় এলাকায় একাধিক পুজোর অনুষ্ঠানে গিয়েছেন দিলীপ। সেই দৃষ্টান্ত টেনে দিলীপের সংযোজন, পুজোর অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে দেখা হয়। আজ দিনভর সেটাই করেছি। পুজো করতে যাব কেন?

পুজো বিতর্কে বিজেপির সমালোচনা করে তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'রাজনৈতিক মেরুকরণ করে '২৬-এর বিধানসভায় ক্ষমতা দখল করতে চায় বিজেপি। পুজো এলেই তাই ওরা বিতর্ক তৈরি করে তা উসকে দিতে চায়।'

গাইছেন লতা মঙ্গেশকর, শুনছেন সরস্বতী - বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকের লাউবেরিয়া গ্রামের দেশপ্রেমী সংঘের সরস্বতীপুজোর থিম মন কেড়েছে ছোট-বড় সকলের। দুটি মূর্তিই তৈরি করেছেন ইলামবাজার থানা এলাকার শিল্পী সহদেব সূত্রধর। ছবি ও তথ্য : অশোক মণ্ডল

রাজনীতিতে থেকেও দিলীপের মন চাষবাসে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও আবার চাষবাসে মন দিয়েছেন বিজেপির প্রবীণ শীর্ষ নেতা দিলীপ ঘোষ। রাজ্য বিজেপির সফল প্রাক্তন সভাপতি দলের চলতি সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে সক্রিয়ভাবে থেকেও কৃষিকর্ম থেকে কিছুতেই দূরে থাকতে চান না। হাজার হোক, 'চাষার ব্যাটা' তিনি। নির্দ্বিধায় একথা বলতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করেন না। বলে থাকেন, 'রাজনীতি নয়, এটাই আসল। মানুষের পাশে থেকে তাঁদের কাজের মধ্যে নিয়ে আসা আর দিশা দেখানোই কিন্তু সঠিক 'জীবনচরিত' হওয়া উচিত আমাদের।' তাই দলের কাজের মধ্যেও এটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন তিনি। এর সঙ্গে দলের দায়িত্ব পালন আগেও যেমন করেছেন এখনও করে চলেছেন।

আপাতত তারই সঙ্গে চাষবাসটাও করছেন তাঁর নিজের জেলা মেদিনীপুরে। খড়্গপুরের কাছে কাঁসাই নদীর ধারে কয়েক খণ্ড জমিতে চাষবাস শুরু করেছেন কয়েকজনকে নিয়ে। একেবারে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে তাঁর উদ্যোগেই ওইসব জমিতে শুরু হয়েছে ব্রোকোলি, স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফলের মতো চাষ। সঙ্গে এক জাতীয় হাইব্রিড টমেটো, যার একটি গাছেই ১০ কিলো টমেটো হতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে চাষের পর সাফল্য আসতেও শুরু করেছে। বাজার মিলবে বলেও সুস্পষ্ট আভাস ইতিমধ্যেই পেয়েছেন তাঁরা।

রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে দিলীপ জানালেন, 'এর উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য একটাই, স্থানীয় মানুষকে এই ধরনের চাষবাসের কাজে উৎসাহিত করা। যে কোনও কারণেই হোক, কোনও বিতর্কে না গিয়ে বলা যায় মানুষ এধরনের কাজে বিশেষ একটা আসছে না। অথচ এসব ফলাতে পারলে তার বাজার আছে। দামও পাওয়া যায়। হাতেনাতে সেটা করেই আমরা তাদের দেখাতে চাই।'

মানুষ এধরনের কাজে বিশেষ একটা আসছে না। অথচ এসব ফলাতে পারলে তার বাজার আছে। দামও পাওয়া যায়। হাতেনাতে সেটা করেই আমরা তাদের দেখাতে চাই।

দিলীপ ঘোষ

আপাতত কয়েকজনকে পাশে নিয়ে রাজনীতির কাজ সেরে এটাই করছেন দিলীপবাবু। ভবিষ্যতে তাঁর পরিকল্পনা আছে ৫/৭ বিঘে জমি নিয়ে একটা ফার্ম হাউস গড়ার। বীজ, সার সহ অন্যান্য খরচের দায়ভার নিজেই বয়ে চলেছেন। নিজের খরচে ফার্ম হাউস গড়তে হলেও তাঁর আপত্তি নেই, অকপটে জানালেন তিনি। রাজ্য বা জাতীয় স্তরে এই মুহূর্তে দলে কোনও পদেই নেই তিনি। তবে প্রাক্তন প্রবীণ শীর্ষ নেতা হিসেবে এখনও পার্টির শীর্ষস্তরের নেতাদের সমীহ আদায় করে নিয়ে রাজনীতির পথে চলেছেন। খানিকটা হতাশা থাকলেও তাঁর বাচনভঙ্গি এতটুকু বদলায়নি। ঠোঁটকাটা হিসেবে পরিচিত বিজেপির এই নেতা জানালেন, এদিনও রাজ্য দলের মণ্ডল সভাপতি পদে সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে ডাক পেয়েছিলেন দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ও প্রদেশ নেতাদের তরফ থেকে। অংশ নিয়েছেন, আবার ফুরসত পেয়েই চলে এসেছেন চাষবাসের কাজে খড়্গপুরে। দলের দেওয়া গুরুদায়িত্ব পালনে সব সময়ই এগিয়ে এসেছেন তিনি। এবার এখনও সেই সুযোগ হয়নি তাঁর। তা নিয়ে কিছুটা আক্ষেপ থাকলেও তার এতটুকু প্রকাশ নেই চোখেমুখে, কথাবার্তায়।

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৫৫ সংখ্যা, সোমবার, ২০ মাঘ ১৪৩১

যোগীর দায়

মহাকুম্ভে বিপর্যয় নিয়ে দেশজুড়ে শাসক-বিরোধী তর্জা চলছে। ভিভিআইপিদের বিশেষ আপ্যায়ন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় নজর থাকছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পালটা ১৯৫৪ সালের উল্লেখ করে তৎকালীন জওহরলাল নেহরুর জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে কুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে হাজার মানুষের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার সেই তথ্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু তাতেও ৭১ বছর পর মোদি জমানায় প্রয়াগরাজের শাহি স্নানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৫৪-কে ছাপিয়ে যাবে কি না, সেই প্রশ্ন আড়াল করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন মহল ও নানা সংবাদমাধ্যম দাবি করছে, মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি। যদিও ঠিক কত মানুষ সেই রাতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন, সেই সংখ্যাটা হয়তো কোনওদিনই জানা যাবে না। উত্তরপ্রদেশ সরকার মৃতের সংখ্যা লুকোনোর চেষ্টা করছে বলে সরব বিরোধীরা। দাবি উঠেছে নিরপেক্ষ তদন্তের।

অথচ মহাকুম্ভের ব্যবস্থাপনা নিয়ে যোগী-মোদিদের ঢাক পেটানোর বিরাম নেই। পুণ্যার্থীদের জন্য এমন সুন্দর ব্যবস্থাপনা, এমন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নাকি আগে কখনও হয়নি! সংবাদপত্রে এসব দাবি করে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দেওয়া চলছে। কিন্তু দুর্ঘটনার পর থেকে আশ্চর্যরকম নীরবতা। পদপিষ্টের ঘটনা একবার নাকি একাধিকবার, তা নিয়েও সংশয় আছে। প্রথম কয়েক ঘণ্টা তো সরকারি তরফে মৃত্যু স্বীকারই করা হয়নি।

আসলে যোগী সরকারের সমস্ত ক্ষেত্রে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। উপযুক্ত পরিকাঠামো, পরিকল্পনা, সরকারি ব্যবস্থাপনা, যথেষ্ট পুলিশি সতর্কতার অভাবেই যে কুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর আগে গত নভেম্বরে ঝাঁসির হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ নবজাতকের মৃত্যুতেও ছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির অভিযোগ। দুর্ঘটনার সময় কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীরা ওয়ার্ড ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

আবার যে রামলালার ঘর বানিয়ে দেওয়া নিয়ে শাসক শিবিরের এত গর্ব, এত প্রচার, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেই মন্দিরের ছাদ চুইয়ে জল পড়ছে। বর্ষায় নর্দমার জলে ভাসছে মন্দির প্রাঙ্গণ। ধর্মের ধুয়ো তুলে মেরুকরণের প্রচার করে যাদের ক্ষমতায় আসা, দেবস্থানকেও তারা ত্রুটিমুক্ত রাখতে পারছে না। রাম মন্দির উদ্বোধনের তিন মাস পর লোকসভা ভোটে সেই অযোধ্যায় হেরেছে বিজেপি।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, সদ্যোজাতদেরই রক্ষা করতে যারা ব্যর্থ, তাদের পক্ষে মহাকুম্ভের মতো বিশাল আয়োজন কি সম্ভব? ত্রিবেণি সংগমে বিপর্যয়ের পর উত্তরপ্রদেশ এবং কেন্দ্র- দুই সরকারই এমন ভান করছিল যেন সেরকম ভয়াবহ কিছু ঘটেনি। অথচ সময় যত গড়িয়েছে তত বোঝা গিয়েছে, দুর্ঘটনাটি কতখানি মর্মান্তিক এবং ভয়াবহ। বহু রাজ্যের বহু তীর্থযাত্রীর এখনও খোঁজ নেই। পশ্চিমবঙ্গেরই পাঁচ পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এ রাজ্যের বহু পুণ্যার্থী এখনও নিখোঁজ।

প্রয়াগরাজে এই মুহূর্তে প্রিয়জন হারানো পরিবারগুলির শোচনীয় অবস্থা। মৃত্যুর শংসাপত্র জোগাড় করতে নাজেহাল হচ্ছে পরিবারগুলি। তাঁদের খাওয়া-থাকার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। বাংলার কয়েকশো পুণ্যার্থী আটকে পড়েছেন। তাঁদের অনেকের হোটেল বুকিংয়ের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় রাত কাটাতে হচ্ছে রাস্তায় বা গাড়িতে। খাবারদাবার সঙ্গে নেই। অসহায় অবস্থা!

সাত দশক আগে নেহরু আমলে কুম্ভে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর মতো এবারের বিপর্যয়ের পিছনেও ভিভিআইপিদের আদরযত্ন এবং পুলিশি অব্যবস্থাই মূল কারণ মনে করা হচ্ছে। গভীর রাতে ব্যারিকেড ভেঙে পড়া ও অন্য মানুষের ওপর দিয়ে জনস্রোত বয়ে চলা ইত্যাদি সেই অব্যবস্থারই প্রমাণ। অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়েছেন অনেকে। প্রয়াগরাজের ঘটনা যোগী সরকারের ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। যাঁকে মোদির উত্তরসূরি ভাবা হয়ে থাকে, সেই যোগী আদিত্যনাথ কিন্তু কোনওভাবেই এই বিপর্যয়ের দায় অস্বীকার করতে পারেন না।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

হাসিনা-খালেদা কাছাকাছি হওয়াও সম্ভব

বিশৃঙ্খল বাংলাদেশে ইউনূস সরকারে ছড়ি ঘোরাচ্ছে জামায়াতে। খালেদা জিয়ার পার্টিও এখন চরম অস্বস্তিতে।

অমল সরকার

রাজনীতিকে কেন বড় বিচিত্র এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বলা হয়, এই লেখা শুরু করছি এই সম্পর্কিত তাজা দৃষ্টান্ত দিয়ে।

শনিবার বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে চর্চার বিষয় ছিল দুটি। এক, গণঅভ্যুত্থানের ছয় মাসের মাথায় মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের পদত্যাগ দাবি করে আওয়ামি লিগের প্রচারপত্র বিলি। দুই, সেনা হেপাজতে বিএনপি'র যুব নেতাকে পিটিয়ে হত্যা, দলের প্রতিবাদ এবং প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের দুঃখ প্রকাশ ও তদন্তের নির্দেশ জারি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া নিতে বিএনপির এক প্রথম সারির নেতাকে ফোন করেছিলাম। তিনি ফোন ধরে বললেন, 'আমি একটু ব্যস্ত আছি। আমাদের দলের এক কর্মী মারা গিয়েছেন। আমি একটু পরে কল ব্যাক করছি।' আমি বললাম, শুনেছি, সেনা হেপাজতে বিএনপি'র এক কর্মী মারা গিয়েছেন। সেই ঘটনা নিয়েই আপনার প্রতিক্রিয়া চাইছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, 'আরও একজন কর্মী মারা গিয়েছেন। দুর্ভাগ্যের হল, তাঁকে দলের লোকেরাই পিটিয়ে মেরেছে।'

দুটি ঘটনাই কুমিল্লার। তবে এমন ঘটনা শনিবারই প্রথম নয়। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিএনপি বনাম বিএনপি মারামারি, খুন ইত্যাদি বিগত মাস তিন-চার যাবৎ বাংলাদেশ রাজনীতির ট্রেন্ডিং বলা চলে। যার মূলে আছে, এলাকা দখল, চাঁদাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ।

বিএনপি'র বহু নেতা একান্ত আলোচনায় সহমত হয়েছেন যে, আওয়ামি লিগ সেভাবে ময়দানে সক্রিয় না থাকাতেই তাঁদের দলের আজ এই অবস্থা। শক্ত প্রতিপক্ষ না থাকায় তাঁদের নীচু ও মাঝারি স্তরের নেতা-কর্মীরা বেপরোয়া হয়ে ভ্রাতৃঘাতী হয়ে উঠেছে। আসলে খালেদা জিয়ার দলের নেতারা বুঝতে পারছেন, ১৫-১৬ বছর ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকা দলের নেতা-কর্মীরা উপোসি ছারপোকার মতো খুবলে খাওয়া শুরু করেছে, নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষার তর সইছে না তাদের।

রাজনীতির ময়দানে প্রতিপক্ষকে নিকেশ করার পরিণতি শেষপর্যন্ত যে নিজেরই অস্তিত্ব সংকট ডেকে আনে তার জ্বলন্ত প্রমাণ আওয়ামি লিগ। ভোটের ময়দানে বিরোধীদের মাইনাস করতে গিয়ে তারা নিজেরাই ক্ষমতা থেকে মাইনাস হয়ে গিয়েছে।

'রাজনীতিতে কিছুই অসম্ভব নয়'-কথাটিকে বিবেচনায় রেখেই বলতে হয়, কেউ কি ভেবেছিলেন, হাসিনা সরকারের পতনের পর বিএনপি সুপ্রিমো খালেদা জিয়া এবং দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড তারেক জিয়া এমন নজিরবিহীন সংযমী রাজনীতি করবেন। খালেদা তাঁর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে যাওয়ার দৃশ্য হাসপাতালের বেডে শুয়ে দেখেছেন। শত অনুরোধেও যে হাসিনা তাঁকে বিদেশে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার অনুমতি দেননি, তাই-ই শুধু নয়, তাঁর অসুস্থতা নিয়ে নানা সময়ে উপহাস করেছেন।

সেই হাসিনার শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিএনপি'র হাজার হাজার নেতা-কর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

২৩ বছর আগের ছবি। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে নিয়ে প্রাক্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কার্টার। এমন ছবি বাংলাদেশে বিরল।

প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে খালেদা ৫ অগাস্টই গণঅভ্যুত্থানে গদিচ্যুত আওয়ামি লিগ নেত্রীর মুণ্ডপাত করলে দেশে এমন গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাওয়া অসম্ভব ছিল না যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মোকাবিলা করতে পারত। সে পথে না হেঁটে বিএনপি নেত্রী বলেছেন, 'আমি আল্লার কাছে বিচার দিলাম।'

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বদলের আভাস দিয়েছেন হাসিনাও। গণঅভ্যুত্থানকে ষড়যন্ত্র বললেও আওয়ামি লিগ নেতৃত্ব জোরালোভাবে বিএনপি'র দিকে আঙুল তোলেনি। শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল ভাষণেও বিএনপি সম্পর্কে ততটা রূঢ় নন।

কারণ গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পদ্মা-মেঘনা-যমুনা দিয়ে রাজনীতির যে জল গড়িয়েছে তার চরিত্র ভিন্ন, বলা ভালো ভয়ানক। অভ্যুত্থান পরবর্তী মাসখানেকের হত্যাযজ্ঞের ছবিগুলি মনে পড়লে আজও গা শিউরে ওঠে। যা চার বছর আগে আফগানিস্তানে তালিবানের প্রত্যাবর্তণের সময় দেখা গিয়েছিল।

সেই হত্যাযজ্ঞে একেবারে মধুচন্দ্রিমার মেজাজে শামিল হয়েছিল জামায়াতে-বিএনপি। যদিও জামায়াতে শীর্ষ নেতৃত্বের পূর্ণ মদত থাকলেও বিএনপি'র প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ সে পথে হাঁটেননি। তাঁরা জাতীয় ঐক্য রক্ষার ডাক দিয়েছেন। শেখ মুজিবের প্রতি অসম্মান, তাঁর মূর্তি ভাঙার নিন্দা করেছেন।

এই সুযোগে ইউনূসের সরকারকে সামনে রেখে বিগত পাঁচ মাসে জামায়াতে ইসলামি, হিযবুত তাহরীরের মতো শক্তি বাংলাদেশের শাসন-প্রশাসন এবং সমাজজীবনে প্রভাব আরও বাড়িয়ে নিয়েছে। পাশাপাশি একদা শরিক উগ্র ইসলামিক শক্তি জামায়াতের সঙ্গে বিএনপি'র দূরত্ব তৈরি এখন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে (যিনি শেখ হাসিনার একান্ত পছন্দের মানুষ এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) অপসারণ, আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা, '৭২-এর সংবিধান বদলের মতো গুরুতর প্রস্তাবে সায় না দেওয়ায় জামায়াতের পাশাপাশি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতৃত্বের সঙ্গে বিএনপির এখন সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

ইউনূস প্রকাশ্যেই বলেছেন, আওয়ামি লিগকে তিনি নিষিদ্ধ করতে পারেননি বিএনপি সায় না দেওয়ায়। আসলে বিএনপি নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছে, আজ আওয়ামি লিগের জন্য তৈরি হাঁড়িকাঠে তাদেরও গলা চেপে ধরা হতে পারে। আওয়ামি লিগ ও বিএনপি-কে এক বন্ধনীতে রেখে হাসিনা, খালেদার দলকে অশুভ শক্তি হিসাবে তুলে ধরছে গণঅভ্যুত্থানের কারিগর ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং জামায়াতে। ঠেকাতে চাইছে বিএনপি'র ক্ষমতায় ফেরার যাবতীয় সম্ভাবনা।

বিএনপি'র বিরুদ্ধে এই আক্রমণ তীব্র হয়েছে খালেদা জিয়ার দল দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে সরব হওয়ায়। আমার ধারণা, পরিচ্ছন্ন নির্বাচন হলে বিএনপি হেসেখেলে ক্ষমতায় ফিরবে। কারণ, অন্তবর্তী সরকারের ছয় মাসের কার্যকলাপে দেশবাসীর কাছে গণঅভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তাই প্রশ্নের মুখে। রুটিরুজি, আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক করার মতো আশু সমস্যার সমাধানের আগে রাষ্ট্রসংস্কার নিয়ে মেতে ওঠা ইউনূসের মস্ত বড় ভুল। তাঁকে সামনে রেখে যাঁরা দেশ চালাচ্ছেন, তাঁদের মতলব সম্ভবত ভিন্ন এবং এতদিনে স্পষ্ট। গণঅভ্যুত্থানে হাসিনা সরকার ও আওয়ামি লিগকে উৎখাতের পর নির্বাচনের ময়দানে বিএনপি-কে নিশ্চিহ্ন করা পরবর্তী লক্ষ্য। সেনা-পুলিশ-আমলার মদতে আরও একটা লুটতরাজের ভোট করে বিএনপি-কে আটকে দেওয়ার চেষ্টা হবে।

সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়া মানে আওয়ামি লিগের মতো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আর এক শক্তিতে নিকেশ করে দেওয়া, যা দিনের শেষে হাসিনার দল তো বটেই, বাংলাদেশ সহ গোটা উপমহাদেশের জন্যও অশনিসংকেত। কাঁটাতারের বেড়ার এপার থেকে যেটুকু প্রত্যক্ষ করছি, তাতে মনে হয়, বাংলাদেশে রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তিকে খাটো চোখে দেখার বড় খেসারত দিতে হতে পারে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দুই দলকেই। এবং এই পরিস্থিতিতে তাদের কাছাকাছি আসাই বরং সময়ের দাবি।

একথা ঠিক, বিএনপি ও আওয়ামি লিগের বৈরিতা নজিরবিহীন। হাসিনার দলের অভিযোগ, শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যায় সেনাকর্তা জিয়াউর রহমানের হাত ছিল। আরও অভিযোগ, হত্যার উদ্দেশ্যেই খালেদা জিয়ার সময় হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল।

অন্যদিকে বিএনপি'র অভিযোগ, মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকাকে আওয়ামি লিগ নস্যাৎ করেছে। শেখ মুজিব নন, স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন জিয়া। খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা করতে দিতে যেতে না দিয়ে আওয়ামি লিগ সরকার তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করতে চেয়েছিল, এমন অভিযোগও করে থাকে বিএনপি।

স্বভাবতই বিএনপি ও আওয়ামি লিগের হাত ধরাধরি সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়ে পুবে অস্ত যাওয়ার মতো অকল্পনীয় ঠেকবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, একমাত্র রাজনীতিতেই তেল আর জল মিশ খায়। বাংলাদেশের শিকড় উৎপাটনে উদ্যত নয়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দেশের স্বার্থে আটকাতে চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের হাত ধরাধরি সময়ের দাবি। রাজনীতিতে কেউ স্থায়ী মিত্র বা শত্রু নয়।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০০০

ওস্তাদ আল্লারাখা প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৮৭৩

ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

হে রাম, হে সীতা আপনারা কোথায়? অযোধ্যায় এমন দিনও দেখতে হল? দলিত তরুণীর খুন ও ধর্ষণের খবরে আমি ভেঙে পড়েছি। লোকসভায় মোদির সামনে ব্যাপারটা তুলে ধরব। যদি বিচার না পাই, তাহলে পদ ছেড়ে দেব।

- অবধেশ প্রসাদ *(ফৈজাবাদের সাংসদ কাঁদতে কাঁদতে বললেন)*

ভাইরাল/১

'টিপ টিপ বরসা পানি'... গাইছিলেন উদিত নারায়ণ। সেই সময় কয়েকজন মহিলা তাঁর সঙ্গে সেলফি তুলছিলেন। এক তরুণী উদিতকে হঠাৎ চুমু দেন। উদিতও পালটা তরুণীর ঠোঁটে ঠোঁট রাখেন। সমাজমাধ্যমে তুমুল হইচই। বিতর্ক গায়ে মাখতে নারাজ উদিত।

ভাইরাল/২

কখনও সিক্সপ্যাক, কখনও ফ্যামিলিপ্যাক। নানা লুকে তাঁকে দেখা গিয়েছে। এবার মুম্বইয়ের পথে গুহামানবকে ঘুরতে দেখা গেল। লম্বা এলোমেলো চুল, দাড়ি। ঠ্যালাগাড়ি ঠেলছেন। ছদ্মবেশী আমির খানের ছবি ভাইরাল।

জনমন জনমত

বাজেটে চা উপেক্ষিত কেন?

প্রতিদিন সকালে যে পছন্দের পানীয়ের স্বাদে আমাদের শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে সেই চা শিল্প নিয়ে এবারের সাধারণ বাজেটে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। চা শিল্প এখন ধুঁকছে। অবিলম্বে কোনও সঠিক পরিকল্পনা না নিলে চা বাগানগুলির দুর্দশা আরও চরমে উঠবে। পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্পের সমাধি অনেক আগে ঘটেছে। আমার মতে, যে অগুনতি ছোট চা বাগান আছে সেগুলির জন্য সরকারিভাবে একটা কর্পোরেশন গঠন করে সরকারি আর্থিক সহায়তা করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। বেসরকারি অবস্থায় সরকারি আর্থিক অনুদান দিয়ে কোনও সুরাহা করা যাবে না। এর জন্য যৌথ উদ্যোগে একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করা উচিত। পরামর্শদাতারা পরিকাঠামো পরিবর্তন থেকে চা শ্রমিকদের উন্নিতকল্পে সময়োপযোগী সঠিক পরিকল্পনা দিতে পারেন।

সুদীপ্ত লাহিড়ি, শিলিগুড়ি।

দ্বিতীয় রাজধানী হওয়া উচিত

২৯ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'দ্বিতীয় রাজধানী হতে চায় শিলিগুড়ি' শীর্ষক সংবাদে শিলিগুড়ি বাসিন্দারা উল্লাসিত। সম্প্রতি ডিব্রুগড় শহরকে অসমের দ্বিতীয় রাজধানী বলে ঘোষণা এই জল্পনার উৎস। যদি পশ্চিমবঙ্গে কোনও দ্বিতীয় রাজধানীর প্রয়োজন হয় তাহলে যোগ্যতার বিচারে শিলিগুড়ি নিঃসন্দেহে অন্যান্য শহরের তুলনায় এগিয়ে। কিন্তু যোগ্য হলেই সবসময় যোগ্য বিচার হয় না।

শিলিগুড়ির অনেক পাওনাই অধরা থেকে গিয়েছে। শিলিগুড়ি কি জেলা হতে পারে না? রাজনৈতিক কারণে স্মার্ট সিটির সুবিধা শিলিগুড়ি পায়নি। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এনজেপিতে ডিআরএম অফিস এখনও হল না। তাই দ্বিতীয় রাজধানীর জল্পনা কতদূর এগোয় সেটাই দেখার।

ধ্রুব সরকার
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সারি সারি লক্ষ্মীর পায়ের সেই উঠোন কই

অতীতে বাড়িতে থাকত উঠোন। বাড়িতে অনুষ্ঠান সেখানেই হত। থাকত তুলসী মঞ্চ। এখন তা রূপকথার মতো শোনায়।

শাঁওলি দে

গত কয়েকবছরে অগ্রগতিটা বড্ড বেশি চোখে লাগছে। যখনই কোনওকিছুর অগ্রগতি হয় কিংবা চলতে চলতে এগিয়ে যায় আরও খানিকটা, তখন আমরা সামনের দিকে এগোই ঠিকই, কিন্তু পেছনে ফেলে দিতে থাকি আরও অসংখ্য কিছু। আমাদের শৈশব, চেনা পথঘাট, খেলার মাঠ, পুরোনো স্কুল বাড়িটা, ছেলেবেলার বন্ধু, ডাকনাম হারিয়ে যায়।

আজকাল যেদিকেই তাকাই, বড় বড় বিল্ডিং আর কংক্রিটের দালান। ওপরের দিকে তাকালে নীল আকাশ আর দেখা যায় না। ভোরবেলায় আর সন্ধ্যায় পাখির কিচিরমিচির এখন মোবাইলেই সহজলভ্য।

ফুরসত নেই এতটুকু, তবু যেটুকু সময় মেলে, চোখ বুজি, অন্ধকারে স্মৃতির পাতা হাতড়াই। মুঠো ভরে উঠে আসে কতকিছু! যা এককালের খুব প্রিয়, অপরিহার্য আজ অচেনা, দূরের। কত কিছু ভেসে আসে চোখের সামনে...টিনের চালা, মাটির উনুন, ঘুঁটের ঢিপি, বেতের বেড়া, একটা বিরাট বড় নিকোনো উঠোন...

মা খুব ভোরে উঠে গোবর দিয়ে লেপে দিত পুরো উঠোনটা, তারপর শুরু হত মাটির উনুনে আঁচ চড়ানোর পালা। কয়েক মুহূর্ত পরই ধোঁয়ায় ভরে যেত পুরো বাড়িটা। কী যে পবিত্র লাগত সেসময়, তখন না বুঝতে পারলেও এখন বুঝতে পারি।

বিরাট বড় একটা উঠোন ছিল আমাদের এবং আশপাশের বাড়ির সবার। উঠোনের এক কোণে কুয়োর পাড়, পাশে বাথরুম। উঁচু প্রাচীর তখনও এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়িগুলোকে আলাদা করেনি। বেড়া গলিয়ে দিব্যি চলে যাওয়া যেত এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি।

উঠোনজুড়ে চলত আমাদের যত আঁকিবুকি। কখনও চু-কিতকিত খেলার কোর্ট, কখনও বা শীতকালে ব্যাডমিন্টন খেলার লম্বা দাগ। অলস দুপুরে সেই উঠোনেই চলত ইটের টুকরো দিয়ে ছোট ছোট ঘর কেটে চকোর চাল খেলার আয়োজন।

এই তো কয়েক বছর আগেই বিয়ে, অন্নপ্রাশন কিংবা অন্য পারিবারিক জমায়েতের জন্য ভবন বা হোটেল ভাড়া করার চল ছিল না। নিজেদের উঠোনেই প্যান্ডেল খাটিয়ে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন সফলভাবে উতরে যেত। চাইলে পাশের বাড়ির উঠোনও ব্যবহার করা হত নির্দ্বিধায়।

উঠোনের এককোণে তুলসী মঞ্চে মা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাতকে স্বাগত জানাতেন শাঁখ বাজিয়ে। আশপাশের বাড়ি থেকেও পরপর ভেসে আসত সেই আওয়াজ। যেন মনে হত নিমেষে দূর হয়ে গেল চারদিকের অশুভ শক্তি।

আজকাল মফসসল শহরেও সেই উঠোনের আয়তন কমে এসেছে। কোথাও মাটির উঠোনে এখন সিমেন্টের পরত পড়েছে। তবু প্রত্যন্ত গ্রামে গেলে আজও সেই এক টুকরো উঠোন দেখা যায়, অলস দুপুরে আজও কোথাও কোথাও নরম আলোয় মাদুর বিছিয়ে আড্ডা দেয় সেই নিকোনো উঠোনেই।

বড় একটা ধানের গোলা, খড়ের গাদা, উঠোনজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফুলের বাগান আজ আর সহজলভ্য নয়। ব্যালকনিতে ঝুলতে থাকা প্লাস্টিকের ফুল গাছ আজ ঘরের শোভা বাড়ায়।

পরবর্তী প্রজন্ম আরও অনেককিছুর মতোই উঠোনের গল্প পড়বে বইয়ের পাতায়, মোবাইলের স্ক্রিনে। আমরা শুধু অতীত খুঁড়ে বেঁচে থাকা কিছু মানুষ অন্যান্য আরও অনেককিছুর মতোই বারবার আউড়ে যাব, 'নিকোনো উঠোনে, সারি সারি লক্ষ্মীর পা'। আর চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটা নিকোনো উঠোনের মধ্যে জমিয়ে রাখা হাজারও গল্প, যা আজও আমাদের মন থেকে ফিকে হয়ে যায়নি। হয়তো কোনওদিন যাবেও না!

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫৫

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। সোনালি সুগন্ধি ফুলের নাম ৪। তারবাদ্য বা গয়নার শব্দ ৫। রাস্তার ধারের হোটেল ৭। মধ্যযুগে বাংলার রাজধানী ছিল ৮। আদর করে দু'হাতে আলিঙ্গন ৯। রাগসংগীতে স্বরগ্রাম ১১। হিন্দু বিধবার দ্বিতীয় স্বামী ১৩। কাঠও হতে পারে, মদও হতে পারে ১৪। ছাউনি ১৫। একেবারে সোজা

উপর–নীচ : ১। চোখের জিনিস, কানে থাকে ২। সুতো দিয়ে নকশাদার সেলাইয়ের কাজ ৩। জনকল্যাণে করণীয় কাজ ৬। মানুষ একসঙ্গে যেখানে কেনাবেচা করেন ৯। বীণা হাতে বাগদেবী সরস্বতী ১০। বাংলার মাস অগ্রহায়ণ ১১। এই পাখি জলা জায়গায় দেখা যায় ১২। ঢালু ও নীচু জায়গা।

সমাধান ■ ৪০৫৪

পাশাপাশি : ১। দরকচা ৩। চাকলা ৫। তাম্বুলাধার ৭। রসুন ৯। ভূলোক ১১। আলটপকা ১৪। মঞ্জুর ১৫। নচিকেতা।

উপর–নীচ : ১। দরবার ২। চালতা ৩। চাপিলা ৪। লাচার ৬। ধারালো ৮। সুডৌল ১০। কলঙ্কিতা ১১। আরাম ১২। টক্কর ১৩। কামান।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দেশের প্রথম এআই বিশ্ববিদ্যালয়

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মহারাষ্ট্রে তৈরি হতে চলেছে রাজ্য তথা দেশের প্রথম এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) বিশ্ববিদ্যালয়। এই ব্যাপারে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্য একটি ২২ সদস্যের দল গঠন করেছে রাজ্য সরকার। ওই দলকে নেতৃত্ব দেবেন তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের প্রিন্সিপাল সচিব। থাকছেন বিজ্ঞানী ড. অনিল কাকোদকার, গুগল ইন্ডিয়ায় নরেন কাচরু, মাহিন্দ্রার ভুবন লোধা, অ্যাটলাস স্কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রাজেশ ভেলুকার।

রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী আশিস শেলার বলেন, 'ভারতের এআই বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিচ্ছে মহারাষ্ট্র। দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে একটি এআই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চলেছি আমরা। যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে তা এআই নিয়ে গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারত সরকারের সহযোগিতায় আমরা একটি বিশ্বমানের সেন্টার ফর এক্সেলেন্স তৈরি করতে চলেছি।'

হিন্দু ব্যাখ্যায় শশীর মুখে 'বিবেকানন্দ'

জয়পুর, ২ ফেব্রুয়ারি : বিজেপিকে নিশানা করতে গিয়ে হিন্দু-হিন্দুত্ব বিতর্ককে টেনে আনলেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। রবিবার রাজস্থানের জয়পুরে আয়োজিত সাহিত্য উৎসবে থারুর হিন্দু-হিন্দুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, 'হিন্দু ধর্মে কিছু মানুষ ব্রিটিশ ফুটবল গুন্ডাদের মতো আচরণ করছে। তাদের পছন্দের দলকে সমর্থন না করলেই হিংসা ছড়াচ্ছে। এই লোকেরা বলছে, তুমি আমার দলকে সমর্থন করো, নয়তো আমি তোমার মাথায় আঘাত করব। জয় শ্রী রাম বলো, না হলে আমি তোমাকে চাবুক মারব।'

থারুরের বক্তব্য, 'এটা হিন্দুধর্ম নয়। হিন্দুধর্মের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।' ভালো হিন্দুর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করেন তিনি। থারুর বলেন, 'একজন ভালো হিন্দু হওয়ার চারটি উপায় রয়েছে। প্রথমটি হল জ্ঞান-যোগ। এর মাধ্যমে আপনি পড়াশোনা এবং জ্ঞানের আলোয় আধ্যাত্মিক ধারণাগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন। ভক্তি-যোগ বেশিরভাগ মানুষ করে থাকেন। এরপর রয়েছে রাজ-যোগ, যা ধ্যান বা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে অন্তরের সত্যকে প্রকাশিত করে। শেষটি কর্ম-যোগ। এটি আসলে মানব সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা। আমার পথই একমাত্র পথ, একথা হিন্দু ধর্মে বলা যায় না।'

আজ সংসদে ওয়াকফ রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে গঠিত জেপিসির রিপোর্ট সোমবার পেশ করা হবে লোকসভায়। যদিও কংগ্রেস সাংসদ তথা জেপিসির সদস্য সৈয়দ নাসির হুসেন দাবি করেছেন, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর ডিসেন্ট নোটটি বদলানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, জেপিসির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল এবং বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়াল হিন্দি এবং ইংরেজিতে সোমবার রিপোর্টটি লোকসভায় পেশ করবেন।

গুজরাটের দাং জেলার সাপুতারার কাছে একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়লে প্রাণ হারান পাঁচ পুণ্যার্থী। আহত ১৭। রবিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ নাসিক-গুজরাট হাইওয়েতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩৫ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় হাত-পদ্ম-ঝাড়ুর

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। তার আগে শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় তুলল আপ, বিজেপি এবং কংগ্রেস। এদিন দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে তিন দলের রথী-মহারথীরা প্রচার সারেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আরকে পুরমে বিজেপির একটি নির্বাচনি জনসভায় ভাষণ দেন। অপর দিকে আপের হয়ে এদিন প্রচার করেন দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর হয়ে কালকাজি আসনে প্রচার করেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। কংগ্রেসের হয়ে এদিন প্রচার করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'আপদা পার্টির মুখোশ খুলে গিয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পরিবর্তন আসছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ডাবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হবে দিল্লিতে।' তাঁর কথায়, বসন্ত পঞ্চমীতে আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি উন্নয়নের নতুন বসন্ত আসবে। আপদা পার্টি দিল্লির ১১টা বছর নষ্ট করেছে। বিজেপির বিজয় নিশ্চিত।' ঝুপড়িবাসীদের আশ্বস্ত করে মোদি বলেন, 'আপদা পার্টি গুজব রটাচ্ছে। দিল্লিতে একটিও ঝুপড়ি ভাঙা হবে না। একটিও জনকল্যাণকারী প্রকল্প বন্ধ হবে না।' কংগ্রেসকেও একহাত নিয়েছেন মোদি। তিনি বলেন, 'কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারির দাগ এতটাই গভীর যে কংগ্রেস কোনওদিনই তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে না।'

> আপদা পার্টি গুজব রটাচ্ছে। দিল্লিতে একটিও ঝুপড়ি ভাঙা হবে না। একটিও জনকল্যাণকারী প্রকল্প বন্ধ হবে না। আপদা পার্টির মুখোশ খুলে গিয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পরিবর্তন আসছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ডাবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হবে দিল্লিতে।
>
> **জিতেন্দ্র সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী**

মোদির আক্রমণের জবাবে কেজরিওয়াল এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বিরুদ্ধে গুণ্ডারাজের অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, আপ কর্মীদের ওপর চড়াও হচ্ছে বিজেপি। কিন্তু দিল্লি পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না।' তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছেও এই বিষয়ে নালিশ জানান। যদিও বিজেপি এবং দিল্লি পুলিশ কেজরির অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি। আপ কর্মীদের বিজেপির তরফে হেনস্থা করার যে অভিযোগ কেজরিওয়াল করেছেন তা নস্যাৎ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনও। এক বিবৃতিতে কমিশন বলেছে, নয়াদিল্লি বিধানসভা কেন্দ্রে আপের স্বেচ্ছাসেবকদের বিজেপি ভয় দেখিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এই সংক্রান্ত কোনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। দিল্লি পুলিশও অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে কেজরিওয়ালকে আশ্বস্ত করেছে। এদিকে মল্লিকার্জুন খাড়গে অভিযোগ করেছেন, 'কংগ্রেসকে মিথ্যে কথা বলেছেন কেজরিওয়াল। দিল্লি যা পেয়েছে তা কংগ্রেস এবং শীলা দীক্ষিতের আমলে পেয়েছে।'

অভিযোগ মায়ের গায়ের রং নিয়ে র‍্যাগিংয়ে আত্মঘাতী ছেলে

কোচি, ২ ফেব্রুয়ারি : বয়স ১৫। আর ৫ জন কিশোরের মতো স্কুল যেত মিহির আহমেদ। কোচির একটি বহুতলের ২৬ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে তার আত্মহত্যায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা কেরলে। মিহিরের মায়ের অভিযোগ, গায়ের রং কালো হওয়ায় ছেলেকে স্কুলে বারবার খোঁটা দিত সহপাঠীদের একাংশ। শুধু তাই নয়, তাঁকে স্কুলের শৌচালয়ের কমোড চাটতে বাধ্য করা হয়েছিল। ক্রমাগত র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে মিহির। স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে দাবি করেন তিনি।

কোচি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কিশোরের পরিবার। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে চিঠি লিখে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন মিহিরের আত্মীয়রা। ১৫ জানুয়ারি আত্মঘাতী হয় মিহির। তার মায়ের বক্তব্য, 'আমার ছেলেকে স্কুলে মারধর করত ওর কয়েকজন সহপাঠী। ওকে জোর করে শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে কমোডে মাথা ঢোকাতে বাধ্য করা হয়েছিল। কমোড চাটানো হয়েছিল। গায়ের রং কালো বলে বারবার অপমান করা হয়েছে। এই র‍্যাগিং মিহির সহ্য করতে পারেনি। মৃত্যুর পরেও ওকে নিয়ে মজা করা হয়েছে। সহপাঠীদের মোবাইল চ্যাটে তার প্রমাণ রয়েছে।'

দিল্লির সীমান্তপুরীতে নির্বাচনি প্রচারে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। রবিবার।

পপি চাষের জমি নষ্টের হুংকার অসমে

গুয়াহাটি, ২ ফেব্রুয়ারি : 'অসম উড়তা পঞ্জাব নয়।' চার এলাকায় ১৭০ বিঘা জমিতে চাষ হওয়া পপি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করার পর মাদক মাফিয়াদের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'ডিয়ার লোকাল পাবলো এসকোবার্স, আপনাদের পরিকল্পিত উড়তা অসম পার্টি নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। কারণ গোয়ালপাড়া থানা ১৭০ বিঘা জমিতে চাষ হওয়া আফিম যার মূল্য ২৭.২০ কোটি টাকা, তা জানুয়ারি মাসে নষ্ট করে দিয়েছে।'

হিমন্তের তোপ, এরপর যখনই আপনারা মাদকের কথা ভাববেন, তখন অসম পুলিশের কথা সবার আগে ভাববেন।' পাবলো এসকোবার কলম্বিয়ার কুখ্যাত মাদক মাফিয়া। তার মাদকের ব্যবসা বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে আছে। মাদক চাষের বিরুদ্ধে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর এহেন কঠোর অবস্থানকে সমর্থন জানিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং।

তিনি বলেছেন, 'অসমে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার পপি চাষের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ করেছে তাকে আমি গভীর সমর্থন জানাচ্ছি। উত্তর-পূর্বের প্রতিটি তরুণকে মাদকের ছায়া থেকে মুক্ত করার জন্য অসমের পাশে রয়েছে মণিপুর।' তাঁর রাজ্যে ২৫ একরের বেশি জমিতে চাষ হওয়া বেআইনি পপি নষ্ট করার ঘটনার কথাও জানিয়েছেন বীরেন সিং। ২০১৬ সালে শাহিদ কাপুর অভিনীত 'উড়তা পঞ্জাব' ছবিতে পঞ্জাবে কীভাবে মাদকের কারবার চলে সেটা তুলে ধরা হয়েছিল। পঞ্জাবে মাদক সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন সেখানকার বিজেপি নেতারাও।

শাহি স্নান দাগমুক্ত রাখতে তৎপর যোগী

মহাকুম্ভ মামলার শুনানি আজ সর্বোচ্চ আদালতে

নয়াদিল্লি ও প্রয়াগরাজ, ২ ফেব্রুয়ারি : অমৃত স্নানে আর যেন কোনও কলঙ্ক না লাগে তার জন্য তৎপর যোগী প্রশাসন। বসন্তপঞ্চমী উপলক্ষ্যে রবিবার থেকে ত্রিবেণি সংগমে ভিড় জমিয়েছেন কোটি কোটি পুণ্যার্থী। সোমবার অমৃত স্নান ঘিরে যাতে পদপিষ্টের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেই কারণে মহাকুম্ভের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করেছে যোগী সরকার। ২০১৯ সালের অর্ধ কুম্ভ মেলা যাঁরা সফলভাবে উতরে দিয়েছিলেন সেই আমলাদের লখনউ থেকে এবার প্রয়াগরাজে মোতায়েন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আশিস গোয়েল এবং ভানুচন্দ্র গোস্বামী নামে ওই দুই আমলা প্রয়াগরাজে প্রশাসনের দায়িত্ব সামলেছিলেন। ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রাখার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের। ওই দুই প্রাক্তন আমলার পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত ডিজি ভানু ভাস্কর মেলাপ্রাঙ্গণের ভিড় সামলানোর দায়িত্ব দেখভাল করছেন।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মেলাপ্রাঙ্গণে এসেছিলেন। দুর্ঘটনাস্থলও ঘুরে দেখেন তিনি। পরে হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহাকুম্ভে আসতে পারেন। তার প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। এই পরিস্থিতিতে বসন্তপঞ্চমীর শাহি স্নানের সময় যাতে কোনওপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সাফ জানিয়েছেন, মেলার বাকি দিনগুলিতে আয়োজন, ব্যবস্থাপনায় যাতে একচুলও খামতি না থাকে।

২৯ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যায় অমৃত স্নান করতে গিয়ে হুড়োহুড়ির জেরে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষ মারা যান। সরকারিভাবে এখনও ওই দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ৩০ বলে

বসন্তপঞ্চমীর অমৃতস্নানের আগে ভিড় নিয়ন্ত্রণ পুলিশের। রবিবার।

জানানো হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৬০। যদিও একাধিক মহলের দাবি, ওই দিন দুটি পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছিল। যে পরিমাণ ভিড় মেলাস্থলে দেখা গিয়েছিল তাতে মৃতের সংখ্যা অন্তত কয়েকশো বলে দাবি করা হয়েছে। রাহুল গান্ধি, অখিলেশ যাদব, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিরোধী নেতারা মৃতের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে এখন মহাকুম্ভের নিরাপত্তা সামলানোই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ যোগীর কাছে। সাধুসন্তরাও ভক্ত, পুণ্যার্থীদের আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন। আখাড়া পরিষদের সভাপতি মহন্ত রবীন্দ্র পুরী সংগমস্থলে পুণ্যার্থীদের অহেতুক ভিড় না করার আর্জি জানিয়েছেন।

এদিকে মহাকুম্ভ মেলার নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা হয়েছিল সোমবার তার শুনানি হওয়ার কথা। মহাকুম্ভে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু গাইডলাইন এবং বিধিনিষেধ আরোপ করার আর্জি জানিয়ে ওই মামলাটি দায়ের করেছেন বিশাল তিওয়ারি নামে এক আইনজীবী। সোমবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হবে। কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশ সরকারকে মহাকুম্ভে আগত পুণ্যার্থীদের নিরাপদ পরিবেশ তৈরির আর্জিও জানানো হয়েছে ওই মামলায়। এদিকে পদপিষ্টের ঘটনার তদন্তকারীরা ষড়যন্ত্রের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার দিন সংগম নোজ এলাকায় সক্রিয় ১৬ হাজারেরও বেশি মোবাইল নম্বরের তথ্য খতিয়ে দেখছেন। বর্তমানে সেগুলি সুইচড অফ হয়ে গিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ফেসিয়াল রিকগনিশন অ্যাপেরও সাহায্য নিচ্ছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে সোমবার সংসদে কুম্ভ দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনার দাবিতে অনড় বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ রুল ২৬৭-এর আওতায় একটি নোটিশ জমা দিয়েছেন। কংগ্রেস, সপা, আরজেডি সহ বিরোধী শিবিরের একাধিক দল রাজ্যসভায় পৃথক নোটিশ জমা দিয়েছে। বিরোধীরা একজোট হয়ে কুম্ভ দুর্ঘটনার জন্য আলোচনার দাবি জানিয়েছে। সোমবার দুপুর ২টো থেকে রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

রাম জন্মভূমিতে দলিত তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন

বিচার চেয়ে কান্না সপা সাংসদের

অযোধ্যা, ২ ফেব্রুয়ারি : ধুমধাম করে রামলালার মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষপূর্তি হলেও অযোধ্যায় এখনও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারল না যোগী আদিত্যনাথের ডাবল ইঞ্জিন সরকার।

অযোধ্যার ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ক্রন্দনরত অবধেশ বিলাপের সুরে বলতে থাকেন, 'ভগবান রাম, সীতা মা আপনারা কোথায়?'

> আমি লোকসভায় বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গোচরে আনব। আমি যদি ওই তরুণীকে ন্যায়বিচার দিতে না পারি, তাহলে লোকসভা থেকে পদত্যাগ করব।
>
> **অবধেশ প্রসাদ, সপা সাংসদ**

উত্তরপ্রদেশে নারী নিরাপত্তা যে স্রেফ কথার কথা, সেটা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেল অযোধ্যার একটি ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায়। এক ২২ বছরের দলিত তরুণীকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ওই তরুণীকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

শনিবার সকালে তাঁর গ্রামের বাইরে একটি নর্দমার কাছ থেকে ওই তরুণীর ক্ষতবিক্ষত নগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর রক্তমাখা জামাকাপড় উদ্ধার হয় সেখান থেকে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রবিবার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে কেঁদে ফেলেন ফৈজাবাদের সপা সাংসদ অবধেশ প্রসাদ।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন,'আমাকে দিল্লিতে যেতে দিন। আমি লোকসভায় বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গোচরে আনব। আমি যদি ওই তরুণীকে ন্যায়বিচার দিতে না পারি, তাহলে লোকসভা থেকে পদত্যাগ করব। আমি ব্যর্থ হয়েছি। এটা আমাদের সবার ব্যর্থতা। ইতিহাস আমাদের কীভাবে ক্ষমা করবে?' রীতিমতো হাউহাউ করে কাঁদতে থাকেন অবধেশ প্রসাদ। তাঁকে অন্যান্য নেতা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও 'অযোধ্যায় দলিতকন্যার সঙ্গে হওয়া অমানবিকতা এবং নৃশংসভাবে তাঁকে যেপ্রকার হত্যা করা হয়েছে তা হৃদয়বিদারক এবং লজ্জাজনক।

তিন দিন ধরে তাঁর পরিবারের কান্না যদি প্রশাসন শুনত তাহলে ওই কন্যার জীবন বেঁচে যেত। জঘন্য অপরাধে আরও একটি কন্যার জীবন শেষ হয়ে গেল। আর কতদিন এবং কতগুলি পরিবারকে এইভাবে কষ্ট পেতে হবে? বহুজন বিরোধী বিজেপি রাজত্বে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে ঘৃণিত অত্যাচার, অন্যায় এবং হত্যা বেলাগাম হয়ে চলেছে।'

যোগীকে বিঁধে রাহুল বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ সরকারের উচিত এই অপরাধের দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া।'

আটকে পড়া হিন্দুদের উদ্ধারে মুসলিমরা

প্রয়াগরাজ, ২ ফেব্রুয়ারি : জনসমাগমে নজির গড়েছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ। ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রতিদিন স্নান করছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। শাহি স্নানের দিনগুলিতে সংখ্যাটা কয়েক কোটিতে পৌঁছে যাচ্ছে। আর সেই স্নান করতে গিয়েই ২৯ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যায় পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়। ভিড়ের চাপে আহত হন অনেকে। কুম্ভমেলা এবং তার আশপাশের এলাকায় অগুনতি পুণ্যার্থী আটকে পড়েছিলেন। সেই দুঃসময়ে তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্থানীয় মুসলিমরা। হিন্দু ভক্তদের জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা, ইমামবাড়া এমনকি বাড়ির দরজা পর্যন্ত খুলে দিয়েছিলেন তাঁরা। এক অন্য কুম্ভের সাক্ষী হয়েছিল প্রয়াগরাজ।

অন্য কুম্ভ

সেদিন কোটি কোটি পুণ্যার্থীর সঙ্গে কুম্ভমেলায় আটকে পড়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা রামনাথ তিওয়ারি। ৬৮ বছরের বৃদ্ধ বলেন, 'অসংখ্য মানুষ আটকে পড়েন। রাস্তায় বাস, গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ক্লান্ত ও অসহায় ছিলাম। সেইসময় মুসলিম বাসিন্দারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।' তিনি জানান, পদপিষ্ট হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাখাস কোহনা, রোশন বাগ, হিম্মতগঞ্জ, খুলদাবাদ, রানি মান্ডি এবং শাহগঞ্জের মুসলিম পরিবারগুলি তাঁদের দরজা খুলে দিয়েছিল। খুলদাবাদ সবজি মান্ডি মসজিদ, বড় তাজিয়া ইমামবাড়া এবং চক মসজিদগুলি পুণ্যার্থীদের রাত কাটানোর আশ্রয়স্থল হয়েছিল। পুণ্যার্থীদের চা, জলখাবার এবং গরম খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল।

বাহাদুরগঞ্জের মহম্মদ ইরশাদ বলেন, 'তখন হিন্দু-মুসলিমে তফাত ছিল না। ছিল শুধুই মানবতা। ওই রাতে আমরা মানুষকে কষ্ট পেতে দেখেছি, যা দরকার ছিল সেটাই করেছি। আমরা তাঁদের অতিথি হিসেবে স্বাগত জানিয়েছি। তাঁদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলাম।'

ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য-যুদ্ধে কানাডা-মেক্সিকো

আমেরিকার পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ কর কানাডায়

ওয়াশিংটন, ২ ফেব্রুয়ারি : কানাডা ও মেক্সিকো থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর বসানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এছাড়া চিনা পণ্যের ওপর করের হার ১০ শতাংশ বাড়িয়েছেন তিনি। জবাব দিতে দেরি করেনি ৩টি দেশই। কয়েকঘণ্টার মধ্যে আমেরিকার পণ্যে একই হারে কর চাপালেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। রবিবার তিনি বলেন, '১৫৫ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এর মধ্যে ৩০ বিলিয়ন ডলারের পণ্যের ওপর মঙ্গলবার থেকে বর্ধিত হারে কর আদায় করা হবে। বাকি পণ্যের ওপর নতুন করের হার ২১ দিনের মধ্যে কার্যকর হতে পারে।' ট্রুডো বলেন, 'আমরা এটা করতে চাইনি। কিন্তু কানাডিয়ানদের পক্ষে দাঁড়াতে আমরা পিছু হটব না।' কানাডা থেকে এক শতাংশের কম মাদক এবং এক শতাংশের কম অবৈধ অভিবাসী আমেরিকায় প্রবেশ করে বলে দাবি করেন তিনি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প, জাস্টিন ট্রুডো, ক্লাউদিয়া শেনবাউম। ফাইল চিত্র।

কানাডার পথে হাঁটার কথা জানিয়েছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেনবাউম। চিনের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্তে তারা ক্ষুব্ধ। দৃঢ়তার সঙ্গে এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করা হবে। চিনের পণ্যের ওপর ট্রাম্পের বাড়তি কর বসানোর সিদ্ধান্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মের বিরোধী বলে দাবি বেজিংয়ের।

ট্রাম্প সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে তারাও আমেরিকা থেকে আমদানি করা জিনিসপত্রের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে চিন।

আমেরিকার সঙ্গে ৩ দেশের করযুদ্ধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে কূটনৈতিক সমীকরণ বদলে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

আমেরিকার আমদানি করা পণ্যের ৪০ শতাংশ আসে চিন, কানাডা ও মেক্সিকো থেকে। আবার ওই ৩টি দেশে বড় অঙ্কের পণ্য রপ্তানি করে আমেরিকা। চিনে বহু মার্কিন সংস্থার উৎপাদনকেন্দ্র রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দু-পক্ষের একে অন্যের পণ্যের ওপর কর চাপানোর সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক মন্দাকে তীব্রতর করতে পারে।

ট্রাম্প অবশ্য নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিয়াভিটের অভিযোগ, মেক্সিকো সরকারের সঙ্গে মাদকপাচার চক্রের যোগ রয়েছে। সেখান থেকে আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে ফেন্টালিন মাদক পাচার করা হচ্ছে। এটি লক্ষ লক্ষ আমেরিকানের প্রাণ নিয়েছে। কানাডা থেকেও অবৈধ অভিবাসীরা আমেরিকায় ঢুকছেন। সেই কারণে দুই দেশের ওপর বাড়তি কর বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সুস্থ থাকুন

অতিরিক্ত হলেই সিকেডি'র রোগীদের বিপদ

সমস্যার নাম পানীয়

ক্রনিক কিডনি ডিজিজ সিকেডি নামেই বেশি পরিচিত। এটি কিডনির এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ যা সময়মতো নির্ণয় করা না গেলে রেনাল ফেলিওর হতে পারে। ভারতীয় জনসংখ্যার ১০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ক্রনিক কিডনি ডিজিজে আক্রান্ত, যেখানে প্রতি বছর এক লক্ষেরও বেশি রোগী রেনাল ফেলিওরের সমস্যায় ভোগেন। এই অবস্থায় কী করবেন জানালেন নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের কনসালট্যান্ট নেফ্রোলজিস্ট **ডাঃ সুতনয় ভট্টাচার্য**

সাধারণ লক্ষণ

কিডনি রোগের প্রথম দিকে সেরকম কোনও উপসর্গ থাকে না। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এরমধ্যে রয়েছে– বারেবারে প্রস্রাব করা, অবসাদ, দুর্বলতা, এনার্জি কমে যাওয়া, খিদে কমে যাওয়া, হাত-পা ফোলা, শ্বাসকষ্ট, ফেনাযুক্ত প্রস্রাব, শুকনো ত্বক, চুলকানি, মনোযোগে সমস্যা বা ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এছাড়া অসাড়তা, বমিবমি ভাব বা বমি, পেশিতে ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ এবং ত্বক কালো হয়ে যেতে পারে। কিডনির রোগ তখনই হয় যখন কিডনির ক্ষতি হয়, রক্ত পরিস্রুত করার আর ক্ষমতা থাকে না। ক্রনিক কিডনি ডিজিজ কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে হতে থাকে।

ঝুঁকির কারণ

এই রোগের ঝুঁকির কারণ একাধিক, তবে উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবিটিস প্রধান। রক্তে শর্করার মাত্রা যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিডনির ছোট রক্তনালিতে প্রভাব পড়ে। বর্জ্য পরিস্রুত করার ক্ষমতা নষ্ট হয়। একইভাবে উচ্চ রক্তচাপের কারণে কিডনিতে ব্যাপক চাপ পড়ে। ফলে কিডনির আরও ক্ষতি হয়।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে হৃদরোগ। হার্ট ও কিডনির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তাঁদের কিডনির রোগের ঝুঁকি বেশি। কারণ, হার্টে সমস্যা থাকলে অনেকসময় কিডনিতে অক্সিজেন ও রক্তপ্রবাহ কমে যেতে পারে। এছাড়া কিডনি রোগের পারিবারিক ইতিহাসের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জেনেটিক প্রবণতা ব্যক্তিদের আরও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। সেইসঙ্গে বয়সও একটা কারণ। বিশেষ করে বয়স্কদের সিকেডি হওয়ার ঝুঁকি বেশি, কারণ, কিডনির কার্যকারিতা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে।

অতিরিক্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ওবিসিটি, যা ডায়াবিটিস ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায় এবং ধূমপান যা কিডনিতে রক্তপ্রবাহ কমিয়ে দেয় এবং রোগটিকে ত্বরান্বিত করে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট কোনও ওষুধ ব্যবহার করা যেমন নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামাটরি ড্রাগস (এনএসএআইডিএস) কিডনির ক্ষতি করতে পারে এবং সিকেডি-র ঝুঁকি বাড়ায়।

কিছু ভুল ধারণা এবং বাস্তব

ভুল ধারণা ১- সিকেডি-তে শুরুতেই উপসর্গ দেখা যায়।

বাস্তব- সিকেডি-কে প্রায়ই সাইলেন্ট ডিজিজ বলা হয়। কারণ, রোগটির উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অনেকে কিছুই টের পান না। সিকেডি-র প্রথম অবস্থায় সেরকম কোনও উপসর্গ দেখা যায় না। তাই নিয়মিত চেকআপে থাকা জরুরি।

ভুল ধারণা ২- প্রচুর জল খেলে সিকেডি সেরে যায়।

বাস্তব- কিডনি সামগ্রিকভাবে ভালো রাখতে হাইড্রেটেড থাকা উচিত। তাই বলে অতিরিক্ত পরিমাণে জল খেলে সিকেডি ভালো হয়ে যাবে এমনটা মোটেও নয়। যথাযথ হাইড্রেশন কিডনির কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু একবার সিকেডি ধরা পড়লে অবশ্যই চিকিৎসা করানো জরুরি।

ভুল ধারণা ৩- শুধুমাত্র বয়স্কদেরই সিকেডি হয়।

বাস্তব- বয়স্কদের মধ্যে সিকেডি খুব সাধারণ। কিন্তু অল্পবয়সিদেরও হতে পারে, বিশেষ করে যাঁদের ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা কিডনি রোগের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে তাঁদেরও ঝুঁকি রয়েছে। সব বয়সের মানুষেরই সিকেডি হতে পারে।

ভুল ধারণা ৪- কিডনির রোগ প্রতিরোধ করা যায় না।

বাস্তব- অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বজায় রাখলে সিকেডি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। নিয়মিত স্ক্রিনিং ক্ষতিগ্রস্ত কিডনির প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করতে সাহায্য করে।

সঠিক খাবারের গুরুত্ব

সিকেডির লক্ষণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, জটিলতা কমাতে এবং রোগের বৃদ্ধি ধীর করতে সঠিক খাবারের ভূমিকা অপরিহার্য। যথাযথ পুষ্টি কিডনির কাজের চাপ কমাতে এবং জমে থাকা বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

কিডনি রোগীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, সোডিয়াম গ্রহণ কমানো, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং তরল জমে থাকা প্রতিরোধ করে। উচ্চমাত্রার সোডিয়ামের কারণে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে, যা কিডনি রোগের ঝুঁকির একটি কারণ। এছাড়া প্রোটিন গ্রহণ কমানোরও পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ, অতিরিক্ত প্রোটিন ইউরিয়ার মতো বর্জ্য পদার্থ পরিস্রুত করতে কিডনির ওপর চাপ তৈরি করতে পারে। তবে পেশি ও টিস্যু মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত মাত্রায় প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের খাদ্যতালিকাগত পরিকল্পনা করে নেওয়া উচিত।

অনেক সময় সিকেডি রক্তে ফসফরাস ও পটাসিয়ামের মাত্রায় প্রভাব ফেলে। তাই এই দুই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার সীমিত খাওয়া উচিত। এতে বোন ডিজিজ এবং হার্ট সংক্রান্ত সমস্যা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। সিকেডি-র রোগীদের অতিরিক্ত তরল এড়িয়ে চলা উচিত, বিশেষ করে অ্যাডভান্স স্টেজে কিডনিতে ফোলা ও চাপ প্রতিরোধে। এই রোগীদের রেনাল নিউট্রিশনে বিশেষজ্ঞ রেজিস্টার্ড ডায়েটিসিয়ানের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ক্যানসার : যেভাবে মোকাবিলা করবেন

৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যানসার দিবস। দিনটির উদ্দেশ্য, রোগটি সম্পর্কে আরও সচেতনতা বাড়ানো। গ্লোবোক্যান ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ নতুন ক্যানসার রোগীর তথ্য নথিভুক্ত করা হয়। প্রতিবছর ক্যানসারে প্রায় ১০ লক্ষ রোগীর মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় ক্যানসার সংক্রান্ত ভুল ধারণা পুষে না রেখে প্রতিরোধের উপায় জানা জরুরি। লিখেছেন শিলিগুড়ির হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হসপিটাল ও রিসার্চ সেন্টারের ক্লিনিকাল অঙ্কোলজিস্ট **ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ**।

২০২৫ সালের থিম

এবছর বিশ্ব ক্যানসার দিবসের থিম 'ইউনাইটেড বাই ইউনিক'। ইউনাইটেড অর্থাৎ আমরা সবাই আমাদের মতো করে ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হব। অন্যদিকে, ইউনিক অর্থে প্রত্যেক ক্যানসার রোগীর রোগের ধরন তাঁদের নিজস্ব মলিকিউলার অনুযায়ী অন্য ক্যানসার রোগীর থেকে আলাদা। তাই তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতিও অনন্য হওয়া উচিত।

সাধারণ ক্যানসার

পুরুষদের মধ্যে রয়েছে- মুখগহ্বরের ক্যানসার, ফুসফুসে ক্যানসার, খাদ্যনালিতে ক্যানসার, কোলোরেক্টাল ও গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার। অন্যদিকে, মহিলাদের মধ্যে স্তন, ওভারিয়ান, মুখগহ্বর এবং কোলোরেক্টাল ক্যানসার প্রধান।

কারণ

তামাক সেবন ও মদ্যপান

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক সক্রিয়তার অভাব এবং ওবিসিটি

বায়ু দূষণ এবং পেশাগত বিপদ

ভাইরাল সংক্রমণ (এইচপিভি, ইবিভি, হেপাটাইটিস-বি এবং সি)

জেনেটিক প্রবণতা

প্রতিরোধের উপায়

তামাক বর্জন করুন এবং মদ্যপান এড়িয়ে চলুন।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন, সবুজ শাকসবজি ও ফল বেশি খান।

জাংক ফুড এড়িয়ে চলুন, অতিরিক্ত রেড মিট ও স্মোকড ফুড এড়িয়ে চলুন।

নিয়মিত শরীরচর্চা করুন।

এইচপিভি এবং হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন নিন।

নিয়মিত স্ক্রিনিং করান এবং বছরে একবার সারা শরীর চেকআপ করান।

কার্সিনোজেনের সংস্পর্শ কমান।

পরিবারে একাধিক সদস্যের ক্যানসার থাকলে জেনেটিক টেস্টিং ও নির্দেশিত স্ক্রিনিংয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়।

সাধারণ ভুল ধারণা

ভুল ধারণা - বায়োপসির ফলে ক্যানসার ছড়ায়।

বাস্তব - ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য বায়োপসির সঙ্গে ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করানো উচিত

ভুল ধারণা - চিনি খেলে ক্যানসার বাড়ে।

বাস্তব- চিনি নিজে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় না।

ভুল ধারণা - ক্যানসারের রোগীদের রান্নাঘরে গ্যাসের কাছে যাওয়া উচিত নয়।

বাস্তব – ক্যানসার বা রেডিয়েশনের সঙ্গে রান্নাঘরে কাজ করার কোনও সম্পর্ক নেই।

ভুল ধারণা - ক্যানসার রোগীদের সকলের থেকে আলাদা থাকা উচিত।

বাস্তব - একসঙ্গে থাকলে বা একে অপরের খাবার শেয়ার করলে ক্যানসার একজনের থেকে আরেকজনে ছড়ায় না। বরং ক্যানসার রোগীর নৈতিক সমর্থনের প্রয়োজন হয়। তাকে কখনোই আলাদা রাখা উচিত নয়।

ভুল ধারণা - ক্যানসার রোগীদের আমিষ খাবার এড়িয়ে চলা উচিত।

বাস্তব - এরকম কোনও বাধ্যবাধকতা না থাকলেও রোগীকে রেড মিট এড়িয়ে চলতে বলা হয়। তবে তাঁরা ডিম, মাছ, মুরগির মাংস খেতে পারেন।

ভুল ধারণা - কেমোথেরাপি চলাকালীন আপেল ও পেয়ারা না খাওয়াই ভালো।

বাস্তব – খাওয়ার আগে এই ধরনের ফলের বাইরের স্তর অবশ্যই ধুয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু খাবেন না এমনটা নয়।

ভুল ধারণা - সব রোগীর জন্য কেমোথেরাপি ক্ষতিকর।

বাস্তব – যে কোনও কেমোথেরাপিরই নিজস্ব কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি ৫-১০%। মনে রাখতে হবে, ক্যানসার চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ কেমোথেরাপি।

প্রাথমিক লক্ষণ

- মুখের ঘা না কমা
- খাবার গিলতে অসুবিধা বা ব্যথা
- ঘাড়, বগল, স্তন, পেটে বা শরীরের যে কোনও অংশে ফোলা যা ক্রমে আকারে বাড়তে থাকে
- ওষুধেও কাশি না সারলে
- থেমে থেমে বমি হলে
- অরুচি হলে এবং ওজন কম হলে
- মলদ্বার, জরায়ু থেকে বা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাত হলে
- পেটে ব্যথা হলে
- কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়ারিয়ার বিকল্প ইতিহাস থাকলে

রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি

- ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি সহ বায়োপসি ক্যানসার নির্ণয়ের যথোপযুক্ত পদ্ধতি।
- এছাড়া রয়েছে সিটি স্ক্যান, পেটসিটি স্ক্যান এবং এমআরআই স্ক্যান।
- ক্যানসারে অনন্য বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে মলিকিউলার টেস্টিং ও নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং ব্যবহার করা হয়, যাতে সফলভাবে চিকিৎসা করা যায়।

চিকিৎসা

সার্জারি, আইএমআরটি, আইজিআরটি, এসবিআরটি-র মতো উচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তি সহ রেডিয়েশন থেরাপি, এইচডিআর ব্র্যাকিথেরাপি, কেমোথেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপি প্রভৃতির মাধ্যমে ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

যা করতে পারেন

- মানসিকভাবে রোগীর পাশে থাকুন
- যত দ্রুত সম্ভব রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু করা উচিত
- রোগীকে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে উৎসাহিত করা
- ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার করা

ছোট্ট তারা

তুফানগঞ্জ শেমরক স্কুলের ছাত্র রুদ্রাক্ষ বসাক এলকেজিতে পড়াশোনা করলেও তার বুদ্ধিকে সকলে তারিফ করছেন। এই বয়সেই সে বড়দের মতো চিন্তাভাবনা করে।

রাজবাড়ি পার্ক ও এনএন পার্কে সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে ভিনবয়সিদের ভিড়। রবিবার ছবিগুলি তুলেছেন অপর্ণা গুহ রায় ও ভাস্কর সেহানবিশ।

কোচবিহারে অনুষ্ঠান বাড়িতে পরিবর্তনের ধাক্কা

ভবনের ভুবনে ঘুরপাক

একটা সময় বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান হলেই গোটা বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে যেত। তখন জায়গার অভাব হলে পাড়ার রাস্তার ধারেই চলত আয়োজন। এখন শহরের মানুষের ভরসা পাড়ার ক্লাব কিংবা সরকারি ভবন, আলোকপাত করলেন দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : সময় বদলেছে। অনুষ্ঠান বাড়িতেও এসেছে পরিবর্তন। একটা সময় বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান হলেই গোটা বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে যেত। বাড়ির উঠোনজুড়ে তো বটেই, বাড়ির সামনে-পেছনে কিংবা ছাদই ছিল তখন অনুষ্ঠানের একমাত্র ভরসা। কখনও জায়গার অভাব থাকলে পাড়ার রাস্তার ধারেই চলত আয়োজন। তবে সেসব এখন অতীত। সময়ের পটপরিবর্তনে শহরাঞ্চলের মানুষ এখন অনুষ্ঠানের জন্য নিজের বাড়ির বদলে পাড়ার ক্লাব কিংবা সরকারি ভবনগুলিতেই ভরসা রাখছেন। শহরে জায়গার অভাবের কারণেই ভবনের প্রতি মানুষের আগ্রহের কথা স্বীকার করছেন সকলেই। তবে বেশ কিছু ক্লাবের অতিরিক্ত ভাড়ার কারণে কিছুটা হলেও সমস্যায় সাধারণ মানুষ। সরকারি ভবনগুলির ভাড়া মোটামুটি কম থাকলেও সেগুলির বেহাল পরিস্থিতি এবং পার্কিং জোনের অভাবের কারণে কেউ ওগুলো ব্যবহার করতে চান না।

(১) পুরসভার বিপাসা ভবন (২) পুরসভার পান্থনিবাস এবং (৩) জেলা পরিষদের অতিথিনিবাস। ছবি : জয়দেব দাস

ভাড়ায় তফাত

আজকাল বেশিরভাগ ক্লাবই ভবন চত্বর ভাড়া দিয়ে থাকে। বছরের অন্য সময়ে ভবনগুলির চাহিদা কম থাকলেও শীতের মরশুমে তা প্রতি বছরই বাড়ে। শহরের বেশ কিছু ক্লাব সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য কমপক্ষে ৪০-৫০টি ভবন ভাড়া দিয়ে থাকে। চাহিদা অনুযায়ী অবশ্য ক্লাবের ভবনগুলির ভাড়া একেকরকম। শহর কিংবা শহরতলির অধিকাংশ ক্লাবের একদিনের ভাড়া বাবদ ১৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। মেয়ের বিয়ে হলে ভাড়া আরও বেড়ে যায়। ভবনগুলিতে আলাদা ঘর নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ভাড়াও গুনতে হয়।

শহরতলির বীণাপাণি ক্লাব ও ব্যায়ামাগারে ছেলের বিয়ের জন্য ২১ হাজার টাকা এবং মেয়ের বিয়ের জন্য ৩০ হাজার টাকা নেওয়া হয়। তবে গরিব পরিবারের ক্ষেত্রে ভাড়ার খানিকটা হেরফের হয়। ক্লাবের সম্পাদক চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'গত দু'বছর ধরে আমাদের এসি ঘরের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানের সময় ক্লাবের তরফে চেয়ার, টেবিল দিয়ে দেওয়া হয়।'

কোচবিহার জেলা পরিষদের অতিথিনিবাসও ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য। বর্তমানে অতিথিনিবাসের একদিনের ভাড়া ১৩৫০০ টাকা এবং মেয়ের বিয়ে বাবদ ২৭০০০ টাকা। কিছুদিন আগেই এই ভাড়া দশ হাজার টাকা ছিল বলে জানা গিয়েছে। অতিথিনিবাসের এক কর্মী জানালেন, অতিথিনিবাস সংস্কারের কাজ চলছে। এরপর থেকে একইসঙ্গে দুটি ভবন ভাড়া দেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত বলেন, 'শহরের অন্য ভবনগুলির তুলনায় আমাদের ভাড়া অনেকটাই কম। কেবলমাত্র ভবন পরিচর্যার জন্য এই ভাড়াটুকু নেওয়া হয়।'

শহরে অত্যাধুনিক ভবন তৈরি হলেও পুরসভার অধীনে থাকা পান্থনিবাস এবং বিপাশা ভবনের চাহিদা আজও একই রয়েছে। ছেলের বিয়ের জন্য পান্থনিবাসের ভাড়া ১০৩৫০ টাকা এবং মেয়ের বিয়ের জন্য নেওয়া হয় ১৭২৫০ টাকা। যদিও সেই ভবনই শ্রাদ্ধের জন্য নেওয়া হয় ৫০০০ টাকা, জন্মদিনের জন্য ৮২০০ টাকা এবং কোনও মিটিং হলে ৩০০০ টাকা। এদিকে, বিপাশা ভবনের ভাড়া ১৩৮০০ টাকা। মেয়ের বিয়ের জন্য ভাড়া কত, সেটা জানতে চাইলে উত্তর মেলেনি। দুটি ভবনেই অনুষ্ঠান করতে হলে চেয়ার, টেবিল সহ অন্যান্য জিনিসপত্রও নিজেদের আলাদাভাবে নিতে হয়।

বেহাল পরিস্থিতি

শহরের পুরসভার অধীনে থাকা পান্থনিবাস ভবনটির চাহিদা ও জনপ্রিয়তা থাকলেও এটির বেহাল পরিস্থিতি সকলেরই জানা। ভবনটির বিভিন্ন জায়গা থেকে চাঙড় খসে পড়ছে। ঢোকার মুখেও বিভিন্ন জায়গায় একই পরিস্থিতি। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কেন ভবনটি দ্রুত সংস্কার করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। সেই তুলনায় বিপাশা ভবনটি ঝাঁ চকচকে।

পার্কিং সমস্যা

শহরের বেশ কিছু ভবনেই পার্কিং সমস্যা রয়েছে। মূলত শহরের ব্যস্ততম রাস্তগুলির পাশে যেসব ভবন কিংবা ক্লাব রয়েছে সেখানেই এই সমস্যা মারাত্মক। পুরসভার অধীনে থাকা বিপাশা ভবনের সামনে সেভাবে কোনও জায়গা না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় বিয়েবাড়ির আত্মীয় পরিজনদের। একই পরিস্থিতি রয়েছে শহরের বেশ কিছু ক্লাবেও। কিছু ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান চলাকালীন রাস্তায় যানজটও হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও অতিথিনিবাসের পার্কিং জোন অনেকটাই বড় থাকায় সেখানে কোনওরকম সমস্যা নেই।

অপ্রতুল ব্যবস্থা

- কোচবিহারে বেশ কিছু ক্লাব অনুষ্ঠানের জন্য কমপক্ষে ৪০-৫০টি ভবন ভাড়া দিয়ে থাকে
- একদিনের ভাড়া ১৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়
- মেয়ের বিয়ে হলে ভাড়া আরও বেড়ে যায়, আলাদা ঘর নিলে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়
- কম ভাড়ার জন্য পুরসভার পান্থনিবাসের চাহিদা থাকলেও এটির পরিস্থিতি বেহাল

নজর কাড়ছে দেওয়াল পত্রিকা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২ ফেব্রুয়ারি : রবিবার এবং সোমবার এবছর দু'দিন সরস্বতীপুজো হওয়ায় বিভ্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও। গার্লস হাইস্কুল সহ বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বার অ্যাসোসিয়েশন, পুরসভা পরিচালিত নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার প্রভৃতি স্থানে রবিবারই পুজো হয়েছে। সোমবার পুজোর প্রস্তুতি চলছে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল, কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ছাত্রছাত্রীরা পুজো প্রাঙ্গণে আলপনা, প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দেওয়াল পত্রিকা নিয়েও মেতে উঠেছে।

মাথাভাঙ্গার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। গার্লস হাইস্কুলের দেওয়াল পত্রিকা 'প্রথম আলো' রবিবার পুজো প্রাঙ্গণে প্রকাশিত হয়। স্কুলের পড়ুয়া সৃষ্টি, মাফুজা, সোহিনী, ময়ূরী, অনন্যা, উত্তরা, পৃথাদের মতো কুড়িজন দেওয়াল পত্রিকা তৈরির দায়িত্বে ছিল। বাংলা ও ইংরেজিতে কবিতা, অনুগল্প ও বিভিন্ন মনীষীদের বাণী দেওয়াল পত্রিকায় স্থান পেয়েছে।

সোমবার দেওয়াল পত্রিকা মুকুল প্রকাশিত হবে জোরপাটকি হাইস্কুলে। রবিবার স্কুলে তারই তোড়জোড় চলে। কো-এড স্কুল হলেও এবছর জোরপাটকি হাইস্কুলের দেওয়াল পত্রিকায় লেখা ও দেওয়াল পত্রিকা তৈরির সমস্ত দায়িত্বেই রয়েছে ছাত্রীরা। দশম শ্রেণির ছাত্রী কণিকা বর্মন, মামণি বর্মন, নবম শ্রেণির ঈশিতা অধিকারী, অঙ্কনা বর্মন, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শুভশ্রী দাসেরা দেওয়াল পত্রিকায় তাদের লেখা দিয়েছে। অঙ্কনা জানায়, লেখালেখির অভ্যাস আছে তবে তা মূলত ডায়েরিতে। স্কুলের দেওয়াল পত্রিকায় লেখা এবারই প্রথম। ঈশিতা অধিকারীর তুলিতে স্কুলের গেট এবং দেওয়ালের আদলে তৈরি হয়েছে দেওয়াল পত্রিকা।

মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের দেওয়াল পত্রিকা 'স্ফুলিঙ্গ' সোমবার প্রকাশিত হবে। ডি গুকেশ ১৮ বছর বয়সে দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় এবার দাবার বোর্ডের আদলে তাদের স্কুলের দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করা হয়েছে বলে জানায় স্কুলের পড়ুয়া স্বর্ণদীপ সাহা। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের কবিতা গল্প ভ্রমণকাহিনী দেওয়াল পত্রিকায় স্থান পেয়েছে।

মাথাভাঙ্গার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ দেওয়াল পত্রিকা।

পড়ুয়াদের উদ্যোগ

- মাথাভাঙ্গার সরস্বতীপুজোয় স্কুলের দেওয়াল পত্রিকা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে
- গার্লস হাইস্কুলের দেওয়াল পত্রিকা 'প্রথম আলো' রবিবার পুজো প্রাঙ্গণে প্রকাশিত হয়
- মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের দেওয়াল পত্রিকা 'স্ফুলিঙ্গ' সোমবার প্রকাশিত হবে
- জোরপাটকি হাইস্কুলে রবিবার তোড়জোড় চলে সোমবার দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের

বিজেপি নেতার বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ

তুফানগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : সভামঞ্চ থেকে তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরেই ভাঙচুর চলল বিজেপি নেতার বাড়িতে। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি তৃণমূলের শহর ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধরের। তাঁর পালটা দাবি, লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কর্মীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায় করা হয়েছিল। আর তা ফেরত নিতে গেলে উলটো হুমকি দেওয়া হয়েছে। চক্রান্ত করে শাসকদলের নাম জড়ানো হচ্ছে। এদিনের ঘটনা ঘিরে দুই শিবিরের তরফেই থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

বিজেপি জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাস শনিবার জোড়াই মোড়ে তৃণমূল জেলা নেতৃত্বের সমালোচনা করে ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই রাতে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তাঁর ভাড়াবাড়িতে। উৎপলের অভিযোগ, 'ক্ষমতা থাকলে জেলা সভাপতি রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করুন। কিন্তু সেটা না করে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের দিয়ে হামলা চালানো হচ্ছে।'

একই অভিযোগ তুলে সুর চড়ান দলের জেলা সভাপতিও। এদিনের ঘটনার পরই বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায়, সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু, তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা রায় সহ অনেকেই তুফানগঞ্জে এসে দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হন। এ ঘটনা নিয়ে কোচবিহার তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিতে দে ভৌমিকের সঙ্গে চেষ্টা করেও যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

বৈঠক

মেখলিগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : মেখলিগঞ্জ মহকুমার হোটেল মালিকদের নিয়ে রবিবার একটি বৈঠক করল মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। মেখলিগঞ্জ থানায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ওসি মণিভূষণ সরকার, এসআই রাহুল তালুকদার প্রমুখ। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'এতদিন যাঁরা হোটেলে থাকতেন তাঁদের সমস্ত তথ্য হোটেলের রেজিস্টার খাতায় থাকত। এখন থেকে নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশের ওয়েবসাইটেও সেই সমস্ত তথ্য রাখতে হবে।' এদিনের বৈঠকে নতুন এই বিষয়টি হোটেল মালিকদের জানানো হয়।

কম্বল বিতরণ

মেখলিগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : রবিবার মেখলিগঞ্জ শহরের নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবে ৫০০ দুঃস্থ মানুষকে কম্বল দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি, কাউন্সিলার ভারতী বর্মন। চ্যাংরাবান্ধার ব্যবসায়ী অমরজিৎ রায় এই কাজে সাহায্য করেছেন।

প্রদর্শনী

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : পর্বতারোহণের সামগ্রীর প্রদর্শনী হল মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ে। মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাবের তরফে এই প্রদর্শনী দেখতে ভিড় করে পড়ুয়ারা। এছাড়াও কীভাবে পর্বতারোহণ করা হয়, সেজন্য কী কী সামগ্রীর প্রয়োজন তা নিয়ে পড়ুয়াদের অবগত করা হয়।

জমায়েত

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে রবিবার ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে জমায়েত করে এআইডিএসও। একই সঙ্গে শিক্ষার উপর বিভিন্ন আক্রমণের প্রতিবাদে মনীষীদের ছবি সংবলিত বিভিন্ন বইপত্র নিয়ে সেখানে বুকস্টলও করা হয়। ছিলেন আসিফ আলম, বুদ্ধদেব রায় প্রমুখ।

সেতুর কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি

মেখলিগঞ্জে সুতি নদীর এই সেতুর কাজ বর্ষার আগে শেষ করার দাবি উঠেছে।

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : গত নভেম্বরে মেখলিগঞ্জে সুতি নদীর ওপর নরেন্দ্রনাথ সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। বর্ষার আগে এই কাজ শেষ করার দাবি তুলেছেন শহরবাসী। গত বছর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সেতু নির্মাণের জন্য শিলান্যাস হয়। কিন্তু কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা পুষ্পা ঠাকুর বলেন, 'দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই সেতু। তা তৈরি হচ্ছে খুব ভালো কথা। কিন্তু আমাদের দাবি, বর্ষার আগেই সেতুর কাজ শেষ করা হোক। কারণ বর্ষার আগে কাজ শেষ না হলে এবারও অনেকটা পথ ঘুরে এয়ার স্ট্রিপ রোডে পৌঁছাতে হবে।' এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিতকুমার রায় বলেন, 'বর্ষা এসে গেলে কাজ পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে মানুষের সমস্যা বাড়বে। তাই সেতুর কাজ বর্ষার আগেই শেষ করার দাবি জানাই।' পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার জানিয়েছেন, বর্ষার আগেই সেতুর কাজ শেষ হবে। আমরা কাজের গতির ওপর নজর রাখব।'

পাড়ায় পাড়ায়

কোচবিহার

রাস্তার গর্তে বিপদ

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : কোথাও পিচের চাদর উঠে গিয়ে রাস্তার পাথর বেরিয়ে পড়েছে। কোথাও আবার রাস্তার মাঝে গর্ত হয়ে রয়েছে। এই অবস্থা কোচবিহার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুইডিশ মিশন প্রাইমারি বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তার। গত কয়েক মাস ধরেই রাস্তাটির এই পরিস্থিতি। বিষয়টি নিয়ে কারোরই কোনও হেলদোল না থাকায় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে তাঁরা দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন। তাঁরা শীঘ্র রাস্তাটির সংস্কার চাইছেন। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রাস্তা দিয়ে ট্রাক এবং বড় গাড়ি যাতায়াত করায় কিছুদিন যেতে না যেতেই রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ে। এতে বাসিন্দাদের যাতায়াতের সমস্যায় পড়তে হয়। এলাকার বাসিন্দা দিলীপচন্দ্র চৌধুরী বললেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে রাস্তাটির এই অবস্থা। দ্রুতগতিতে গাড়ি চলাফেরা করলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। তাই রাস্তাটির দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন।' এলাকার কাউন্সিলার ভূষণ সিং বলেন, 'রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের অধীন। বিষয়টি নিয়ে আমরা পূর্ত দপ্তর এবং চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলব।'

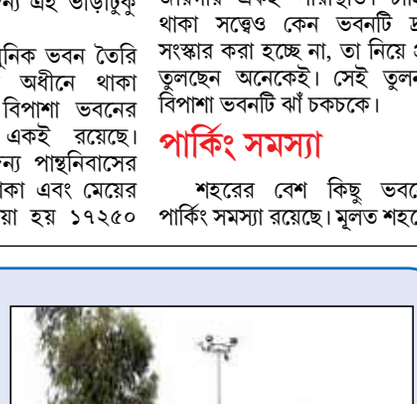

মেখলিগঞ্জ

হাইমাস্ট ঠিক করার দাবি

মেখলিগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে শতাব্দীপ্রাচীন মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বোর্ডিং ময়দানে অন্ধকার হলেই নেশার আড্ডা বসছিল। সমস্যা মেটাতে ওই মাঠে একটি হাইমাস্ট লাইট বসানো হয়। কিন্তু অভিযোগ, ওই আলো ঠিকমতো জ্বলছে না। খানিকক্ষণ পরপর ওই আলো নিজে থেকেই নিভে গিয়ে আবার জ্বলে ওঠে। এবারে ওই সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে। মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'বোর্ডিং মাঠে নেশার আড্ডা বসত। যা এলাকার পরিবেশকে নষ্ট করছিল। তা বন্ধ করার জন্য হাইমাস্ট আলো বসানো হয়েছে। কিন্তু সেটি সঠিকভাবে কাজ না করায় সমস্যা হচ্ছে। আমাদের দাবি, পুরসভার তরফে সেই বাতিটি ঠিক করা হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সুবিধা হবে। মাঠে নেশার আড্ডা বসছে কি না তা স্থানীয় বাসিন্দারা লক্ষ্য করতে পারবেন।' মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনী বলেন, 'হাইমাস্ট লাইটের আলো নিয়ে সমস্যার বিষয়টি কানে এসেছে। ওই আলোর টাইমারে সমস্যা রয়েছে। ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তথ্য : দেবদর্শন চন্দ ও শুভ্রজিৎ বিশ্বাস।

টুকরো খবর

সম্মানিত কবি

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : 'সারা বাংলা কবি সম্মান' পেলেন কোচবিহারের কবি তথা শিক্ষক আজিজুল হক। রবিবার সারা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি মঞ্চের তরফে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটির হলঘরে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়। কোচবিহার শহরের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের এই শিক্ষকের ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচনা

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : রবিবার কোচবিহার সাহিত্যসভা হলঘরে ফাঁসিরঘাটে সড়কসেতুর দাবিতে সেতু আন্দোলন কমিটির তরফে মতবিনিময় সভা হয়। কমিটির সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারী বলেন, 'এদিনের সভায় আমরা সকলের মতামত নিলাম। বিধানসভা ভোটের আগে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

কাজের সূচনা

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার শহরে নতুন করে জলের পাম্পহাউস বসানো ও নর্দমা তৈরি নিয়ে প্রায় দেড় কোটি টাকার কাজের সূচনা হল। রবিবার কাজগুলির সূচনা করেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ৮ নম্বর ওয়ার্ডে জলের পুরোনো পাম্পহাউসটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে কারণে সেখানে নতুন করে জলের পাম্পহাউস বসানো হবে। এর জন্য খরচ হবে ৩৮ লক্ষ টাকা। অপরদিকে, শহরের নতুনপল্লি এলাকায় বেশ কিছু কাঁচা নর্দমা রয়েছে। সেগুলিকে পাকা করা হবে। এরজন্য খরচ হবে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা।

আজ শহরে

- কম্পাস জাতীয় নাট্যোৎসবের তৃতীয় দিনে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে সন্ধ্যা ৭টা থেকে কোচবিহার কম্পাস প্রযোজিত 'সিস্টেম' নাটক মঞ্চস্থ হবে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	১

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৩
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৩
ও নেগেটিভ	১

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১০
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	১০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	২৫
ও নেগেটিভ	০

বেঙ্গালুরুতে কাজে গিয়ে মৃত্যু

কফিনবন্দি হয়ে এল পরিযায়ীর দেহ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২ ফেব্রুয়ারি : অভাবের সংসার। হাল ফেরাতে চেয়েছিলেন ১৮ বছরের মজিদুল মিয়াঁ। সেজন্য মাস আটেক আগে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন বেঙ্গালুরু। জুটে গিয়েছিল কাজও। গত কয়েক মাস ধরে নিয়মিত বাড়িতে টাকা পাঠিয়েছেন। পরিমাণটা বেশ কয়েক হাজার। আসন্ন ইদে বাড়ি ফিরবেন। সম্প্রতি বাবা-মাকে এমন কথা দিয়েছিল মজিদুল। কিন্তু ইদের অনেক আগেই বাড়ি ফিরলেন তিনি। তবে জীবন্ত নয়, কফিনবন্দি হয়ে। বেঙ্গালুরুতে যে ঘরে তিনি থাকতেন সেই ঘরের দেওয়াল চাপা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয় বলে সেখান থেকে পরিবারকে জানানো হয়েছিল। রবিবার বিকালে তাঁর কফিনবন্দি দেহ বাড়িতে আনা হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় পরিবারের লোকজন সহ আত্মীয়পরিজনরা রীতিমতো বাকরুদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-১ নম্বর ব্লকের হাজরাহাট-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব খাটেরবাড়িতে। ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে গিয়ে এমন মৃত্যুর ঘটনায় ওই এলাকায় অন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মাজিদুলের এমন মমান্তিক মৃত্যুতে গ্রামে তৈরি হয়েছে শোকের আবহ।

রবিবার সকাল থেকেই মাজিদুলের বাড়ির উঠোনে আত্মীয়পরিজন ও প্রতিবেশীদের ভিড়। সবারই চোখের কোণ চিকচিক করছিল জলে। একমাত্র ছেলেকে অকালে হারিয়ে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিলেন বাবা তালু মিয়াঁ। প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা অনেকেই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাবার মন কিছুতেই এই অকালমৃত্যু মেনে নিতে পারছিল না। কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, 'বৃহস্পতিবারই ছেলের সঙ্গে ফোনে প্রায় আধঘণ্টা কথা হয়েছিল। রবিবার কিছু টাকা পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল! ছেলের মরা মুখ দেখতে হল! এই যন্ত্রণা কী করে সহ্য করব।'

> বৃহস্পতিবারই ছেলের সঙ্গে ফোনে প্রায় আধঘণ্টা কথা হয়েছিল। রবিবার কিছু টাকা পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল! এই যন্ত্রণা কী করে সহ্য করব।
>
> **তালু মিয়াঁ,** মৃতের বাবা

মৃতের বাড়িতে ভিড়। রবিবার পূর্ব খাটেরবাড়িতে।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ছেলেকে হারিয়ে শোকে পাথর মা মর্জিনা বিবিও। ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছিলেন তিনি। সকালে কয়েকবার জ্ঞান হারানোয় তাঁকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুপুরে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। একমাত্র ভাইয়ের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বিবাহিত দিদি তানজিনা ও আর্জিনা।

আগে বাবা তালু মিয়াঁর সঙ্গেই রাজমিস্ত্রির কাজ করত মাজিদুল। একটি সরকারি অর্থলগ্নি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে পাকা ঘর তৈরি শুরু করেছিলেন। ঋণ শোধের জন্যই মাস আটেক আগে সে বেঙ্গালুরু গিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা তথা হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাসিম আলির কথায়, 'খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। পরিবারের সবাইকে সমবেদনা জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।' আব্দুল হোসেন, কোনা মিয়াঁ, জিয়ারুল হোসেনের মতো প্রতিবেশীরা জানান, একমাত্র রোজগেরে ছেলের এমন অকালমৃত্যুতে পরিবারটি অথই জলে পড়ল। স্থানীয় প্রশাসনের পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো জরুরি।

ফের তদন্ত চাইছে নির্যাতিতার পরিবার

জসিমুদ্দিন আহমেদ

মালদা, ২ ফেব্রুয়ারি : 'আরজি কর কাণ্ড সঞ্জয়ের একার পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব নয়।' রবিবার মালদায় আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসে এমনই মন্তব্য করলেন অভয়ার বাবা-মা। মামলা রিট্রায়ালের আবেদন করতে চান তাঁরা। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি যা নিয়ে হাইকোর্টে শুনানি হওয়ার কথা।

বর্তমানে আরজি কর কাণ্ডে অভয়ার পরিবারের মূল আইনজীবী মালদার তড়িৎ ওঝা। এদিন সকালের ট্রেনে মালদায় পৌঁছে অভয়ার বাবা-মা সরাসরি তাঁর বাড়িতে চলে যান। বিকাল পর্যন্ত দফায় দফায় আলোচনা শেষে সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতায় রওনা হয়ে গেছেন।

শিয়ালদা কোর্টের রায় নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট নন অভয়ার মা-বাবা। তাঁদের সাফ কথা, 'কলকাতা পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে পুরো বিষয়টা আড়াল করার চেষ্টা করছে। রায়ের কপি ঠিকমতো না পড়েই হাইকোর্টে সঞ্জয়ের ফাঁসির আবেদন জানিয়েছে রাজ্য। অনেক খেলা চলছে।'

তাঁদের বক্তব্য, 'যারা যারা এই ব্যাপারে জড়িত তাদের সবাইকে তদন্তের আওতায় নিয়ে আসা হোক। অভয়ার বাবার দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পুলিশমন্ত্রীও। আমার মেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী ছিল। কর্মরত অবস্থায় মানুষের সেবা করতে গিয়ে তাকে ধর্ষিত ও খুন হতে হয়েছে। এর দায় রাজ্য সরকার কোনওভাবে এড়াতে পারবে না।'

তিনি বলেন, 'তৃণমূলের আনেকেই আমার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। কিন্তু শিয়ালদা কোর্টের রায় পড়ে দেখলেই আমার প্রশ্নগুলোর বাস্তবতা তাঁরা বুঝতে পারবেন। আমরা চাই, এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তি হোক।'

> সিবিআইয়ের চার্জশিটে একাধিক অসংগতি দেখে মোট ৫৪টা প্রশ্ন হাইকোর্টের নজরে আনা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত মাথাদের আড়াল করতে সঞ্জয়কে জড়ানো হয়েছে। কলকাতা পুলিশের মতো সিবিআইয়ের ভূমিকাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।
>
> **তড়িৎ ওঝা**
> আইনজীবী

অভয়ার পরিবারের আইনজীবী তড়িৎ বাবুর বক্তব্য, 'সিবিআই যেমন চেষ্টা করেনি, তেমনই কলকাতা পুলিশও চেষ্টা করেনি। কলকাতা পুলিশ যা করেছে, কার্যত সেটাকে ভিত্তি করেই সিবিআই আদালতে চার্জশিট দিয়েছে।' তিনি জানান, এই মামলা রিট্রায়াল করা যায় কি না সেটা নিয়েই এখন লড়াই। সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন নিয়ে হাইকোর্টে মামলার আবেদন করা হয়েছে। সিবিআইয়ের চার্জশিট ও তদন্ত নিয়ে ৫৪টি প্রশ্ন হাইকোর্টের নজরে আনা হয়েছে। যার অনেকগুলোর সঙ্গে আদালত সহমত পোষণ করেছে। সেই সঙ্গে তিনি জানান, 'আরজি করের তৎকালীন সুপার সুদীপ্ত রায়ের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির মামলা শুরু হয়েছে আলিপুর আদালতে তারও শুনানি রয়েছে ৫ ফেব্রুয়ারি।'

পরিবার, বন্ধবান্ধব নিয়ে প্রতিমা দর্শন।। *জেনকিন্স স্কুলে রবিবার ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।*

অনুভবের পুজো সুবীর, রাজদীপদের

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : এ যেন এক অন্যরকমের পুজো। অন্যান্য জায়গার পুজোর মতো এই স্কুলের সরস্বতীপুজোয় নেই কোনও বাহ্যিক আড়ম্বর, সাজগোজ, চোখধাঁধানো আয়োজন। আছে শুধু আনন্দ-অনুভূতি। সামান্য আয়োজনে বছরের পর বছর ধরে এভাবেই কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় সরকারি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পুজো হয়ে আসছে। কোচবিহার বিমানবন্দর যেতে যে রাস্তাটা বাঁ হাতে ঘুরে গিয়েছে সেখানেই ওই স্কুলে মাঘ মাসের বসন্তপঞ্চমীতে হয় সরস্বতীর আরাধনা।

প্রায় সব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন নিজেদের স্কুলকে সেরা প্রমাণ করতে সরস্বতী ঠাকুরের সামনে কীভাবে আলপনা দেবে, কী করে সাজিয়ে তুলবে পুজোমণ্ডপ সেই লক্ষ্যে ব্যস্ত, তখন একেবারে অন্যরকম ছবি চোখে পড়ল ওই স্কুলে।

রবিবার তখন সাড়ে ১১টা। ওই স্কুলে সরস্বতী প্রতিমা নিয়ে আসা হয়েছে। আর তাতেই আনন্দে আত্মহারা আবাসিকরা। আবাসিক বিদ্যালয় হওয়ার কারণে স্কুল বন্ধ থাকলেও ভেতরে হাতে হাত ধরে ঘোরাফেরা করছিল জনা চারেক বাচ্চা ছেলে।

তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, সোমবার পুজো হবে তাদের স্কুলে। সকালে স্নান করে ধোয়া জামাকাপড় পরে ঠাকুরের সামনে চলে আসব সবাই, বলল ক্লাস সেভেনের রাজদীপ দাস। একগাল হেসে বলে, 'কাল সকাল সকাল উপোস করে অঞ্জলি দিতে হবে না!' সুবীর মোদকের কথায়, 'কাল পুজোর ফলমূল ছাড়াও দুপুরে খিচুড়ি, লাবড়া, চাটনি আর চিপস হবে। পায়েসও থাকছে।'

তাদের প্রত্যেকের মুখে যেন এক অদ্ভুত আলো। সরস্বতীপুজোর পুজোর পরে গান-বাজনা খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন স্কুলের বাকিরা ছিল শিলিগুড়ির এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। ওই স্কুলে রান্নার দায়িত্বে আছেন কৃষ্ণ দাস। তিনি বলেন, পুজোর আগের দিন বাসনপত্র নামানোর পর বাচ্চারা

কোচবিহারে দৃষ্টিহীনদের স্কুলে আবাসিকদের সঙ্গে কর্মীরা।

ঠাকুর তা গেল বিদ্যালয় বারান্দায় ঠাকুরের মূর্তি হয়েছে। নিজেরা দিয়ে প্রতিমা করতে না পারলেও তাতে তাদের আনন্দে এতটুকু ভাটা পড়েনি।

আনন্দে মেতে সকলে। সরস্বতী কেমন হয়েছে দেখাতে নিয়ে দল বেঁধে। ভবনের সরস্বতী রাখা চোখ দর্শন

সবাই আমাদের হাতে হাতে সেগুলো ধোয়। যারা খুব আবছা দেখতে পায় তারা ফল প্রসাদ কাটাতেও সাহায্য করে। এই পুজোকে ঘিরে ওদের উৎসাহ দেখার মতো।'

বাড়ির জন্য মন খারাপ হয় না এই প্রশ্নের উত্তরে ষষ্ঠ শ্রেণির রাহুল রবিদাস বলে, 'একদম না, এখানে সবার সঙ্গে খুবই ভালো লাগে। সবাই মিলে আমরা ভীষণ মজা করি।'

বিদ্যালয়ের অফিস ইনচার্জ অভিজিৎ পোদ্দার বলেন, 'প্রতি বছরই আমরা পুজোর আয়োজন করে থাকি। পুজোর দিনগুলোতে আর পাঁচটা বাচ্চার মতো তারাও মন খুলে আনন্দ করে।'

সুরে শিলিগুড়ি মাতাচ্ছেন দিনহাটার ৩ দৃষ্টিহীন

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : দৃষ্টি না থাকলেও গলায় আছে সুর। আর সেই সুরের জাদুতে শিলিগুড়িকে মাতিয়ে রেখেছেন দিনহাটার তিন ব্যক্তি। জীবিকানির্বাহ করতে নিজেদের বাঁধা গানকেই আঁকড়ে ধরেছেন তাঁরা। এঁরা হলেন বছর পয়ষট্টির তরুণ বর্মন, গজেন বর্মন (৫৫) এবং সন্তোষ রায় (৩৫)। আদতে দিনহাটার বাসিন্দা হলেও শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্টেশন বা রাস্তার মোড়ে পথচারীদের গান শোনাতে দেখা যায় তাঁদের। প্রতিদিনই এই দৃষ্টিহীন শিল্পীদের গান ও তাঁর দোতারার সুর শুনতে ভিড় করেন শ্রোতারা।

অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর প্রতিভাকে সম্বল করে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলেছেন গজেনরা। শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনজনই জন্ম থেকে দৃষ্টিহীন। তবে ছোটবেলা থেকে সংগীতের প্রতি তাঁদের বিশেষ টান। কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তাঁরা গানকেই আঁকড়ে ধরেছেন। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এনজেপির নেতাজি মোড়, দার্জিলিং মোড়ে গান শোনাতে দেখা যায় তাঁদের। গানে মুগ্ধ হয়ে অনেক পথচারী কিছু অর্থ সহায়তা করেন, এভাবে যা উপার্জন হয়, তা দিয়েই চলে পেট।

তরুণ বর্মন বলেন, 'সংসার চলে টেনেটুনে। গ্রামের বাড়িতে আমার দুই ছেলে অন্যের জমিতে চাষ করে। আমরা পড়াশোনা জানি না। কে দেবে আমাদের কাজ। তাই গান গেয়ে জীবিকানির্বাহ করি।'

সন্তোষের কথায়, 'চোখে দেখতে না পেলেও মনের চোখ দিয়ে পৃথিবীটা অনুভব করি। গান আমাদের বেঁচে থাকার শক্তি জোগায়।'

রবিবার ভারতনগরের একটি দোকানের সামনে দেখা গেল, তাঁদের গান শোনার জন্য ভিড় জমে গিয়েছে। সংগীতের মূর্ছনায় শ্রোতারা রীতিমতো মুগ্ধ। গান শোনার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন গোবিন্দ মণ্ডল নামে এক পথচারী। তিনি বলেন, 'আমি অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের গান শুনছি। এই সুর হৃদয় ছুঁয়ে যায়।' সরকার থেকে কিছু সুবিধা পান কি? গজেন বর্মনের কথায়, 'হ্যাঁ পাই। শিল্পী ভাতা এক হাজার এবং মানবিক ভাতা হিসেবে আরও এক হাজার। কিন্তু সারা মাস তো আর দু'হাজার টাকায় চলে না। সরকার ভাতার অঙ্ক বাড়ালে সুবিধা হবে।' দৃষ্টিহীন শিল্পীদের প্রশংসা করতে শোনা গেল সকলকেই।

শোকজ

প্রথম পাতার পর

মাথাপিছু ১০ টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘ বছর ধরে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের কাছ থেকে টিফিন বাবদ বছরে ৩৬০ টাকা করে নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। ওই টাকা কোথায়, কোন খাতে, কীভাবে খরচ হচ্ছে তার কোনও সঠিক হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্কুলেরই একাংশ শিক্ষিকা। ছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া টিফিনের এই টাকা যে টিফিনের জন্য খরচ করা হয় না তা স্কুলের একাংশ শিক্ষিকার পাশাপাশি কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন স্কুলের টিআইসি, করণিক থেকে শুরু করে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা।

হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে নবম-দশম শ্রেণির ২১০ জন ছাত্রীর কাছ থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর ৩৬০ টাকা করে নিলে বছরে তা দাঁড়ায় ৭৫ হাজার ৬০০ টাকা। স্কুলের দেওয়া হিসাব অনুয়ায়ী ছাত্রীদের কাছ থেকে টিফিনের এই টাকা কম করে ১৫ বছর ধরে নেওয়া হয়। সেই হিসাবে টাকা অঙ্ক গিয়ে দাঁড়ায় ১১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। অভিযোগ উঠেছে, টিফিন বাবদ বছরে অতিরিক্ত যে ৩৬০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে সেই টাকা যাচ্ছে কোথায়? সেটা কীভাবে খরচ হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা, বর্তমান টিআইসি ও করণিক তিনজনকে জিজ্ঞাসা করা হলে একেকজন একেকরকম উত্তর দেন। টিআইসি বলেন, 'স্কুলের করণিকরা এটা জানেন।' আবার একবার বলেন, 'টাকার সব হিসাব আমাদের কাছে রয়েছে।'

স্কুলের করণিক অংশুমান দাস বলেন, 'ওই টাকা মূলত প্রিন্টিং, স্টেশনারি গুডস কেনা সহ স্কুলের বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে ব্যবহার করা হয়।'

অপরদিকে, স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা মণিদীপা নন্দী বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন, 'এই টাকা স্কুলের অ্যাকাউন্টেই জমা রাখা হয়।' এই টিফিন দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই শোকজ করা হল টিআইসি-কে।

অকেজো পথবাতি

পথবাতি থেকেও অন্ধকারে মধুপুর

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : একাধিক রাস্তার ধারে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে বাতিস্তম্ভ। তারপরেও সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ডুবে থাকছে কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। ওই এলাকার বিভিন্ন রাস্তাজুড়ে ৮০টি সোলার পথবাতি বসানো হয়। কিন্তু সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণে নজর না দেওয়ায় এক-এক করে সব পথবাতিই আজ অকেজো। স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাটিকাটা ও যজ্ঞনারায়ণেরকুঠি এলাকার বাসিন্দা যথাক্রমে নৃপেন বর্মন ও গৌরাঙ্গ দত্তের কথায়, রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এই সোলার পথবাতি বসিয়েছে। কিন্তু বছরখানেক পরেই সেগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে। নৃপেন বললেন, 'রাস্তার ধারে পথবাতি স্তম্ভ তো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু কোনওটাতেই আর আলো জ্বলে না।'

২০২১ সালে মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দনচৌড়া, মাটিকাটা, পশ্চিম মাটিকাটা, কচুবন, যজ্ঞনারায়ণেরকুঠি প্রভৃতি এলাকায় বসানো হয় সোলার পথবাতি। তিন বছর আগে বসানো এই পথবাতিগুলিকে স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ একেবারেই গুরুত্ব দেয়নি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। অবশ্য মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শিবানী রায়ের বক্তব্য, 'পথবাতির অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যরা সেই বিষয়ে আমাকে জানিয়েছেন। সমস্যাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোও হয়েছে।'

ওই এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য মাখন দাস স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকেই দুষছেন। তাঁর অভিযোগ, 'বহু টাকা খরচ করে সোলার পথবাতি বসানো হল। অথচ সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাতেই পথবাতিগুলি অকেজো হয়েছে। পদক্ষেপ করলে লাইটগুলো আজও জ্বলত।'

নেই রক্ষণাবেক্ষণ

- মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮০টি পথবাতি অকেজো
- ২০২১ সালে সোলার পথবাতি স্তম্ভ বসে
- তারপর রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব দেয়নি স্থানীয় প্রশাসন
- কবে সেগুলি সারাই হবে সদুত্তর নেই

স্থানীয়রা অপেক্ষায় রয়েছেন আবারও গ্রামের রাস্তায় আলো জ্বলবে। সন্ধ্যার পর বাইরে বেরতে ভরসা বাড়বে। কিন্তু কবে ওই পথবাতিগুলির মেরামত হবে তার সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

প্রথম দিনই জমাট ভিড়

প্রথম পাতার পর

সন্ধেতে মধুপুরধামের মেলায় ঘোরার অভিজ্ঞতাও এই প্রথম।' বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলেও ভিড়ের যেন পরিবর্তন দেখা যায়নি জেনকিন্স স্কুল এবং এবিএন শীল কলেজে। সন্ধ্যায় অবশ্য সকলের নতুন ডেস্টিনেশন ছিল সাগরদিঘি। এদিন ঠাসা ভিড় ছিল ফুড জোন এবং রেস্তোরাঁগুলিতেও। সবমিলিয়ে সরস্বতীপুজোর প্রথম দিন বন্ধুবান্ধব, প্রিয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জমিয়ে কাটল সারাদিন। সোমবারও তো আবার বাইরে বেরোনো রয়েই গেল।

ঘাটে চেয়ার

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : পর্যটকরা যাতে দিঘির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন সেজন্য কয়েকমাস আগে দিঘির পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে দুটি করে মোট চারটি ক্যান্টিলিভার ঘাট করেছে জেলা প্রশাসন। প্রতিটি ক্যান্টিলিভার ঘাটের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ছয়টি ফাইভার ও লোহার চেয়ার বসেছে।

বক্সার বাহারি মাছ বিদেশে

প্রথম পাতার পর

যদিও এতদিন এই বিনা পুঁজির ব্যবসার বিষয়ে অনেকেই জানতেন না। হাতেগোনা কয়েকজন এই কাজ করছিলেন।

রাজাভাতখাওয়ার পাম্পুবস্তিতে গিয়ে দেখা গেল কুমারগ্রামের বারবিশার লেফড়াগুড়ি বনবস্তির দুই তরুণ রণকুমার রাভা ও বিনয় ওরাওঁ চৈতন্যঝোরার ধারে ছোট খাল থেকে মশারির জাল দিয়ে ছোট ছোট মাছ ধরে আলাদা আলাদা প্লাস্টিকে রাখছেন।

জানালেন, এই মাছগুলো বিদেশে পাঠানো হয়। তাঁরা এই মাছগুলো নিয়ে গিয়ে শামুকতলা রোডের মসজিদখানার এক পাইকারের কাছে বিক্রি করবেন। এক-একটি মাছের দাম দুই টাকা।

এই পেশার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা মোটরবাইক নিয়ে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে ছোট জাল দিয়ে এই মাছ ধরেন। তারপর প্লাস্টিকের প্যাকেটে কৃত্রিম অক্সিজেন ও জল ভরে তাতে মাছগুলো রাখেন।

সেই মাছ স্থানীয় মহাজনরা নিয়ে যান।

সেই মহাজনের হাত ধরে ওই বাহারি মাছের চারা হাতবদল হয় পৌঁছে যায় কলকাতার মহাজনের কাছে। সেখান থেকে ওই মাছের চারা চলে যাচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে।

যাঁরা মাছ ধরেন, তাঁদের লাভ হয় কেমন? রণকুমার বলছিলেন, 'তিন ঘণ্টায় প্রায় ১৬০০টি মাছ ধরতে পারি দুজনে মিলে।'

কথা হচ্ছিল লক্ষ্মীকান্ত হালদারের সঙ্গে। তিনি এধরনের বাহারি মাছের পাইকারি ব্যবসা করেন।

লক্ষ্মীকান্তের কাছেই এসব মাছ বিক্রি করেন বিনয়ের মতো আরও বেশ কয়েকজন তরুণ। লক্ষ্মীকান্ত বললেন, 'আট-দশজন তরুণ ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে এই মাছ ধরে আনে। আমি এই মাছগুলো ওদের থেকে কিনে এনে কলকাতায় পাঠিয়ে দিই।'

বিদেশে এই মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। অথচ জেলারই খুব কম লোক সেকথা জানে, বলছিলেন তিনিও।

স্ট্রবেরির টানে

প্রথম পাতার পর

চাষিদের কাজকে তুলে ধরতে অনেকদিন ধরে কাজ করছেন পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসু। তাঁর বক্তব্য, 'চাষিরা যদি পতিরামজোতে ট্রবেরি ফেস্টিভাল করেন, সেক্ষেত্রে চাষের বিষয়টি আরও বেশি প্রচার পাবে এবং আরও লোক আসবেন।' পতিরামজোত এলাকায় অল্প জায়গার মধ্যে মহম্মদ আব্দুল ও নুর নেহার বানু এবছর প্রথম স্ট্রবেরি চাষ করেছেন।

তাঁদের জমিতেও এবার ভালো ফলন হয়েছে। ওই দম্পতির নার্সারির ব্যবসা রয়েছে। যাঁরা গাছ কিনতে আসছেন, তাঁরা স্ট্রবেরিখেত ঘুরে দেখে তা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। মহম্মদ আব্দুলের কথায়, 'অনেক স্ট্রবেরি বিক্রি করেছি। দারুণ চাহিদা রয়েছে। তাই আগামী বছর আরও বড় জায়গাতে স্ট্রবেরি চাষ করব।'

বৈঠক কলকাতায়

প্রথম পাতার পর

তা সত্ত্বেও গত দু'দিন ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে আওয়ামি লিগ কর্মীরা কিছু কর্মসূচি করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গর্ব বলে পরিচিত অমর একুশে বইমেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাস্টবিনে হাসিনার ছবি সেঁটে রাখা তাৎপর্যপূর্ণ। ইউনুসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম সেই ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলার ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনও নিজেদের ফেসবুক পেজে ছবিটি শেয়ার করেছে। ডাস্টবিন প্রসঙ্গকে অবশ্য বইমেলার আয়োজক সংস্থা 'অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা' বলে দায় এড়িয়েছে। অমর একুশে বইমেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্টলের বাইরে ওই ডাস্টবিনে হাসিনার মুখের ছবিটিও বিকৃত। তবে হাসিনার কট্টর সমালোচক হলেও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

তিনি সামাজিকমাধ্যমে লিখেছেন, 'এসব করে বইমেলা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত নিম্নরুচির পরিচয় দিয়েছেন।'

তনুশ্রীর পৌরোহিত্যে কলেজে আরাধনা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : মায়ের হাত ধরে শাড়ি পরে স্কুলে যাওয়ার স্মৃতি আজও তাঁর চোখে ভাসে। সে সময় পুরোহিতমশাইয়ের মন্ত্র উচ্চারণটা ততটা রপ্ত ছিল না। কিন্তু মনে মনে চেয়েছিলেন সেই জায়গায় একদিন বসে বাগদেবীর আরাধনা করবেন পুরোহিতমশাইয়ের মতো। এরই মাঝে অঞ্জলির শেষে পুরোহিতের আসন থেকে ছিটিয়ে দেওয়া হয় শান্তিজল। তখনই সংবিৎ ফেরে তনুশ্রীর। অঞ্জলি দিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন একদিন মায়ের আরাধনা করতে পারে ঠিক এইভাবে। এরপর পেরিয়ে গিয়েছে দীর্ঘসময়। স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে এসে এখন কলেজে। আর এই শিক্ষালয়ে এসেই সেই আশা পূর্ণতা পেল তনুশ্রীর। বসন্তপঞ্চমীর দিনে মায়ের সামনে বসে লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে উচ্চারণ করে 'ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ'।

এতক্ষণ যাঁর কথা বলছিলাম তিনি হলেন মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা তনুশ্রী অধিকারী। পড়াশোনার সূত্রে তিনি আনন্দ চন্দ্র কলেজের ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্রী। টানা প্রায় ১৫-২০ দিন ধরে ৩ ঘণ্টা করে পুজোর আচার, রীতিনীতি রপ্ত করেছেন। রবিবার ছিল তারই ফাইনাল পরীক্ষা। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বেচ্ছাসেবক সৌরভ সোমের তত্ত্বাবধানে সমস্ত কিছু

যজ্ঞ করছেন আনন্দ চন্দ্র কলেজের ছাত্রী তনুশ্রী।

শিখে এতদিনের আশা পূরণ হওয়ার আনন্দে কেঁদে ফেলেন তনুশ্রী। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলা থেকে খুবই ইচ্ছে করত আমিও একদিন সরস্বতীপুজো করব। মায়ের কাছে সমাজে একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য প্রার্থনা করব। সেই আশা পূরণ হল।' পড়াশোনার সঙ্গে মন্ত্র কীভাবে মুখস্থ হল? প্রশ্ন করতেই তনুশ্রী বলেন, 'কিছু জানা ছিল বাকিটা লিখে প্রশিক্ষণ নিয়ে রপ্ত করেছি।' কলেজের তরফে জানানো হয়েছিল এবছরের পুজো ছাত্রীরাই করবে। তখনই তনুশ্রীর মতো পাঁচ ছাত্রীকে নিয়ে শুরু হয় পুজোপাঠের প্রশিক্ষণ। পুজোর আগের দিন পরীক্ষা নেওয়া হয় সবার। পরীক্ষায় পাশ করেন তনুশ্রী। এরপরই এদিন বাগদেবীর আরাধনায় বসেন তিনি। তনুশ্রীর কাছে এটা খুবই চ্যালেঞ্জ ছিল। কলেজ ছাত্রী বলেন, 'শেষপর্যন্ত দেখলাম পেরেছি সকলের ভরসা রাখতে।'

আনন্দ চন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিক তথা মহিলা হস্টেলের দায়িত্বে থাকা আবিরা সেনগুপ্ত বলেন, 'বাড়িতে যখন দেখা যায় মহিলারা পৌরোহিত্য করেন তখন এই ধরনের পুজোতে মহিলারা কেন ভাগ নেবেন না সেই ভাবনা থেকেই এই পথে চলা। এরপর হস্টেলেই পুজো করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর কলেজে সরস্বতীপুজো করে তনুশ্রী।' কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস দাসের কথায়, 'ছাত্রীদের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।'

এবছর সরস্বতীপুজোর নিয়ম রীতিমেনে উপোস করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পুজো করে আনন্দ চন্দ্র কলেজের তনুশ্রী অধিকারী ইতিমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছেন।

রনজির মাঝে বিরতি চান না লক্ষ্মীরতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ১৩ রানে জয় দিয়ে মরশুম শেষ করেছে বাংলা দল। কিন্তু সেই জয়ের পরও শুধুই হতাশা। বঙ্গ ক্রিকেটের চেনা স্লোগান, 'আসছে বছর আবার হবে' ফিরে এসেছে। ৭ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট পাওয়ার পরও বাংলার ক্রিকেট সংসারে শুধুই হতাশা। কারণ, শেষ ম্যাচে জয় এলেও নক আউট পর্ব অধরা। নিট ফল, ব্যর্থতার হতাশায় ডুবে বাংলার ক্রিকেট।

কেন রনজি ট্রফিতে বাংলা ব্যর্থ হল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। সামনে আসছে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে বিহার ম্যাচে একদিনও খেলা না হওয়ার লজ্জার কাহিনী। সেই ব্যর্থতার পাশে বাংলা দলের তরফে তুলে ধরা হচ্ছে আরও একটি বিষয়। রনজি ট্রফির মাঝে সাময়িক বিরতি। চলতি মরশুমে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, রনজির প্রথম পর্বে পাঁচটি করে ম্যাচ হওয়ার পর বন্ধ থাকবে প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় দফার খেলা শুরু হবে সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফির পর। এখানেই আপত্তি বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার। আগামী মরশুমেও তিনি কোচ হিসেবে থাকবেন কি না, এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেননি লক্ষ্মীরতন। তার আগে বাংলার কোচ বলছেন, 'আমি বিসিসিআইয়ের কাছে অনুরোধ করব রনজির মাঠে সাময়িক বিরতির ব্যবস্থা বন্ধ করতে। লাল বলের পর সাদা বল। পরে ফের লাল বল, এই ব্যবস্থা সঠিক বলে মনে হয়নি আমার।' শুধু তাই নয়, লক্ষ্মীরতন চাইছেন, অক্টোবর-নভেম্বরে যেন দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যে রনজি ম্যাচ আয়োজন করা না হয়। কারণ, সেই সময় দেশের পূর্বাঞ্চলের বেশিরভাগ রাজ্যে প্রায়ই নিম্নচাপের দাপট থাকে। বাংলা কোচের কথায়, 'বোর্ডকে আমি ই-মেল করব খুব দ্রুত। বলব, অক্টোবর-নভেম্বরে যেন আমাদের মতো পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে রনজির ম্যাচ না দেওয়া হয়। বছরের ওই সময়ে নিম্নচাপের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। ফলে খেলাই হয় না অনেক সময়।'

কর্ণাটকের সঙ্গে ড্র হরিয়ানার

বেঙ্গালুরু, ২ ফেব্রুয়ারি : উত্তেজক দ্বৈরথ শেষে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত কর্ণাটক-হরিয়ানা রনজি ট্রফি ম্যাচ। কর্ণাটকের ৩০৪ রানের জবাবে হরিয়ানা ৪৫০ রান করে। অধিনায়ক অঙ্কিত কুমার ও নিশান্ত সিন্ধু শতরান করেছিলেন। ১৪৫ রানে পিছিয়ে খেলতে নেমে ম্যাচ বাঁচাতে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয় মায়াঙ্ক আগরওয়ালের নেতৃত্বাধীন কর্ণাটককে। একসময় ১৬৪/৬ হয়ে যায় তারা। কিন্তু রবিচন্দ্রন স্মরণের অপরাজিত ১৩৩ রানের লড়াকু ইনিংসে আটকে যায় হরিয়ানার জয়ের স্বপ্ন। তবে ৭ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'সি'-র শীর্ষে থেকে পরের পর্বে পৌঁছোতে অসুবিধা হয়নি হরিয়ানার।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগে গ্রুপ পর্বে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। তারা গ্রুপের শেষ ম্যাচে ১-০ গোলে হারিয়েছে অ্যাডামাসকে। সবুজ-মেরুনের হয়ে গোল করেন কিপগেন। অপর ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি। ইস্টবেঙ্গল ১-১ গোলে ড্র করেছে বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতীয় মহিলা দল। কুয়ালা লামপুরে রবিবার।

টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বজয় মেয়েদের

কুয়ালা লামপুর, ২ ফেব্রুয়ারি : মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। তারা ফাইনালে ৯ উইকেটে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরা হল ভারতের মেয়েরা।

চলতি বিশ্বকাপে ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠেছিল বোলিং বিভাগ। ফাইনালেও তার অন্যথা হয়নি। ভারতীয় বোলারদের

অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

দাপটে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৮২ রানেই শেষ হয় প্রোটিয়াদের ইনিংস। গোনগাডি তৃষা ১৫ রানে ৩ উইকেট পান। পারুনিকা সিসোদিয়া ৬ ও আয়ুষী শুক্লা ৯ রানে নেন ২ উইকেট। এবং রানে ২টি উইকেট দখল করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন মিয়েকে ভ্যান ভুরস্ট।

জবাবে ১১.২ ওভারে ১ উইকেটে ৮৪ রান তুলে নেয় ভারত। ওপেনার জি কমলিনী (৮) ব্যর্থ হলেও তৃষা ৩৩ বলে অপরাজিত ৪৪ রানের ইনিংসে দেশের জয় নিশ্চিত করেন। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা তৃষাকে যোগ্য সংগত করেন তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা সানিকা চালকে (২৬)। জোড়া পুরস্কারের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উচ্ছ্বাস নিয়ে তৃষা বলেছেন, 'আমি এই

> দুরন্ত পারফরমেন্স করেছে আমাদের মেয়েরা। ওরা দেশকে গর্বিত করেছে।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

সাফল্য নিজের বাবাকে উৎসর্গ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। ফাইনালে নিজের দক্ষতার ওপর ভরসা রেখেছিলাম।'

যেখানে ভারতের মহিলা সিনিয়ার দল এখনও কোনও আইসিসি ট্রফি জেতেনি, সেখানে অনূর্ধ্ব-১৯ দল পরপর দু'বার টি২০ বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছে। টানা দু'বার বিশ্বসেরা হওয়ার কৃতিত্ব ভারতের সিনিয়ার পুরুষ দলেরও নেই। ভারতীয় মেয়েদের এই সাফল্যকে নারীশক্তির জয় আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'আমাদের নারীশক্তির জন্য গর্বিত। অসাধারণ দলগত সংহতির ফসল এই জয়, যা উঠতি খেলোয়াড়দের প্রেরণা জোগাবে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য প্রত্যেককে অভিনন্দন।' তৃষাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ইতিমধ্যে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর বলেছেন, 'দুরন্ত পারফরমেন্স করেছে আমাদের মেয়েরা। ওরা দেশকে গর্বিত করেছে।' প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ বলেছেন, 'সারা প্রতিযোগিতা জুড়ে রীতিমতো দাপট দেখিয়ে একপেশে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমরা তোমাদের জন্য গর্বিত। একটা সোনালি প্রজন্মের উত্থান ঘটেছে।' এছাড়াও ঋষভ পন্থ, ইরফান পাঠানের মতো ক্রিকেট ব্যক্তিত্বরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

পাঁচের বদলে চারদিনের টেস্ট চাইছে আইসিসি!

মুম্বই ও দুবাই, ২ ফেব্রুয়ারি : ভাবনা শুরু হয়েছিল আগেই। এবার সেই ভাবনা ক্রমশ ডালপালা মেলতে শুরু করেছে। সব ঠিকমতো চললে একদিকে যেমন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ দ্বিস্তরীয় হতে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। ঠিক তেমনই পাঁচদিনের বদলে আগামী জুন মাস থেকে টেস্ট ক্রিকেট চারদিনের হতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি ইসিবি-র শীর্ষ কর্তা রিচার্ড থম্পসনের সঙ্গে আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা-র এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিকল্পনা শুরু হয়েছে আগামী জুন মাসে রোহিত শর্মার ভারতের ইংল্যান্ড সফর থেকেই এমন ভাবনা বাস্তবে পরিণত করার। জুন মাসের শুরুতে লর্ডসে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে। ঠিক তারপরই বিলেতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজ রয়েছে। সেই সিরিজ থেকেই নতুন ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে আইসিসি।

বাস্তবে টেস্ট ক্রিকেটে এমন পরিবর্তন এলে ক্রিকেটের জন্য সেটা কতটা ভালো হবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগেই ক্রিকেট দুনিয়ার একটা বড় অংশ থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের দাদাগিরি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। শ্রীলঙ্কার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক অর্জুন রণতুঙ্গাও আজ আইসিসি-র এমন ভাবনার কড়া সমালোচনা করেছেন। কিংবদন্তি ক্লাইভ লয়েডেরও এমন পরিকল্পনা পছন্দ নয়। অথচ বাস্তব ছবি অন্য। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিযোগিতার মান নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে অনেকদিন। রাজনৈতিক কারণে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে ভারত-পাক সিরিজ হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকা এবারই প্রথম ডব্লিউটিসি-র ফাইনালে উঠেছে। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। অথচ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজই খেলতে হয়নি বাভুমাদের। তাছাড়া বাকিদের চেয়ে অনেক কম ম্যাচ খেলেও দক্ষিণ আফ্রিকা কীভাবে ফাইনালে পৌঁছে গেল, তা নিয়েও বিতর্ক হয়েছে বিস্তর। তাই টেস্টের আঙিনায় এবার বড় রকমের পরিবর্তনের কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে আইসিসি। ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দাপট ও টেস্টের আঙিনায় বড় বদলের বিষয়টা বাকি দেশগুলি কীভাবে নেয়, সেটাই এখন দেখার।

বিসিসিআইয়ের অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তরের আসরে রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, স্মৃতি মান্ধানা ও জেমিমা রডরিগেজ।

ব্যাট ছাড়তেই চায় না রোহিতের মেয়ে

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি : বাইশ গজের বাইরে ক্রিকেটীয় রাত।

ক্রিকেট নিয়ে দেদার আড্ডা। বিসিসিআইয়ের বর্ষসেরা পুরস্কারের অনুষ্ঠানে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম মুখ স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে আড্ডার মেজাজে কন্যা সামাইরার ব্যাটিং প্রেমের কথা সামনে আনলেন রোহিত শর্মা। স্কুল থেকে ফিরে এসেই নাকি বাবা-মাকে নিয়ে ক্রিকেট খেলা চলে।

বাবা বোলার। মা ফিল্ডার। আর ব্যাট ছোট্ট সামাইরার হাতে। মেয়েকে কি নিজের মতো ক্রিকেটার তৈরি করবেন? স্মৃতির যে প্রশ্নের জবাবে রোহিত বলেছেন, 'আমরা সবাই মিলে বাড়ির মধ্যেই ক্রিকেট খেলি। পুরোটাই মজা করে। সামাইরা স্কুল থেকে ফেরার পর খেলি। ও ব্যাট করতে ভালোবাসে। আমাকে শুধু বল করতে হয়।'

মুম্বইয়ের গত রনজি ম্যাচে খেলার পর মাঝে কয়েকদিনের ছুটি। বাড়িতে মেয়ে-পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মাঠে ফেরার তোড়জোড়। লক্ষ্য আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও গত টি২০ বিশ্বকাপ সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটানো। রোহিত বলেছেন, 'এখন তো প্রায় প্রতি বছরই কোনও না কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট থাকছে। দম ফেলার সময় নেই। প্রস্তুত থাকতে হবে সবসময়। গতবছর টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিলাম। এবার লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। দলের প্রত্যেকেই

স্মৃতি আরও জিজ্ঞাসা করেন, এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী জিনিস ভুলে গিয়েছেন রোহিত? কিছুটা ভেবে নিয়ে হিটম্যানের উত্তর, বলা কঠিন। এরপর কিছুটা মজার সুরে জানান, এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার হবে। স্ত্রী ঋতিকাও দেখবেন। তাই সবথেকে বড় ভুলে যাওয়া জিনিসটার কথা না বলাই ভালো। ওটা মনের মধ্যেই থাক।

'স্ত্রী দেখবে, তাই কথাটা মনেই থাক'

খেলার মধ্যে রয়েছে। লক্ষ্যপূরণে আমরা প্রস্তুত।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে সিরিয়াস প্রশ্নের পাশে স্মৃতি মান্ধানার মজাদার প্রশ্নের মুখেও পড়লেন ভারত অধিনায়ক। নিজের ভুলো মনের প্রসঙ্গে রোহিতের দাবি, সেরকম কিছু না। ভুলো মন নিয়ে সতীর্থরা নেহাতই মজা করে তাঁর সঙ্গে। মানিব্যাগ, পাসপোর্ট নিতে ভুলে যাওয়ার ঘটনা বহু পুরোনো।

বিশ্বজয়ের স্মৃতিও উসকে নিলেন রঙিন ক্রিকেট আড্ডায়। বিশ্বকাপ জেতার পর বার্বাডোজে বাড়তি কয়েকদিন আটকে ছিলেন ঝড়ের কারণে। ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে মুম্বইয়ে পৌঁছোনোর পর লাখো ক্রিকেটপ্রেমীর উষ্ণ অভ্যর্থনা এখনও ভুলতে পারেননি। রোহিতের কথায়, মুম্বইয়ে পা দেওয়ার পর বুঝতে পারেন বিশ্বজয়ের আসল মাহাত্ম্য।

বিদায়ি ঋদ্ধিকে শুভেচ্ছা পন্থের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তনদের দলে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন তিনি। অবসর নিয়েছেন ক্রিকেট থেকে। ঋদ্ধিমান সাহার অবসর ঘোষণার পরও তাঁকে নিয়ে

> সতীর্থ হিসেবে আমি তোমার দক্ষতা, স্কিলের প্রশংসা করেছি চিরকাল। অনেক কিছু শিখেছি তোমার থেকে। ঋদ্ধিভাই, তোমার অবসর পরবর্তী জীবন সুখের হোক, এই কামনাই করি।
>
> **ঋষভ পন্থ**

ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে আবেগের স্রোত বইছে। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে মোট ৪০টি টেস্ট ও ৯টি একদিনের ম্যাচ খেলা শিলিগুড়ির পাপালিকে তাঁর অবসর জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঋষভ পন্থ, শিখর ধাওয়ানরা।

মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসরের পর যখন ভারতীয় টেস্ট দলের এক নম্বর উইকেটকিপার ব্যাটার ছিলেন, সেই সময়ই উত্থান ঋষভের। দিল্লির ঋষভের উত্থানের পরই বাংলার ঋদ্ধিমানকে ফের জাতীয় দলে দুই নম্বর জায়গায় ফিরতে হয়েছিল। যদিও ঋদ্ধি-ঋষভের ব্যক্তিগত সম্পর্ক দারুণ। পাপালির থেকে প্রচুর পরামর্শও পেয়েছেন ঋষভ। সেকথা মনে রেখেই ঋদ্ধির অবসরের পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ঋষভ ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'সতীর্থ হিসেবে আমি তোমার দক্ষতা, স্কিলের প্রশংসা করেছি চিরকাল। অনেক কিছু শিখেছি তোমার থেকে।

ছুটিতে ফুর্তিতে ঋষভ পন্থ। মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে।

ঋদ্ধিভাই, তোমার অবসর পরবর্তী জীবন সুখের হোক, এই কামনাই করি।' টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ানও ঋষভের মতোই ঋদ্ধিমানকে তাঁর অবসর জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শিখরের কথায়, 'একই সাজঘরে তোমার সঙ্গে কাটানো সময়গুলি ছিল দুর্দান্ত। মাঠে দাঁড়িয়ে উইকেটের পিছনে তোমার ক্ষিপ্রতা সবসময় মুগ্ধ করেছে আমায়। ঋদ্ধিমানকে অবসর জীবনের শুভেচ্ছা। তুমি সবসময়ই একজন চ্যাম্পিয়ন থেকে যাবে।' চেতেশ্বর পূজারাও একইভাবে পাপালিকে আগামীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পূজারার সঙ্গে ঋদ্ধির সখ্যর কথা ভারতীয় ক্রিকেটে সবারই জানা। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে পূজারা ঋদ্ধির উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'দুর্দান্ত একটা কেরিয়ারের জন্য তোমায় অভিনন্দন। ভারতীয় ক্রিকেটে তোমার বিশাল অবদান রয়েছে। তোমার সঙ্গে মাঠ ও মাঠের বাইরে কাটানো মুহূর্তগুলো চিরকাল মনে থাকবে। অবসর জীবনের শুভেচ্ছা রইল পপস।'

প্লে-অফ টাইয়ে টোগোকে ৪-০ ব্যবধানে উড়িয়ে উচ্ছ্বাস ভারতীয় টেনিস দলের। এই জয়ের সুবাদে ডেভিস কাপের বিশ্ব গ্রুপে স্থান করে নিলেন রামকুমার রমানাথন-এন শ্রীরাম বালাজিরা।

কাশিমভের ওপর ক্ষুব্ধ ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : বড় ম্যাচে বিপর্যস্ত হলেও হাল ছাড়তে নারাজ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। বরং অতীত ভুলে বাকি ম্যাচের দিকে ফোকাস করতে চান তিনি। মেহরাজ বলেছেন, 'ডার্বিতে হারটা একটা ধাক্কা। তবে এই ম্যাচ ভুলে সামনের দিকে তাকাতে হবে। আমাদের পরের ম্যাচ হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেই মনঃসংযোগ করছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের হারানোর কিছু। মরশুমের বাকি ম্যাচগুলিতে লড়াই করতে চাই। প্রতিটি ম্যাচেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলব।'

শনিবার ডার্বিতে চারটি গোলের তিনটিই ছিল সেটপিস থেকে। তার ওপরে বিগত কয়েকটি ম্যাচে দুর্দান্ত খেলা ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের-জো জোহেরলিয়ানা জুটি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে সেভাবে খেলতে পারেনি। মেহরাজ অবশ্য আশা করছেন, সমস্যা কাটিয়ে দল

হাল ছাড়তে নারাজ মেহরাজ

ঘুরে দাঁড়াবে। এমনিতেই বেতন সমস্যা ছাড়া নানাবিধ সমস্যা রয়েছে ক্লাবে। দলে গোল করার লোকের অভাব। সন্তোষের নায়ক রবি হাঁসদা, ইসরাফিল দেওয়ানদের দলে নেওয়া হলেও টেকনিকাল কারণে তাদের রেজিস্ট্রেশন করাতে পারছে না মহামেডান।

এদিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মিরজালোল কাশিমভের লাল কার্ড দেখাটা মেনে নিতে পারছেন না সাদা-কালো কোচ। তিনি বলেছেন, 'কাশিমভের লাল কার্ডটা একদম অপ্রত্যাশিত। মোহনবাগানের মতো দলের বিরুদ্ধে খেলার সময় আরও দায়িত্ববান হওয়া উচিত ছিল।'

কোচের সঙ্গে একমত ক্লাবকর্তারা। ক্লাবের কার্যকরী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিন সরাসরি দলের প্রতি কাশিমভের দিকেই আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেছেন, 'কাশিমভ ইচ্ছাকৃতভাবে লাল কার্ড দেখেছে। ও এই মরশুমের বেশিরভাগ সময় হয় চোট না হয় কার্ড সমস্যা নিয়ে মাঠের বাইরে থাকে। দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের কাছ থেকে এই আচরণ মানা যায় না।' পাশাপাশি ক্লাবের বর্তমান অবস্থার জন্য বিনিয়োগকারীদের দিকেও আঙুল তুলেছেন তিনি। তাঁর মতে, বিনিয়োগকারীরা টাকা দিতে না পারলে পরিষ্কার জানিয়ে দিক। সেইসঙ্গে আগামী মরশুমে দল গঠনের ক্ষেত্রে ক্লাবকর্তাদের মতামত যেন নেওয়া হয়, এমনটাই আবেদন ক্লাবের কার্যকরী সভাপতির।

ভারতকে টেনে পাক বোর্ডকে বিঁধলেন আক্রাম

লাহোর, ২ ফেব্রুয়ারি : টানা ব্যর্থ। তারপরও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে বহালতবিয়তে। উপমহাদেশীয় পিচে বাড়তি স্পিনার দরকার। অথচ, ঘোষিত পাকিস্তান দলে মাত্র একজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার! পাক নির্বাচকদের যে সিদ্ধান্তের মধ্যে অদূরদর্শিতার পাশাপাশি রাজনীতির গন্ধও পাচ্ছেন প্রাক্তনদের অনেকেই।

সুইং কিং ওয়াসিম আক্রাম যেমন ভারতের স্পিন ব্রিগেডের উদাহরণ টেনে পাক নির্বাচকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। আক্রাম সরাসরি ফাহিম আশরাফ ও খুশদিল শা-র দলে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'ভালো অলরাউন্ডার, তাই দলে আশরাফ। যদিও ফাহিমের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স দেখুন। ব্যাটিং গড় ৮, বোলিং গড় ১০০! খুশদিলের পারফরমেন্সও ভালো নয়। তাছাড়া আমরা ১৫ জনের দলে মাত্র একজন স্পিনার নিয়েছি। ভারতীয় দলে যেখানে চারজন।'

আরেক প্রাক্তন অধিনায়ক রশিদ লতিফ দল নির্বাচনে রাজনীতি দেখছেন। অভিযোগের সুরে বলেছেন, 'দল নির্বাচনে রাজনীতির ছায়া বলে মনে হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে ফাহিমের কোনও পারফরমেন্স নেই, যার জন্য ও দলে থাকার যোগ্য। কেরিয়ার রেকর্ডও প্রত্যাশিত নয়।'

এখানেই থেমে থাকেননি লতিফ। দাবি করেন, গত কয়েকটি সিরিজে যাঁরা ধারাবাহিকতা দেখিয়েছি, ভালো খেলেছেন, তাঁরা গুরুত্ব পাননি। অগ্রাধিকার পেয়েছেন এমন কয়েকজন, যাঁরা কয়েকটি সিরিজের দলে ছিলেনই না! আরও বলেন, 'গত অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবোয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সাফল্য পাওয়া অনেকে দলে নেই। আবার ফাহিম, ফখর জামান, সাউদ শাকিলের মতো কয়েকজন রয়েছেন, যাঁরা গত তিন সফরে দলে জায়গা পাননি। এঁদের নিয়ে সেরা কম্বিনেশন তৈরির গুরুভার অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ানের কাঁধে। ১৯৯২-এ ইমরান খান, ২০০৯ সালে ইউনিস খান যেভাবে দলকে দিশা দেখিয়েছেন, মহম্মদ রিজওয়ানকে সেই পথে হাঁটতে হবে।'

প্রাক্তন পেসার তনভীর আহমেদের কথায়, দল নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। আক্রামের মতো ভারতের উদাহরণ টেনে তনভীরও দাবি করেন, উপমহাদেশীয় পিচে স্পিনাররা

দল নির্বাচনে রাজনীতি দেখছেন লতিফ

সুবিধা পাবেন। অথচ, পাক দলে একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার আবরার আহমেদ! উলটো দিকে ভারতীয় দলে রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলের মতো তারকা স্পিনার রয়েছেন।

এদিকে, পাক ক্রিকেটে নজিরবিহীন ঘটনা। পাক ক্রিকেট দলের অপারেশন ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন একজন মহিলা- হিনা মুনাওয়ার। প্রথমবার পাক পুরুষ দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পেলেন একজন মহিলা। পুলিশে চাকরিরত হিনা কড়া মানসিকতার বলে পরিচিত। এহেন হিনার নজরদারিতে থাকতে হবে বাবর আজমদের।

লিগ-শিল্ড নিয়ে ভাবছে না সতর্ক বাগান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : এ লিগের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা দলে। অথচ তাঁকে ছাপিয়ে দলের সর্বাধিক গোলস্কোরার এক বঙ্গসন্তান, তাও আবার ডিফেন্ডার!

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে এখন সেরা তারকা দলের অধিনায়কই। তবে শুভাশিস বসুকে প্রশ্নটা করলে প্রকৃত নেতার মতো তাঁর মুখে গোটা দলের কথা। পাওলো মালদিনির ভক্ত। সেই কারণেই বোধহয় লড়াই এবং নেতৃত্ব তাঁর ডিএনএ-তে। তাঁকে যখন সর্বাধিক গোলস্কোরার হওয়ার কথা বলা হল একগাল হেসে শুভাশিসের মন্তব্য, 'আমি ৬টা গোল করেছি কিন্তু এতে গোটা দলের অবদান আছে। সেট পিস থেকে গোলগুলি এসেছে। তবে ডিফেন্ডার হিসাবে ক্লিনশিট রাখার লক্ষ্য থাকে। আসল কথা হল, কে গোল করল সেটা বড় কথা নয়। দলের জেতাটা জরুরি।' লিগ-শিল্ড জয়ের যত কাছে এগোচ্ছে দল, ততই সতর্কতা বাড়ছে সবুজ-মেরুন শিবিরে। বিশেষ করে কোচ তো চ্যাম্পিয়নশিপের কথা শুনতেই চাইছেন না। সম্ভবত সেই কারণেই শুভাশিসও বললেন, 'এখনও আমাদের পাঁচটা ম্যাচ বাকি। প্রতিটি ম্যাচই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে। লিগ-শিল্ড এখনও অনেক দূরে।' দলের হেড কোচ হোসে মোলিনারও বক্তব্য প্রায় একই। তিনি

> মাঝমাঠে আপুইয়া অবশ্যই আমার গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওকে ছাড়া আমরা খেলতে পারব না। আমি মনে করি আমার দলে আরও ফুটবলার আছে যারা ওদের জায়গায় সমান দক্ষতার সঙ্গে খেলতে পারে।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

বলেছেন, 'এটা ভুললে চলবে না যে এখনও পাঁচটা ম্যাচে আমাদের লড়াই করতে হবে। পরের ম্যাচে আমরা পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেলব। ওরা খুবই শক্তিশালী দল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে আমাদের দল খুবই ভালো খেলেছে ঠিকই কিন্তু তার মানে এই নয় যে পাঞ্জাবকে হালকাভাবে নেওয়া যাবে। এখন ছেলেদের তরতাজা হয়ে উঠে ওই ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে হবে।' ম্যাচের সেরা জেসন কামিংস মেনে নিলেন যে তাঁরা শিল্ড জয়ের দিকে এক ধাপ এগোলেন মিনি ডার্বি জিতে। তবে তিনি সতর্ক গলায় বলেছেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই এগোলাম। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলের বিপক্ষে বেশ খানিকটা পার্থক্য তৈরি হল। তবে তাতে আত্মহারা হয়ে গেলে চলবে না। ট্রফি জয় সুনিশ্চিত করতে গেলে আরও পরিশ্রম করতে হবে।'

এদিন গোটা দলই রিকভারি করে। দুইদিন পরই জামশেদপুর এফসি ম্যাচ। ফলে ফুটবলারদের ক্লান্তি কাটানোই এখন প্রধান কাজ। এরইমধ্যে দুঃসংবাদ, টম অ্যালড্রেড ও আপুইয়ার মতো দুই ফুটবলারকে পাচ্ছেন না মোলিনা। এতে মোহনবাগানের সমস্যা বাড়লেও কোচ সেটা স্বীকার করতে নারাজ। তিনি পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, 'মাঝমাঠে আপুইয়া অবশ্যই আমার গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওকে ছাড়া আমরা খেলতে পারব না। আমি মনে করি আমার দলে আরও ফুটবলার আছে যারা ওদের জায়গায় সমান দক্ষতার সঙ্গে খেলতে পারে।'

সাউল এখনও রিহ্যাবে
দলের সঙ্গেই নেই আনোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ যতই ভালো খেলুক, আইএসএল যে ক্রমশ তাদের কাছে অতীত হয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝেই এবার সুপার কাপ এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। কোচ অস্কার ব্রুজোঁ আগেই জানিয়েছেন, চোট পাওয়া ফুটবলারদের পরিস্থিতি দেখেই পরিবর্ত নেওয়ার বিষয় ঠিক হবে। তবে ৩১ জানুয়ারি পার হয়ে যাওয়ার পর এটা পরিষ্কার, এখন ফ্রি ফুটবলার ছাড়া দলে নতুন বিদেশি আসার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। আর সেটা নিলেও দ্রুতই নিতে হবে। অস্কার নিজের কিছু পছন্দের ফুটবলারের তালিকা তৈরি করে ম্যানেজমেন্টকে ইতিমধ্যেই অস্কার দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে কাজ কতদূর এগিয়েছে এখনও পরিষ্কার নয়। মাদিহ তালালের পরিবর্ত হিসাবে আসা রিচার্ড সেলিস মোটামুটি ভরসা জোগাচ্ছেন। যদিও এখনও গোলমুখ খুলতে তিনি তো বটেই এমনকি দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও পারেননি। লাল-হলুদ কোচ অবশ্য তাঁর দুই অ্যাটাকারের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। তাছাড়া তিনি আরও বলছেন, 'আমাদের যেসব ফুটবলার চোটের কবলে তাঁরা ফিট হয়ে এলে হয়তো পরবর্তী টুর্নামেন্টগুলোতে দল আরও ভালো খেলবে বলে মনে করি।'

তবে দলের এই ফিটনেস নিয়েও এখন রহস্য। বিশেষ করে সাউল ক্রেসপো এবং আনোয়ার আলিকে নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা। প্রথমজন চোট পাওয়ার পর দেশে গেলেন চিকিৎসার জন্য। তখন কোচ জানান, সপ্তাহ দুয়েক আরও লাগবে সাউলের মাঠে ফিরতে। মজার কথা হল, তারপর গোটা জানুয়ারি মাস কেটে গেলেও এই স্প্যানিশ মিডিয়ো ফিট হননি। তিনি এবং মহম্মদ রাকিপ সবে গত সপ্তাহের শেষে রি-হ্যাব শুরু করেছেন। আরও অপেশাদার আনোয়ার। তিনি বাড়ি গিয়ে বসে আছেন। সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোস্ট করেন কিন্তু দলের সঙ্গে রিহ্যাবে নামেন না। কবে আসবেন, তারও খবর নেই ম্যানেজমেন্টের কাছে। ফলে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের এই গয়ংগচ্ছ মনোভাবও ভোগাচ্ছে গোটা দলকে।

ওয়াংখেড়েতে অভিষেক সুনামি

ভারত-২৪৭/৯
ইংল্যান্ড-৯৭ (১০.৩ ওভারে)

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৫০ বছর পূর্তি।

স্মরণীয় মুহূর্তকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন আগে ক্রিকেট-মৌতাতে মেতেছিল মুম্বই। রঙিন রাতের স্বাক্ষী ছিল ক্রিকেটমহল। ভারত-ইংল্যান্ড টি২০ দ্বৈরথ ঘিরে আবারও উৎসবের মেজাজ।

দর্শকের তালিকায় মুকেশ আম্বানি। পাশে খোশমেজাজে প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। সপরিবারে 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' আমির খানও। উৎসবের আমেজ বাড়িয়ে ভিড়ে পা মেলালেন অমিতাভ বচ্চনও। পাশে ভারতীয় দলের ব্লু জার্সিতে পুত্র অভিষেক।

ওয়াংখেড়ের রবিবাসরীয় রাতও অভিষেকের নামে। তবে বচ্চন নয়, অভিষেক শর্মা। অমৃতসরের এক বছর চব্বিশের তরুণ। তারকাখচিত রাতে আসল তারা। যার ব্যাট থেকে বেরিয়ে আসা বিগহিটের ঢেউয়ে ভেসে গেলেন জোফ্রা আর্চার, মার্ক উড, জিমি ওভারটন, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদরা। হারিয়ে গেল ইংল্যান্ড। অভিষেকের ৫৪ বলে মহাকাব্যিক ১৩৫, ভারতের ২৪৭/৯-এর জবাবে থ্রি লায়ন্স শেষ ৯৭-তেই। ১৫০ রানের বিশাল জয়ে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ দখল।

গোটা ম্যাচজুড়ে অভিষেক। কখনও সবুজ গালিচা চিড়ে ছুটতে থাকা শট তো কখনও পেশি শক্তির আস্ফালনে বল সোজা টপ টাওয়ারে! ওয়ান হ্যান্ডেড শটও পৌঁছে গেল গ্যালারিতে। রোহিত শর্মা, ডেভিড মিলারের (দুইজনেই ৩৫ বলে) পর তৃতীয় দ্রুততম শতরান করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে আগ্রাসী সেলিব্রেশন। যে মুঠিতে ধরা পড়ল গোটা ওয়াংখেড়ে, জস বাটলার ব্রিগেড।

অফের বল অফে, লেগের বলে লেগে। কোনটাও সোজা। প্রতিটি প্রান্তেই শটের ফুলঝুরি। বেশিরভাগই হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে গ্যালারিতে। যার স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন আম্বানি-আমির-বিগ বি-রা। রূপকথার ব্যাটিং, স্বপ্নের আগ্রাসন। ভারতীয় ক্রিকেটের 'দিল' মুম্বইয়ে নিজেকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে নায়ক যুবরাজের মন্ত্রশিষ্য।

ম্যাচের প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে রিংটোন সেট করে দেন সঞ্জু স্যামসন। মনে হচ্ছিল, দিনটা তাঁর হতে চলেছে। কিন্তু পুল শটের লোভ সংবরণ করতে না পেরে সিরিজে পঞ্চমবার ভুলের পুনরাবৃত্তি সঞ্জুর (১৭)। আইপিএলের সুবাদে ওয়াংখেড়ে জনতার প্রিয়পাত্র তিলক ভার্মা টেম্পোটা বজায় রেখে ব্যাট ঘোরাচ্ছিলেন। যদিও সঞ্জুর মতোই কাজ অসম্পূর্ণ রেখে ফিরলেন তিলক (২৪)। ভারত অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার ওয়াংখেড়েতে খেলতে নামা সূর্যকুমার যাদব ব্যর্থতার কানা গলিতেই।

সূর্যের ঘরের মাঠ। প্রতিটি ঘাসকে হাতের তালুর মতো চেনেন। গ্যালারিতে স্ত্রী-পরিবারের উপস্থিতি, দর্শকদের সমর্থন। যদিও প্রিয় মাঠে প্রিয় শট (ফাইন লেগের ওপর দিয়ে) খেলতে গিয়ে আউট সূর্য (২)।

অভিষেক-ঝড়ে কোনও কিছুতেই ব্রেক লাগেনি। পাওয়ার প্লে-তে ৯৫/১, যা ভারতের সর্বাধিক। আগের সেরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৮২। ৩৯ বলে দলীয় শতরান-সেটাও রেকর্ড।

সারাক্ষণই রেকর্ড বইয়ের পাতা ওলটাতে হল। অভিষেকের নামের পাশে একঝাঁক নজির। তৃতীয় দ্রুততম শতরান। প্রিয় বন্ধু শুভমান গিলকে (১২৬, নিউজিল্যান্ড, ২০২৩) পিছনে ফেলে ভারতীয়দের সর্বাধিক ইনিংসের (১৩৫) নজির। ইনিংসে সর্বাধিক ১৩ ছক্কায় গুঁড়িয়ে দিলেন রোহিতের রেকর্ডও (১০টি)

বিশ্বের এক নম্বর টি২০ বোলার রশিদও বুঝতে পারছিলেন না কোথায় বল ফেলবেন। চাপে পড়ে একের পর এক ওয়াইড দিলেন। অভিষেক ঝড়ের মুখে পড়ে কীই-বা করার থাকে? সোজা বল রাখলেই উড়ে যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত রশিদের বলেই থামল অভিষেক-সুনামি। আর্চারের হাতে শট যখন জমা পড়ে অভিষেকের নামের পাশে ৫৪ বলে ১৩৫। ১৩টি ছক্কা ও ৭টি চার। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর বুলডোজার চালানো। হতাশা ঝেড়ে আউট হয়ে ফেরা অভিষেকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন বাটলার, উডরাও।

মাঠ থেকে সাজঘর-ফিরতে অনেকটা সময় লাগল। দর্শকদের করতালি, সতীর্থদের পিঠ চাপড়ানি, বুকে জড়িয়ে ধরা। সাজঘরে ঢুকেই সবার আগে প্রিয় ব্যাটটাকে মোড়কে জড়িয়ে ফেললেন। তুলে রাখলেন পরবর্তী বিস্ফোরণের জন্য।

তিনশোর সম্ভাবনা উঁকি মারলেও শেষপর্যন্ত ভারত ২৪৭/৯। শিবম দুবে (১৩ বলে ৩০) ছাড়া কাউকে পাওয়া যায়নি অভিষেকের তৈরি মঞ্চে ঠিকঠাক তাল ঠুকতে। হার্দিক পান্ডিয়া (৯), রিঙ্কু সিংরা (৯) ফিনিশ করতে ব্যর্থ। তবে ২৪৭ রানেই চাপা পড়ে যায় ইংল্যান্ড (৯৭)। ফিল সল্টের (২৩ বলে ৫৫) বিস্ফোরক শুরুটুকু সরিয়ে রাখলে অসহায় আত্মসমর্পণ। ১৫০ রানের বিশাল ব্যবধানে ইংল্যান্ড-বধে সিরিজে স্বপ্নের সমাপ্তি ভারতের।

অভিষেকের ব্যাটিং বিস্ফোরণই আসলে দুমড়ে দিয়েছিল থ্রি লায়ন্সকে। রান তাড়া করতে নেমে যে ঘোর থেকে বেরোতে পারেননি বাটলাররা। ফিল সল্টের হাফ সেঞ্চুরির পাশে দ্বিতীয় সর্বাধিক জেকব বেথেলের ১০। বাকিরা দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে ব্যর্থ।

অথচ, মহম্মদ সামির প্রথম তিন বলে ১৪ রান নিয়ে অবিশ্বাস্য কিছুর প্রয়াস ছিল সল্টের মধ্যে। কিন্তু বরুণ চক্রবর্তী (২৫/২), সামি (২৫/৩), দুবেদের (১১/২) মিলিত প্রয়াস, দুরন্ত ক্যাচিংয়ের সামনে সেই লড়াই টেকেনি। গোল্ডেন বয় অভিষেকের ঝোলাতেও দুই উইকেট! সেঞ্চুরি এবং উইকেট-এখানেও প্রথম ভারতীয় অভিষেক।

৩৭ বলে শতরান করে অভিষেক শর্মা। টি২০ আন্তর্জাতিকে এটি তাঁর দ্বিতীয় তিন অঙ্কের রান।

টি২০ আন্তর্জাতিকে দ্রুততম শতরান (ভারতীয়দের মধ্যে)

ব্যাটার	বল	প্রতিপক্ষ	সাল
রোহিত শর্মা	৩৫	শ্রীলঙ্কা	২০১৭
অভিষেক শর্মা	৩৭	ইংল্যান্ড	২০২৫
সঞ্জু স্যামসন	৪০	বাংলাদেশ	২০২৪
তিলক ভার্মা	৪১	দক্ষিণ আফ্রিকা	২০২৪
সূর্যকুমার যাদব	৪৫	শ্রীলঙ্কা	২০২৩

পাওয়ার প্লে-তে ভারতের সর্বাধিক রান (টি২০ আন্তর্জাতিকে)

স্কোর	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৯৫/১	ইংল্যান্ড	ওয়াংখেড়ে	২০২৫
৮২/২	স্কটল্যান্ড	দুবাই	২০২১
৮২/১	বাংলাদেশ	হায়দরাবাদ	২০২৪
৭৮/২	দক্ষিণ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	২০১৮

টি২০ আন্তর্জাতিকে দ্রুততম অর্ধশতরান (ভারতীয়)

বল	ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১২	যুবরাজ সিং	ইংল্যান্ড	ডারবান	২০০৭
১৭	অভিষেক শর্মা	ইংল্যান্ড	ওয়াংখেড়ে	২০২৫
১৮	লোকেশ রাহুল	স্কটল্যান্ড	দুবাই	২০২১
১৮	সূর্যকুমার যাদব	দক্ষিণ আফ্রিকা	গুয়াহাটি	২০২২

ছেলে অভিষেককে নিয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অমিতাভ বচ্চন। রবিবার।

টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক স্কোর (ভারতীয়)

রান	ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১৩৫	অভিষেক শর্মা	ইংল্যান্ড	ওয়াংখেড়ে	২০২৫
১২৬*	শুভমান গিল	নিউজিল্যান্ড	আহমেদাবাদ	২০২৩
১২৩*	রুতুরাজ গায়কোয়াড়	অস্ট্রেলিয়া	গুয়াহাটি	২০২৩
১২২*	বিরাট কোহলি	আফগানিস্তান	দুবাই	২০২২
১২১*	রোহিত শর্মা	আফগানিস্তান	বেঙ্গালুরু	২০২৪

টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক ছয় (ভারতীয়)

ছক্কা	ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১৩	অভিষেক শর্মা	ইংল্যান্ড	ওয়াংখেড়ে	২০২৫
১০	রোহিত শর্মা	শ্রীলঙ্কা	ইনদোর	২০১৭
১০	সঞ্জু স্যামসন	দক্ষিণ আফ্রিকা	ডারবান	২০২৪
১০	তিলক ভার্মা	দক্ষিণ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	২০২৪

শেষ রাউন্ডে হার গুকেশের

আমস্টারডাম, ২ ফেব্রুয়ারি : টাটা স্টিল চেজ প্রতিযোগিতার শেষ রাউন্ডে হারলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম পরাজয়। শেষ রাউন্ডের খেলায় স্বদেশীয় অর্জুন এরিগাইসির বিরুদ্ধে দারুণ সূচনা করেও ছন্দ ধরে রাখতে ব্যর্থ ভারতের এই তারকা গ্র্যান্ডমাস্টার। এই পরাজয়ের সুবাদে গুকেশ ৮.৫ পয়েন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ করেছেন।

এদিকে, এই প্রতিযোগিতায় গুকেশের সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষে রয়েছেন ভারতের আরেক দাবাড়ু রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শেষ রাউন্ডের ম্যাচে প্রজ্ঞা খেলছেন ভিনসেন্ট কেইমারের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচের ফলাফলের ওপর প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ হবে।

সুবিধা বাগানের

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলের ম্যাচে জামশেদপুর এফসি ৩-১ গোলে হারাল এফসি গোয়াকে। জোড়া গোল করেন জাভিয়ের সিভেরিও। অপর গোলটি আসে লাজার সিকোভিকের কাছ থেকে। গোয়ার একমাত্র গোলটি আয়ুষ ছেত্রীর। গোয়ার পরাজয়ে আরও সুবিধা হয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। আপাতত ১৮ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছে মানোলো মার্কুয়েজের দল। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল জামশেদপুর। ১৯ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মোহনবাগান।

প্রতীকী। পড়ে গেলেন কিলিয়ান এমবাপে। লা লিগায় অ্যাওয়ে ম্যাচে হেরে গেল রিয়াল মাদ্রিদও।

দৌড় থামল রিয়ালের

বার্সেলোনা, ২ ফেব্রুয়ারি : লা লিগায় জয়ের দৌড় থামল রিয়াল মাদ্রিদের। এস্প্যানিয়লের কাছে ১-০ গোলে হার। হারের পর লিগ শীর্ষে রইল ঠিকই, তবে স্বস্তি কমল রিয়াল শিবিরে।

শনিবার মায়োরকাকে ২-০ গোলে হারানোর সুবাদে এমনিতেই কার্লো আন্সেলোত্তির দলের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। রিয়াল মাদ্রিদ হেরে যাওয়ায় দুই দলের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধানটা আরও কমে ১-এ দাঁড়াল। ২২ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল। সমসংখ্যক ম্যাচে অ্যাটলেটিকোর ঝুলিতে ৪৮ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে রইল দিয়েগো সিমিওনের দল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখায় রিয়াল। ম্যাচের শেষ তিরিশ মিনিট এস্প্যানিওলের অর্ধেই খেললেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, জুডে বেলিংহাম, কিলিয়ান এমবাপেরা। একাধিক সুযোগও তৈরি হল। কিন্তু গোল হল কই। উলটে ম্যাচ শেষ হওয়ার মিনিট পাঁচেক আগে গতির বিপরীতে গিয়ে গোল করে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল

এক গোলে জয় বার্সেলোনার

এস্প্যানিওল। ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিল কার্লোস রোমেরোর গোল।

এদিকে, ম্যাচ হেরে রেফারিকে কাঠগড়ায় তুললেন রিয়াল কোচ। অভিযোগ, গোল করার আগে এমবাপেকে লালকার্ড দেখার মতো ফাউল করেও বেঁচে গিয়েছেন রোমেরো। আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাখ্যার কিছু নেই। সবাই দেখেছে কী হয়েছে। খেলোয়াড়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সবচেয়ে বড় ব্যাপার। সেখানে পরিষ্কার ফাউল হল। খুবই কুৎসিত। সৌভাগ্যবশত খারাপ কিছু ঘটেনি। এই ঘটনায় লাল কার্ড না দেখানোটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।' আগামী শনিবার মাদ্রিদ ডার্বি। তার আগে দুই দলের অবস্থান ম্যাচটার উত্তেজনা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল।

রবিবার লা লিগার অন্য ম্যাচে আলাভেসকে ১-০ গোলে হারাল বার্সেলোনা। গোটা ম্যাচ দাপটের সঙ্গে খেলেই তিন পয়েন্ট ঝুলিতে পুরল কাতালান জায়েন্টরা। ম্যাচের ৬১ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

ইপিএলে ফের হার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২ ফেব্রুয়ারি : ইউরোপা লিগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে এই দলটাকে কোনওভাবেই যেন মেলানো যাচ্ছে না। ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হারে ফের পয়েন্ট টেবিলে নামল লাল ম্যাঞ্চেস্টার।

রুবেন অ্যামোরিমের দলের সবচেয়ে বড় সমস্যা ধারাবাহিকতার অভাব। সেটাই আরও একবার বিপদে ফেলল। রবিবার ঘরের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে তারা হারল ২-০ গোলে। গোটা ম্যাচে বদল দখলের

জিতেও দুশ্চিন্তায় লিভারপুল

লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল ইউনাইটেডই। প্রথমার্ধে লড়াকু ফুটবল উপহার দিলেও গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ কোবি মাইনু, আলেহান্দ্রো গারনাচোরা। দ্বিতীয়ার্ধে তারই খেসারত দিতে হল। ৬৪ ও ৮৯ মিনিটে ক্রিস্টাল প্যালেসের জোড়া গোলই করেন জিন ফিলিপে-মাতেতা। এই হারের ফলে ২৪ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ১৩ নম্বরে নামল অ্যামোরিমের দল।

এদিকে, শনিবার রাতে বোর্নামাউথের বিরুদ্ধে দুই গোলে সহজ জয় পেয়েছে লিভারপুল। এই জয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে তাঁদের পয়েন্টের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ৯। তবুও দুশ্চিন্তায় রেডস শিবির। বৃহস্পতিবার তারা নামবে কারাবাও কাপের দ্বিতীয় লেগের সেমিফাইনালে। প্রতিপক্ষ টটেনহ্যাম হটস্পার যেখানে ১-০ গোলে এগিয়ে। সেখানে দলের তারকা ফুটবলার ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড চোটের কবলে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, 'ও নিজেই বদলি হতে চেয়েছিল। এটা কখনওই ভালো ইঙ্গিত নয়। ও বৃহস্পতিবার খেলতে পারলে আমি অবাকই হব।'

গোল করে উচ্ছ্বাস লিভারপুলের মহম্মদ সালাহর।

আজ সোনার হ্যাটট্রিকে চোখ সৌবৃতির

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : বছর দেড়েক আগে গোয়ায় আয়োজিত জাতীয় গেমসে জোড়া রুপো জিতেছিলেন। এবার জোড়া সোনা। সোমবার পদকের হ্যাটট্রিকেই চোখ বাংলার সাঁতারু সৌবৃতি মণ্ডলের।

এবারের জাতীয় গেমস থেকে বাংলার প্রথম সোনার পদকটি এসেছিল সৌবৃতির হাত ধরে। রাজ্যের ঝুলিতে দ্বিতীয় সোনাটিও এনে দিলেন হাওড়ার বছর চব্বিশের সাঁতারু। রবিবার ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনা জিতলেন। এখানেই থামতে চান না সৌবৃতি। সোমবার ৫০ মিটারে নামছেন। লক্ষ্য সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক। তবে কাজটা সহজ হবে না। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সৌবৃতি বলেছেন, 'উত্তরাখণ্ডে লড়তে হচ্ছে প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গেও। পাহাড়ি হিমশীতল পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ। সেজন্য খুব ভালো সময়ও করতে পারছি না।'

মা সীমা মণ্ডল ভলিবল খেলতেন। তাঁর স্বপ্নই পূরণ করছেন সৌবৃতি। বাংলার সোনার মেয়ে কথায়, 'মা চোটের কবলে পড়লে সাঁতার কাটতে যেতেন। সেখানেই পরিচয় বুলা চৌধুরীর সঙ্গে। সেই থেকেই মায়ের ইচ্ছা ছিল, মেয়ে হলে তাকে সাঁতারু তৈরি করার। আমি, আমার দিদি দুইজনেই ছোট থেকে সাঁতারের প্রশিক্ষণ নিই। আর আমি এটা নিয়েই এগোচ্ছি।' সঙ্গে বলেছেন, 'এবার লক্ষ্য আগামী বছর এশিয়ান গেমসের দলে জায়গা করে নেওয়া।' সোমবার সোনা জয়ের হ্যাটট্রিকের ব্যাপারেও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী শোনাল সৌবৃতিকে।

জিতল যুব

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ ৫ উইকেটে বুড়িরপাট ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে বুড়িরপাট ৩৩.১ ওভারে ১০৯ রানে অল আউট হয়। কুশল নন্দী ১৭ রান করেন। কুমার সঞ্জীব নারায়ণ ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে যুব মঞ্চ ২৯.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১১১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মলয় ঘোষ ৩৩ রান করেন। অভিজিৎ দাস ৩২ রানে নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরা মলয় ঘোষ।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে পাহাড়পুর একাদশ। ছবি : মুরতুজ আলম

চ্যাম্পিয়ন পাহাড়পুর

সামসী, ২ ফেব্রুয়ারি : চাঁচল ইউআর শান্তি ক্লাবের নেতাজি কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পাহাড়পুর একাদশ। রবিবার ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে ধনিয়াপট্টি আদর্শ ক্লাবের মুখোমুখি হয় পাহাড়পুর একাদশ। পাহাড়পুর একাদশ ৩-০ গোলে ধনিয়াপট্টি আদর্শ ক্লাবকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা অজয় জমাদার হ্যাটট্রিক করেন। প্রতিযোগিতার সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন অজয়। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৫০ হাজার টাকা।

মামুনের ৫০

সামসী, ২ ফেব্রুয়ারি : বাহারাবাদ যুব বৃন্দের বাহারাবাদ টি২০ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার গুলন্দর ২০ রানে তারানগরকে হারিয়েছে। মহানন্দা নদীর পাড় সংলগ্ন মাঠে প্রথমে গুলন্দর ১৮ ওভারে ১৬৬ রানে অল আউট হয়। ৫০ রান করেন মামুন। ৭ উইকেট পেয়েছেন দুলাল। জবাবে তারানগর ১৯ ওভারে ১৪৪ রানে গুটিয়ে যায়।

৪ উইকেট অমৃতর

বালুরঘাট, ২ ফেব্রুয়ারি : বালুরঘাট টাউন ক্লাবের ক্রিকেটে রবিবার গঙ্গারামপুর মিউনিসিপাল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ২৮৩ রানে বুনিয়াদপুর সাব-ডিভিশন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে গঙ্গারামপুর ৩৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৩১৭ রান তোলে। নীল হালদার ৬২ ও কৌশিক রায় ৫১ রান করেন। জবাবে বুনিয়াদপুর ২১.৫ ওভারে ৩৪ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা অমৃত মিত্র ৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন গোবিন্দ মহন্ত (৪/২)।

ম্যাচের সেরা অমৃত মিত্র।

ট্রফি নিয়ে হলদিবাড়ির ভলিবলাররা। ছবি : অমিতকুমার রায়

চ্যাম্পিয়ন হলদিবাড়ি

হলদিবাড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : পারমেখলিগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাবের নৈশ ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল হলদিবাড়ি। ফাইনালে তারা ২৫-১৭, ২৫-২০ পয়েন্টে কামাতবিন্দি দলকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা হলদিবাড়ির সানি মাহাতো।

এনপিএস কাপ শুরু

তুফানগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : এনপিএস কাপ ক্রিকেট রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বারকোদালি নেতাজি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ৯৪ রানে রাজারকুঠি ইয়ং স্টার ক্লাবকে হারিয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে টসে হেরে বারকোদালি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭৯ রান তোলে। ৬০ রান করেন ম্যাচের সেরা বাপ্পা রাভা। জবাবে রাজারকুঠি ৮৫ রানে গুটিয়ে যায়। রবি সরকার ১৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। সোমবার খেলবে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও বক্সিরহাট ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব।

বিদায়ি ঋদ্ধিকে শুভেচ্ছা পন্থের
খবর এগারোর পাতায়

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা জগি খারিয়া - কে 24.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39D 77239 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এবং জীবনকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য সর্বদাই লড়াই করতে হয়েছে। নিয়মিত এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এখন আমি আমার পরিবারের ভাগ্যকে পরিবর্তন করার জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ পেয়েছি। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ডিয়ার লটারিকে।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।